বাঘের মনে ভয়!

একটি মানুষের হাতে :

মিলিয়েছিল দুঃসাহসী এক কিশোর, মহাশক্তিধর এক মল্লযোদ্ধা, এবং লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত এক তীরন্দাজ!

কিন্তু কেন?

কি তাদের উদ্দেশ্য?...

ময়ূখ চৌধুরী রচিত

এক বিস্মৃত যুগের বিচিত্র কাহিনী—



লেখা : ময়ূখ চৌধুরী

রেখা : প্রসাদ রায়

প্রকাশন : গ্রীন্ একার বুকস্
২।১ ডাঃ অক্ষয় পাল রোড
কলিকাতা-৭০০০৩৪

মুদ্রণ : ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬।২এ তারক চাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৫

এই লেখকের অন্যান্য বই

- [illegible]
- মৃত্যুগহ্বর পেরিয়ে
- [illegible] লাইফ ইন টাইগারল্যাণ্ড (অনুবাদ)
- মরণ-খেলার খেলোয়াড়
- ডুয়েল
- খাপে ঢাকা তরবারি
- মৃত্যুহীন প্রাণ
- মহাকালের [illegible]
- মৃত্যুপুরীর অতিথি
- পলাতক

প্রথম পরিচ্ছেদ

বজ্রপাতের পূর্বাভাস

হারাজ রুদ্রদমনের রাজত্বে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করত বটে, কিন্তু প্রবাদবাক্য অনুসারে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জলপান করত মন কথা বলা যায় না। কারণ, বাঘের মতো মানুষগুলো সুযোগ পেলেই বলদ-সদৃশ মানুষের ঘাড় ভেঙ্গে হিংস্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হতো, তাই মাঝে মাঝে শান্তিভঙ্গের ঘটনা ছিল অনিবার্য।

তবে প্রজাদের শুভ-অশুভ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে মহারাজ ছিলেন তিশয় সচেতন। প্রজারা জানত, রুদ্রদমনের রাজত্বে কুকর্মকারী বৃত্তের নিস্তার নেই। রাজ্যে প্রচলিত প্রবাদ, 'মহারাজ অন্তর্যামী. রাজ্যে সংঘটিত যে কোন ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবহিত। দেবাশ্রিত মহারাজের অপ্রীতিভাজন হলে দুর্বৃত্তের মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

প্রবাদ কখনও সম্পূর্ণ সত্য হয় না, কিন্তু প্রবাদের মূলে কিছু সত্য থাকে। মহারাজ রুদ্রদমন সম্পর্কে ঐ ধরনের প্রবাদ প্রচলিত হওয়ার কারণ ছিল।

প্রজাবৃন্দ দেখেছে কোন দুর্বৃত্তের অত্যাচারে তারা যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, রাজকর্মচারী আইনরক্ষকের দল যখন কিছুতেই শান্তিভঙ্গকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারে না, শান্তিপ্রিয় মানুষ যখন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং মহারাজের কর্তব্য-বোধ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে— সেই সময় হঠাৎ একদিন রাজদরবার থেকে ঘোষিত হয় রাজার আদেশ— - দুর্বৃত্ত যেন অবিলম্বে কোতোয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

রাজাদেশ পালন না করলে দেবরাজ ইন্দ্রের রোষে পূর্বোক্ত দুর্বৃত্তে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে একথাও জানিয়ে দেয় রাজদরবার। ঐ ঘোষণা মৃত্যুদণ্ডের মতোই চরম। কারণ, রাজদরবারের নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার পরও অপরাধী যদি আত্মসমর্পণ না করে অথবা দেশান্তরী না হয়, তবে হঠাৎ একদিন রাজ্যের কোন না কোন স্থানে তার মৃতদেহ চোখে পড়ে এবং মৃতের ললাটে বা বক্ষে দেখা যায় রক্তাক্ত ক্ষতস্থানে অঙ্কিত রাজচিহ্নের প্রতীক—বাণ!

রুদ্রদমনের উপাস্য ইষ্টদেবতার স্থান গ্রহণ করেছেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রের হাতে যে বজ্র থাকে, ঐ বাণ হচ্ছে তারই প্রতীক এবং সেই জন্যই রাজচিহ্ন বলে স্বীকৃত।

বজ্রপাণি ইন্দ্রের অস্ত্রটি সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত'। রুদ্রদমনের মতে ঐ অস্ত্রটি এক শরাত্মক বাণ—যে বাণ বিদ্যুৎ চমকের মতো ছুটে এসে শত্রুর প্রাণ সংহার করে। রাজশক্তির প্রতীকরূপে তাই শায়ক-চিহ্ন গৃহীত হয়েছিল রুদ্রদমনের রাজ্যে। বজ্রের মতোই সেই প্রতীক চিহ্ন আঘাত হানে বা শত্রুর বক্ষে বা ললাট-পটে।

সম্প্রতি যাকে লক্ষ্য করে শায়কচিহ্নিত দণ্ড উদ্যত হয়েছে, সেই ভয়ংকর মানুষটির নাম পরন্তপ। সে কোথায় থাকে কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে তার চেহারার বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। গ্রামে বা নগরে যখন সে হানা দেয়, তখন তার মাথায় জড়ানো থাকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ আর সেই উষ্ণীষ-সংলগ্ন কাপড়ে বাঁধা থাকে মুখের নিম্ন ভাগ। আবরণের নীচে পরন্তপের মস্তক ও মুখ সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। উক্ত মস্তক কেশের প্রাচুর্যে উর্বর, অথবা বিরল-তৃণ মরুভূমির মতো প্রায়-মসৃণ হয়ে ইন্দ্রলুপ্তের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, বস্ত্রের আবরণ ভেদ করে তা বোঝার উপায় নেই। নাসিকা ও অধর-ওষ্ঠ একই ভাবে আবৃত;—আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিপথে শুধু ধরা পড়ে রোমশ বৃশ্চিকের মতো একজোড়া ভ্রূর নীচে একজোড়া তীব্র চক্ষু!

গ্রামে ও নগরে অবাধে লুণ্ঠন চালিয়েছে দস্যু পরন্তপ। মাঝে

মাঝে রক্ষিদলের সঙ্গে সংঘর্ষও ঘটেছে। দুই এক সময় হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়েছে। তার দলভুক্ত দস্যুরা দুই একবার ধরা পড়েনি এমন নয়, কিন্তু পরন্তপ সম্পর্কে বন্দীদের মুখ থেকে কোনও সংবাদ সংগ্রহ করা যায়নি। দস্যু অসম্ভব ধূর্ত। তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুচর অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, সে নিজে কোন সময়েই সাধারণ দস্যুদেব কাছে মুখ দেখায় না। দলের লোকেরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকে। প্রয়োজন হলে তার অন্তরঙ্গ দু'তিনটি অনুচর দলের অন্যান্য লোকদের কাছে পৌঁছে দেয় পরন্তপের আহ্বান। নির্দিষ্ট স্থানে সকলে উপস্থিত হলে মুখ ও মাথা উষ্ণীষের আবরণে ঢেকে তাদের সামনে আসে পরন্তপ, পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়, তারপর নির্বাচিত স্থানে হানা দিয়ে লুণ্ঠনকার্য সমাধা করে দ্রুত বেগে অদৃশ্য হয়। দলের দস্যুরা আগে থাকতে জানতে পারে না কোথায় হানা দেওয়ার সঙ্কল্প করছে তাদের দলপতি। লুণ্ঠন-অভিযানে যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে দস্যুদলকে মানব-মৃগয়ার জন্য নির্বাচিত স্থানটি জানিয়ে দেওয়া হয়। কার্য সমাধা করে সরে পড়ার পর অকুস্থল থেকে অনেক দূরে এসে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করে দেয় পরন্তপ, তারপর যে যার বাসস্থানে চলে যায়। যে সব দস্যু ঐ অভিযানে যোগ দেয় তাদের দীর্ঘকাল আর ডাকে না পরন্তপ। এর মধ্যে আবার লুঠতরাজের প্রয়োজন হলে সে আর একটি নূতন দলকে নিযুক্ত করে।

রুদ্রদমনের গুপ্তচর বিভাগ অতিশয় সক্রিয়। কিন্তু এক অভিনব পদ্ধতিতে দলকে পরিচালিত করে ধূর্ত পরন্তপ গুপ্তচরদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।

কোনো সূত্রে বিশেষ কোনো ব্যক্তির উপর সন্দেহ উপস্থিত হলেই গুপ্তচর তার উপর নজর রাখতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ চালিয়েও সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোন সন্দেহজনক কার্যকলাপ তারা আবিষ্কার করতে পারে না। কারণ আগেই বলেছি—পরন্তপের নিয়ম অনুসারে একই দল বা একই ব্যক্তি কখনও পর পর দু'বার লুণ্ঠন-

অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর নজর রাখতে রাখতে গুপ্তচর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই সময় হঠাৎ আর এক নূতন জায়গা থেকে আসে পরন্তপ পরিচালিত দস্যুবাহিনীর হানা দেওয়ার সংবাদ। যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের নির্দোষ ভেবে অন্যদিকে ছোটে গুপ্তচর, আর চক্রবৎ পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত সন্দেহভাজনদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করে দস্যু পরন্তপ।

এই অভিনব পদ্ধতির জন্যেই রুদ্রদমনের গুপ্তচর-চক্র এবং রক্ষি-বাহিনী পরন্তপের সন্ধান পায় না। গ্রামে বা নগরে হানা দেওয়ার সময়ে দৈবাৎ কখনও টহলদারা রক্ষিবাহিনার সঙ্গে যখন পরন্তপের সংঘর্ষ ঘটেছে এবং দুই একটি আহত দস্যু ধরা পড়েছে, তখনই উল্লসিত হয়ে উঠেছে দেশের মানুষ—আশা করেছে বন্দী দস্যুদের মুখ থেকেই দস্যু দলপতির যথাযথ পরিচয় ও বাসস্থান জানা যাবে। কিন্তু তাদের আশা সফল হয়নি। রক্ষিদল বন্দী দস্যুদের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করেছে, উৎকোচের লোভ দেখিয়েছে কোতোয়াল—কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বন্দীরা জানিয়েছে উষ্ণীষের আবরণ খুলে পরন্তপ তাদের মুখ দেখায়নি কখনও। সে কোথায় থাকে তাও তারা জানে না। পরন্তপের অন্তরঙ্গ যে কয়েকটি অনুচর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, একমাত্র তারাই পরন্তপের খোলা মুখের চেহারা দেখার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাদের সন্ধান করা অসম্ভব। যে লোক একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ দলের সামনে আসে না। আসে নূতন মানুষ। সেখানেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একই লোকের কাছে ঘুরে আসার অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করে ধূর্ত দস্যু সকলকেই অন্ধকারে রেখেছে। ফলে কয়েকজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও রক্ষিবাহিনী দলপতির সন্ধান পায় না।

অতএব,—গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, নগরের উপকণ্ঠে সর্বত্রই

চলতে থাকে পরন্তপের তাণ্ডবলীলা। দস্যুর অত্যাচারে দেশের লোক যখন অত্যন্ত বিচলিত, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাজদরবার থেকে ঘোষণা শোনা যায়—'ধরা দাও পরন্তপ, নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য।'

আশ্চর্য কাণ্ড! ভেরী ও ঢক্কানাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজাদেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দস্যু অন্তর্ধান করল! সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন মহারাজ রুদ্রদমন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিশোর যোদ্ধা

প্রায় সাত মাস হল মহারাজ রুদ্রদমন নিরুদ্দেশ। প্রজারা অবশ্য সেই-জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন নয়। তারা জানে মহারাজ মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়ে যান, আবার ফিরে আসেন। মহারাজের অবর্তমানে রাজ-কার্যের বিঘ্ন হয় না, মন্ত্রী মহাশয় সেই সময়ে রাজকার্য পরিচালনা করেন নিপুণ ভাবে।

না, মহারাজকে নিয়ে প্রজারা চিন্তিত নয়। খুব বেশীদিন রাজা নিখোঁজ থাকলে হয়ত চিন্তার কারণ ঘটত, কিন্তু এক বৎসর রাজ্যে অনুপস্থিত হওয়া রুদ্রদমনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। একবার নিখোঁজ হলে তিন থেকে ছয় মাসের আগে মহারাজ সচরাচর ফিরে আসেন না। একাদিক্রমে তিন বছর নিরুদ্দেশ থাকার ঘটনাও ঘটে গেছে আগে। অতএব সাত মাসের অনুপস্থিতি প্রজাবর্গকে বিশেষ বিচলিত করেনি।

পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের নৃপতিগণ অবশ্য এভাবে নিরুদ্দেশ হলে রাজ্যে হৈ-হৈ পড়ত। কিন্তু রুদ্রদমনের রাজ্যে রাজার অনুপস্থিতি নিতান্তই স্বাভাবিক। কেন তিনি চলে যান, বা কোথায় যান,

এ-বিষয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা করেও কেউ স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি—তাই এখন আর কেউ এ-বিষয়ে মাথা ঘামায় না।

সমগ্র রাজ্যে একটিমাত্র মানুষ মহারাজের নিরুদ্দেশ-যাত্রার কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। মানুষটির নাম মহাসত্ত্ব—রুদ্রদমনের রাজ্য শ্রাবস্তীর মন্ত্রী।

মহাসত্ত্ব স্পষ্টভাষী। নিরুদ্দেশ-যাত্রার বিপক্ষে ভালো ভালো যুক্তি সহযোগে তাঁর কঠোর মন্তব্যগুলি মহারাজের কানে তুলতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি—কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি, মানবতাবোধ প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিবিধ তথ্য ও তত্ত্ব জড়িত করে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রচণ্ড স্রোতে মহারাজ মন্ত্রিবরকে একেবারে ধরাশায়ী করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। একই ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলে অধুনা মহাসত্ত্ব আর মহারাজের নিরুদ্দেশ-যাত্রার প্রস্তাবে আপত্তি করেন না; রুদ্রদমনের নির্দেশ অনুসারে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে গুরুদায়িত্ব পালন করেন বিনা প্রতিবাদে, কিন্তু মন্ত্রিবরের অন্তরে যুগপৎ উদ্বেগ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়।

সম্প্রতি মহাসত্ত্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেও রুদ্র-দমনের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার কারণটা আমাদের খুলে বলবেন না মহাসত্ত্ব। সময়বিশেষে তাঁর কর্ণ হয় বধির এবং জিহ্বা হয় মৌন। বর্তমানে মহাসত্ত্ব উপরিউক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং বোবা মহাসত্ত্বকে কথা কওয়ানোর দুঃসাধ্য চেষ্টা না করে আমরা বরং রুদ্রদমনের রাজ্যে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসি……

অপরাহ্ণ। শ্রাবস্তীর রাজপথে আনন্দ-উচ্ছল নাগরিকদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে এবং দোকানে দোকানে ক্রেতা ও বিক্রেতার আলাপ, কলহ ও হাস্যধ্বনি শ্রবণ করলে যে কোন নবাগত মানুষের ধারণা হবে রুদ্রদমনের রাজ্যে—বিশেষ করে রাজধানীতে—সুখ ও শান্তি বিরাজ করছে সর্বতোভাবে, এখানে অশান্তি উৎপাতের চিহ্ন অনুপস্থিত।

জনতার মধ্যে পথ করে চলতে চলতে যে কিশোরটি উৎসুক নেত্রে

এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছিল, তার মনেও এমনি ভাবনারই ছায়াপাত ঘটেছিল। বলাই বাহুল্য, কিশোর-পথচারী নগরীতে নবাগত। তার ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় সে কোনও ব্যক্তির সন্ধান করছে।

হঠাৎ পার্শ্ববর্তী এক বিপণি থেকে পসারীর উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এল কিশোরের কানে, "আসুন! আসুন! অতি অল্পমূল্যে ভালো ভালো সামগ্রী বিক্রয় হচ্ছে। এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না। আসুন! আসুন!"

কিশোর বিপণির দিকে চাইল। বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে চর্মরজ্জুতে আবদ্ধ একটি নগ্ন তরবারির দিকে চোখ পড়তেই অলস দৃষ্টি তীব্র আগ্রহে জ্বলে উঠল—সে এগিয়ে গেল দ্রুত পদে···

পসারী তখনও হাঁক দিচ্ছে, "আসুন! আসুন! দেখুন, এই মৃৎভাণ্ড উৎকৃষ্ট সুরার আধার। ঘোর গ্রীষ্মে এই পাত্রে আসব হিমশীতল থাকবে। এই যে রজতশুভ্র কুম্ভ দেখছেন"—

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, "ঐ তরবারির মূল্য কত?"

পসারী একবার কিশোরের মুখের দিকে তাকাল, ধূর্ত হাসির রেখা জাগল তার অধর-ওষ্ঠে, মধুঝরা গলায় সে বলল, "অতি উৎকৃষ্ট অসি। নাম মাত্র দাম। এই নিন।"

তরবারির বন্ধন মোচন করে সে কিশোরের দিকে এগিয়ে দিল। কিশোর হাত বাড়াল না, অধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "নাম মাত্র দামটি কত?"

"হেঁ, হেঁ", বিগলিত হাস্যে পসারী জানাল, "মাত্র দুটি রজত মুদ্রা।"

"দুটি রজত মুদ্রা?" কিশোরের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, "বড় বেশী দাম।"

"আদৌ নয়", পসারী বলল, "হাতে নিয়ে দেখুন—কিশোর যোদ্ধার উপযুক্ত অস্ত্র।"

কিশোর সাগ্রহে এইবার হাত বাড়াল। কিন্তু সে তরবারি স্পর্শ করার আগেই এক ব্যক্তি দ্রুতপদে এগিয়ে এসে পসারীর হাত থেকে অসি টেনে নিল।

পসারীর মুখ থেকে একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল, কিন্তু সে কোন মন্তব্য করল না। কিশোর ক্রেতা সবিস্ময়ে বলে উঠল, "একি !"

লোকটি কোনদিকে দৃক্‌পাত করল না, আপনমনে অসি পরীক্ষা করতে করতে বলল, "এই তরবারি ভালো ইস্পাতে তৈরী সন্দেহ নেই। তবে এটি বালকের খেলার বস্তু নয়।"

ক্রুদ্ধস্বরে কিশোর বলল, "আমি বালক নই। কিন্তু তুমি হঠাৎ পসারীর হাত থেকে অসি ছিনিয়ে নিলে কেন?"

আগন্তুক বলল, "পসারী তোমার হাতে অসি তুলে দিচ্ছিল, কারণ সে বিক্রেতা। অসির বিনিময়ে অর্থ পেলেই সে খুশী,—অস্ত্রধারণে ইচ্ছুক ক্রেতার যোগ্যতা নির্ণয় করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু আমি শস্ত্রবিদ্। অস্ত্রধারীর যোগ্যতা বিচারের ক্ষমতা আমার আছে। তুমি অস্ত্রধারণে অযোগ্য, তাই অসি ছিনিয়ে নিয়েছি। এই অসি উৎকৃষ্ট বটে। আমি এই অসি ক্রয় করব।"

কিশোরের ওষ্ঠাধর হিংস্র হাস্যে বিভক্ত হল, "আমাকে অস্ত্রধারণে অযোগ্য মনে করার কারণ?"

শ্লেষতিক্ত স্বরে উত্তর এল, "যে বালক কোমরে শূন্যগর্ভ অসিকোষ রাখে, অস্ত্রধারণের যোগ্যতা তার নেই। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি কোষ থেকে অসি ছিনিয়ে নিয়েছে। ভালোই করেছে—দুর্বলের অঙ্গে শোভাবৃদ্ধি করার জন্য তরবারির অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয়।"

এর মধ্যে দুজনকে ঘিরে একটি ছোটখাট জনতার সমাবেশ ঘটেছে। আগন্তুকের কথা শুনে সকলেই সকৌতুকে কিশোরের কটিদেশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল—সত্য বটে; কিশোরের বামদিকে কটিতে আবদ্ধ চর্মবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলছে একটি শূন্যগর্ভ অসিকোষ! দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আধারটি অবশ্য শূন্য নয়—সেখানে খাপের উপর দৃশ্যমান হাতলটি সুদীর্ঘ এক ছুরিকার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে।

কিশোর নীরবে একবার আগন্তুকের কোমরের উপর চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর শুষ্কস্বরে বলল, "আমার অসিকোষ শূন্য বলেই আমি এই

অসি ক্রয় করতে চাই। তোমার কোমরে দেখছি একটি তরবারি ঝুলছে। অনর্থক তুমি আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছ কেন?"

আগন্তুক বলল, "আগেই বলেছি আমি শস্ত্রবিদ্। বিশেষতঃ অসি আমার প্রিয় অস্ত্র। এই অসি অত্যুত্তম ইস্পাতে নির্মিত। সেইজন্যেই এই অসি আমি রাখব। অর্থাৎ—অধিকন্তু ন দোষায়।"

কিশোরের দুই চোখ জ্বলে উঠল, "তুমি কি জানো না একটি খাপে দুটি তরবারি প্রবেশ করতে পারে না?…বর্বর! অধিক কথায় কাজ কি? যদি সাহস থাকে পসারীর অসি আমার হাতে দিয়ে তোমার নিজস্ব অসি গ্রহণ করো। এখনই বুঝিয়ে দেব অস্ত্রধারণে আমার অধিকার তোমার চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়।"

"অতি উত্তম প্রস্তাব", আগন্তুক সহাস্যে বলল, "এই নাও তোমার অস্ত্র।"

কিশোর হাত বাড়িয়ে তরবারি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নবাগত মানুষটি বিদ্যুৎবেগে তার অসি কোষমুক্ত করল।

জনতা সভয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল। এসময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয়।

আগন্তুক হেসে বলল, "বালক! এইবার তোমার অস্ত্রধারণের যোগ্যতা পরীক্ষা করব।"

কিশোরও হাসল। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাসিতে ছিল কৌতুক ও ব্যঙ্গের স্পর্শ, কিন্তু কিশোরের স্মিত অধরে ফুটল দন্তুর শ্বাপদ-হিংসা!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল। তারা যেন চোখ দিয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষমতা মেপে নিচ্ছে।

জনতা নির্বাক। কিন্তু প্রতীক্ষায় অধীর। আতঙ্ক ও কৌতূহল-জড়িত দৃষ্টি মেলে তারা এক রোমাঞ্চকর নাটকের রক্তাক্ত অভিনয় দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব।

হঠাৎ বাধা দিল পসারী, "না, না, আমার দোকানের সামনে রক্তপাত করবেন না।"

"নির্বোধ বণিক", আগন্তুক ধমকে উঠল, "আমি শিশুহত্যা করি না। তবে শিশুর দুঃসাহস ও স্পর্ধা দেখলে তাকে শাসন করি বটে।...যাও! ঐ যে ব্যক্তি অনতিদূরে ফলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, ওর কাছ থেকে তিনটি আম নিয়ে এস।"

আম! আম কি হবে?

জনতার ভিতর জাগল বিস্ময়ের গুঞ্জন ধ্বনি, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করতে সাহসী হল না—অস্ত্রধারী পুরুষের মেজাজকে বিশ্বাস নেই। নবাগত পুরুষ যে অসিচালনায় দক্ষ সেবিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। একটু আগে সে যখন খাপ থেকে তলোয়ার টেনে এনেছিল, তখন তার ক্ষিপ্রতা দেখে সবাই বুঝেছিল ঐ ব্যক্তি মরণ-খেলার এক অভ্যস্ত খেলোয়াড়।

এসব লোক উত্তেজিত হলে তার সামনে বেশী বাক্যব্যয় করা সুবুদ্ধির কাজ নয় বিবেচনা করে গুঞ্জরিত জনতা ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বস্ত্রের ভিতর থেকে কয়েকটি তাম্রমুদ্রা নিয়ে আমের দাম চুকিয়ে দিল আগন্তুক। তারপর আম তিনটিকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল দোকানের কাষ্ঠাধারের উপর।

হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল পসারী—তার নাকের সামনে আলোকস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে আগন্তুকের অসি সবেগে নেমে গেল কাষ্ঠাধারে রক্ষিত আম তিনটির দিকে।

একটি আমকে খণ্ডিত করে অসি উঠল, আবার নামল সারিবদ্ধ আমের উপর বিদ্যুৎ-বেগে।

"তোমরা সবাই দেখ", ঊর্ধ্বে তরবারি তুলে আগন্তুক চেঁচিয়ে উঠল, মাঝখানের আমটি অটুট আছে। কিন্তু দু'পাশের দু'টি আমকে ঠিক সমান মাপে দু'ভাগ করে কেটেছি।"

—"সাধু! সাধু!"

বিস্মিত জনতা প্রবল হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল। কাজটা কঠিন বটে। তিনটি আম প্রায় গায়ে গায়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে,

মাঝে ফাঁক খুব কম। মাঝখানের আমে একটুও আঁচড় না লাগিয়ে দুপাশের দুটি আমকে সমান মাপে কাটা খুবই কঠিন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, আগন্তুক লক্ষ্য স্থির করে কোপ মারে নি—তার অসি চালিত হয়েছে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উপর্যুপরি দু'বার।

জনতা সবিস্ময়ে স্বীকার করল—'হ্যাঁ, লোকটার ক্ষমতা আছে বটে।'

আগন্তুক এইবার কিশোর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকাল, "বালক! কাজটা খুব সহজ মনে হচ্ছে কি?"

কিশোর হাসল, "এটা কি খুব কঠিন কাজ? তুমি বিদ্রূপ করে আমায় বালক বললেও আমি প্রকৃত পক্ষে বালক নই। কিন্তু যখন আমি সত্যি বালক ছিলাম, তখনও এমন সহজ একটা কাজ করে প্রশংসা কুড়াতে চেষ্টা করতাম না। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের কাছে এই কাজ খুব কঠিন বলে মনে হতে পারে। অসিচালনার পাঠে যারা অ, আ, ক, খ পড়ছে এই পরীক্ষা তাদেরই উপযুক্ত বটে। বীরযোদ্ধাকে এই ধরনের পরীক্ষা দিতে বললে তাকে অপমান করা হয়, বাক্যবীরদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।"

জনতার ভিতর থেকে একজন মন্তব্য করল, "বৎস! এইবার তুমি মাঝের আমটিকে সমান দু'ভাগে কাটো। আমরা দেখে নয়ন সার্থক করি।"

কিশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী তিক্তস্বরে বলল, "হ্যাঁ, সমান দুইভাগে তো কাটবেই। ঐ সঙ্গে একথাও মনে রেখ, তৃতীয় আমটি কাটার সময়ে পাশের আম দুটিতে একটুও আঁচড় লাগতে পারবে না।"

"তথাস্তু"—কিশোর সবেগে অসিচালনা করল।

মুহূর্তের স্তব্ধতা। পরক্ষণেই তুমুল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল জনতা। কিশোরের প্রতিপক্ষের হাসির শব্দটাই বড় বেশী স্পষ্ট।

কোনমতে হাসি থামিয়ে আগন্তুক বলল, "খুব তো বড় বড় কথা বলছিলে। কিন্তু এটা কি হল? আমি তো নিখুঁতভাবে দুটি আমকেই

সমান দু'ভাগে কেটেছি—আর তোমার অসি তৃতীয় আমটিকে স্পর্শও করল না।"

কৌতুক-তরল স্বরে কিশোর বলল, "কে বলেছে আমার অসি আমটিকে স্পর্শ করে নি?"

"তুমি কি উন্মাদ নাকি, চোখে দেখতে পাও না?" বিস্মিত নেত্রে আবার কিশোরের মুখের পানে তাকিয়ে জনতার দিকে ফিরল আগন্তুক, "ভাই সব, তোমরাই বলো মাঝের আমটিকে ওর তরবারি কি স্পর্শ করেছে? অসি লাগলে ফল তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হতো।"

জনতা গর্জন করে উঠল, "ঠিক! ঠিক! আমরা দেখেছি অসি আমকে স্পর্শ করেনি। আঘাত লাগলে আম নিশ্চয়ই ছিন্ন হতো।"

কিশোর কোন কথা না বলে এগিয়ে এসে মাঝের আমটিতে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলের মধ্যে উঠে এল আমের কর্তিত অর্দ্ধাংশ!

স্তম্ভিত জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করে কিশোর সহাস্যে বলল, "আমিও সমান মাপেই কেটেছি। তোমরা ঐ দুটি কাটা আমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারো ওদের মতো আমারটাও ঠিক সমান দুই ভাগে কাটা পড়েছে। প্রভেদ এই যে, আমার আম দ্বিখণ্ডিত হয়েও ছিটকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েনি।"

জনতা স্তম্ভিত, স্তব্ধ!

কিশোরের প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থাও তথৈবচ!

সত্যি অকল্পনীয়। আমটিকে নিখুঁতভাবে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে কিশোরের তরবারি! কিন্তু আঘাতের ওজন এমনই পরিমিত যে, খণ্ডিত অংশ দুটি ছিটকে পড়ার অবকাশ পায় নি। অতি-সূক্ষ্ম রেখায় বিদীর্ণ ফলের দুই অংশ রসসিক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আটকে থেকে দর্শককে বিভ্রান্ত করেছে—মনে হয়েছে আমটি অক্ষত অটুট অবস্থাতেই বিরাজমান। তরবারি বুঝি আমকে স্পর্শও করেনি।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী, "এমন চমৎকার হাতের

কাজ আমি কখনও দেখি নি। অপূর্ব! অদ্ভুত! আমি আমার বাক্য প্রত্যাহার করছি। তুমি যদি অস্ত্রধারণের যোগ্য না হও, তবে সমগ্র আর্যাবর্তে অস্ত্রধারণের যোগ্য পুরুষ একটিও নেই···কিন্তু কিশোর, আমার একটি প্রশ্ন আছে।"

জিজ্ঞাসু নেত্রে কিশোর তার ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে দৃষ্টিপাত করল।

"আমি দীর্ঘকাল শস্ত্রচর্চা করেছি। বিশেষতঃ ধনুর্বাণ ও অসি আমার প্রিয় অস্ত্র," আগন্তুক বলল, "আমি জোর করে বলতে পারি উপযুক্ত গুরুর সাহায্য না পেলে এমন ভাবে তরবারিকে আয়ত্ত করা যায় না। শিষ্যের যদি এই নমুনা হয় তো গুরুর হাতের অসি নিশ্চয়ই জীবন্ত সর্পের মতো প্রাণঘাতী।···বলো কিশোর, কে তোমার গুরু? কি তাঁর নাম? তোমার নামটিও জানতে চাই।"

প্রতিপক্ষ যখন খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়েছিল তখনই অসির বিদ্যুৎবৎ সঞ্চালন দেখে কিশোর বুঝেছিল এই মানুষটি বড় সহজ নয়। প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা আছে জেনেই সে তরবারিতে হাত দিয়েছিল। প্রতিপক্ষের প্রশংসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে এখন সে সহজ হয়ে উঠছিল, মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে,—কিন্তু হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসতেই কঠিন রেখাগুলি আবার ফিরে এল মুখের উপর, চোয়াল হল আড়ষ্ট, দুই চোখে দেখা দিল রোষের স্তিমিত অগ্নি!

নীরস স্বরে সে বলল, "নাম-ধামের প্রয়োজন কি? পথের দেখা পথেই শেষ। এই তরবারির উপর আমার অধিকার আছে কি না এই টুকুই শুধু আমার জিজ্ঞাস্য।"

আগন্তুক কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল—যোদ্ধসুলভ নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে কঠিন হয়ে উঠল অধরের রেখা, চোখের দৃষ্টিতে ভেসে উঠল অবরুদ্ধ ক্রোধের আভাস।

"ঐ অসি তোমার," আগন্তুক শুষ্কস্বরে বলল, "অস্ত্রচালনায় তোমার

দক্ষতা প্রমাণিত। কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ বড় নয়। আর্যযোদ্ধার উদার মনোভাব তোমার নেই। আমার পরিচয় দিলে তুমি জানতে পারতে কতখানি সম্মান তুমি পেয়েছিলে, তবে"—

হঠাৎ আগন্তুকের কণ্ঠস্বর দারুণ ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, অবরুদ্ধ ক্রোধ ফেটে পড়ল তীব্র ভৎসনায়, "তবে জেনে রাখো, যে যোদ্ধা গুরুর কাছে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে ভয় পায়, সে কখনও আদর্শ শস্ত্রবিদ্ হতে পারে না। নিজের সম্বন্ধে তার সংশয় আছে, অপরের সম্পর্কে রয়েছে ঈর্ষা ও আতঙ্ক। আমি তোমার গুরুর কাছে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করতে চাই নি। চেয়েছিলাম এক গুণীকে সম্মান দিতে, আর"—

ক্রোধের উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল, আত্মসংবরণ করে সে কণ্ঠকে সংযত করল, ভিতরের ক্রোধ তবু চাপা রইল না, "বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলাম নখর-ভয়াল এক ব্যাঘ্রশাবকের দিকে! অরণ্যের পশু হিংস্র বীরত্বের অধিকারী, আর্যযোদ্ধার উদার মনোভাব সে কোথায় পাবে?...ধিক্!"

ক্ষণমধ্যে জনতার বেষ্টনী ভেঙ্গে আগন্তুক প্রস্থান করল। সে যদি একবার পিছন ফিরে কিশোরের মুখের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করত তাহলে দেখত ক্রোধের পরিবর্তে সেই মুখের উপর নেমে এসেছে বিষাদের করুণ ছায়া!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'অর্থ অনর্থের মূল!'

কিশোরের চমক ভাঙ্গল পসারীর কণ্ঠস্বরে, "আশ্চর্য কৌশল! তোমার বয়স অল্প বটে, কিন্তু অসিচালনায় তুমি সিদ্ধহস্ত।"

কিশোর খানিকক্ষণ নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পসারীর মুখের দিকে; তারপর চিন্তার জগৎ ছেড়ে তার মন ফিরে এল বাস্তব

পৃথিবীর বুকে—একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে সে সহজভাবে তাকাল পসারীর দিকে, "কি বলছ ?"

—"বলছি আশ্চর্য তোমার কৌশল। এই বয়সেই অসিচালনায় তুমি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছ।"

একবার হাতের তরবারির দিকে দৃষ্টিপাত করে কিশোর জিজ্ঞাসা করল, "পসারি! এই অসির জন্যে তোমায় কত দিতে হবে ?"

—"কিছু না। এই অসি তোমায় আমি উপহার দিলাম।"

কিশোরের ললাটে জাগল কুঞ্চনরেখা, কণ্ঠস্বরে ফুটল বিরক্তির আভাস, "উপহার! তোমার উপহার আমি গ্রহণ করব কেন ?"

পসারী বিনীত হাস্যে দন্তবিকাশ করল, "গুণীকে সম্মান প্রদর্শন করলে উপহার গ্রহণে গুণীর বাধা নেই। এই তরবারি দিয়ে আমি গুণীকে সংবর্ধনা জানাচ্ছি।"

ভ্রূকুটির রেখা সরে ললাট মসৃণ হল, তরবারি বারেক নিরীক্ষণ করে কিশোর সেটিকে কোষবদ্ধ করল। তারপর হাসিমুখে পসারীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "আমি একটি লোকের সন্ধান করছি। নাম, জয়দ্রথ। বলতে পারো, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে ?"

—"মল্লবীর জয়দ্রথ ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তার গৃহের সন্ধান বলতে পারব না। তবে এই অঞ্চলে প্রত্যহ অপরাহ্নে সে ক্রীড়া প্রদর্শন করে, বিনিময়ে নাগরিকদের কাছ থেকে পায় পারিতোষিকস্বরূপ কিছু অর্থ। একটু খুঁজে দেখ। ভাগ্য প্রসন্ন হলে আজও দেখা হতে পারে।'

জনতা সরে গিয়েছিল। যারা রোমাঞ্চকর একটি দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল, তারা সবাই উধাও। কয়েকজন অতি-কৌতূহলী ব্যক্তি কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সম্ভবতঃ কিশোরের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে তারা গবেষণায় ব্যস্ত।

অকস্মাৎ সমবেত মণ্ডলীর ভিতর থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এল, "তুমি জয়দ্রথ নামে মল্লযোদ্ধার সাক্ষাৎ পেতে চাও?"

—"হ্যাঁ। কোথায় তিনি?"

—"নিকটেই। একটু আগে পুবদিকের ঐ বিস্তৃত রাজপথের একপাশে দৃশ্যমান রক্তবর্ণ অট্টালিকার পিছন দিকের পথে জয়দ্রথ ক্রীড়াপ্রদর্শনের উদ্যোগ করছিল। আমি আগে অনেকদিন ওর খেলা দেখেছি, তাই দাঁড়াইনি। তুমি যদি ওখানে গিয়ে জয়দ্রথের সাক্ষাৎ পেতে চাও তাহলে আমাব সঙ্গে আসতে পারো।"

"অজস্র ধন্যবাদ", কিশোর এগিয়ে গেল বক্তার দিকে, "চলো, কোথায় যেতে হবে।"

নির্দিষ্ট স্থানে রক্তবর্ণ অট্টালিকার পাশে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী এক জনতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে কিশোরের সঙ্গী বলল, "ঐযে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে গেলেই জয়দ্রথের সাক্ষাৎ পাবে। তুমি যাও। আমি ওর খেলা বহুদিন দেখেছি।"

"ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!"

কিশোরের সঙ্গী অন্যদিকে চলে গেল। কিশোর এগিয়ে গেল জনতার দিকে …

"আসুন! দেখুন! জয়দ্রথ তার অসীম শক্তির পরিচয় দিচ্ছে," দণ্ডায়মান মানুষগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্রচর্মে সজ্জিত এক ভীমকান্তি পুরুষ ঘোষণা করছিল, "জয়দ্রথ আপনাদের কিয়ৎকাল আনন্দ দেবে। বিনিময়ে তাকে আপনারা কিছু পুরস্কার দেবেন বলে সে আশা করে।"

জনতার ভিতর থেকে এক রসিক পুরুষ সরস মন্তব্য নিক্ষেপ করল, "আনন্দের ধরনটা আগে দেখি। তারপর বিবেচনা করব তোমার প্রাপ্য কি হবে – পুরস্কার—না, তিরস্কার!"

জয়দ্রথ নামক ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত মানুষটি জনতার ভিতর দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করল, কিন্তু রসিক ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করতে পারল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে নীরবতা ভঙ্গ করল, "আমি মল্লযোদ্ধা। আমার প্রতিযোগী কোন মল্ল এখানে উপস্থিত থাকলে আমি মল্ল-যুদ্ধের কৌশল দেখিয়ে আপনাদের আনন্দ বিতরণ করতে পারতাম। যিনি এইমাত্র আমাকে তিরস্কারের সম্ভাবনা জানিয়ে সতর্ক করেছেন, তাঁর চেহারাটা আমি দেখতে চাই এবং আমাকে তিরস্কার করার ক্ষমতা তিনি রাখেন কিনা সেটাও পরীক্ষা করতে চাই। আমার বিশ্বাস, উপস্থিত জনমণ্ডলী তাতে কিছু আনন্দ পাবেন, আর সেই আনন্দের বিনিময়ে দরিদ্র এই মল্লযোদ্ধাকে পুরস্কৃত করতে তাঁদের আপত্তি হবেনা ...কই? কথাটা যিনি বললেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? আসুন!"

সবাই চুপ। কেউ এগিয়ে এল না। জয়দ্রথ আবার বলল, "আপনারা কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, কেউ বা বণিকগৃহে অথবা রাজদ্বারে মাসিক বেতনের কর্মচারী। আপনারা বুদ্ধিজীবী; দেশ আপনাদের প্রয়োজন অনুভব করে একথা সত্য। কিন্তু শুধু মস্তিষ্কের শক্তি থাকলেই হয় না, দেহের শক্তিরও প্রয়োজনে আছে আমাদের দেশে —একথা ভুললে চলবেনা। সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ জাতির সম্পদ। আমি শক্তির পূজারী, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী—আমাকে অপমান করার অধিকার আপনাদের নেই।'

দণ্ডায়মান মানুষগুলোর মুখের উপর ঘুরতে লাগল জয়দ্রথের তীব্র দৃষ্টি, কয়েকমুহূর্ত পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার জাগ্রত হল তার গম্ভীর কণ্ঠ, "যদি আমার খেলা দেখে আনন্দ পাবেন বলে মনে করেন, তাহলে দাঁড়িয়ে দেখুন। না হয়তো, চলে যান। কিন্তু আমি খেলা দেখানোর আগেই দেখে নিতে চাই আমি কি পাচ্ছি। প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে আমি বৃথা শক্তিক্ষয় করে দেহের ক্ষতি করতে রাজী নই। আমার দেহ অতিশয় মূল্যবান। বহু চেষ্টায় এই দেহ গড়ে উঠেছে।...যদি খেলা দেখতে চান তো রাজপথে সাধ্য অনুযায়ী অর্থ ফেলুন।"

ঠং করে একটি তাম্রমুদ্রা জয়দ্রথের সামনে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ। তারপর কিছুক্ষণ ঠং, ঠং, ঠং, ঠং…

ধাতব শব্দের ঝঙ্কার থেমে যেতেই জয়দ্রথ পথের উপর নিক্ষিপ্ত অর্থ গণনা শুরু করল…কিছুক্ষণ পর মাথা নেড়ে বলল, "হবে না। যে যার অর্থ তুলে নিন। ত্রিশ কাহন, পাঁচ নিষ্ক দিয়ে এই দেহের জন্য এক-বেলার উপযুক্ত খাদ্যও সরবরাহ করা যায় না।"

কেউ এগিয়ে এল না। নিক্ষিপ্ত মুদ্রা রাজপথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া দাতার পক্ষে সম্মানজনক নয়।

জয়দ্রথ মৃদু হেসে নত হয়ে তাম্রমুদ্রাগুলি (রজতমুদ্রা একটিও ছিল না) কুড়িয়ে নিয়ে কটিবন্ধের চর্মপেটিকায় রাখল, তারপর বলল, "আপনারা যখন ঐ অর্থ ফিরিয়ে নিতে রাজী নন, তখন আমিই ওগুলো তুলে নিলাম। শক্তিমান পুরুষ দেশের সম্পদ। এই সামান্য অর্থ দান করে আপনারা দেশের প্রতি আপনাদের আনুগত্য প্রমাণ করলেন। বজ্রপাণি বাসব আপনাদের কল্যাণ করুন।"

জনৈক ব্যক্তি ক্রোধপ্রকাশ করে বলল, "তুমি খেলা দেখাবে না?"

—"খেলা দেখাতেই এসেছিলাম। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, ত্রিশ কাহন পাঁচ নিষ্ক দিয়ে এই বৃহৎ দেহের উপযোগী একবেলার খাদ্যও ক্রয় করা যায় না। কঠিন পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত হলে উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রাম দিয়ে সেই দেহের পরিচর্যা করলে বলবান হওয়া যায়—অন্যথা বিপরীত অবস্থাই ঘটবে, অর্থাৎ শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে।"

জনতার মধ্যে যারা অর্থ নিক্ষেপ করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই সরোষে অধর দংশন করল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হল না।

একটি ক্ষুদ্র শকট পথের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। শকটের একপাশে হাতল লাগানো—দেখলেই বোঝা যায় ঐ ক্ষুদ্রাকার যান হাতের সাহায্যে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছে। শকটের উচ্চতা হাত দুই-এর বেশী নয়। শকটগর্ভে কি আছে জানার উপায় নেই। স্থূল ও কর্কশ

রঙীন বস্ত্রে শকটপৃষ্ঠ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবে বস্ত্রের স্ফীতি দেখে অনুমান করা যায় তার তলায় নিরেট বস্তুপিণ্ডের সমাবেশ ঘটেছে।

শকটের হাতল ঠেলে জয়দ্রথ এগিয়ে গেল। তার চলার পথ ছেড়ে সশব্যস্তে সরে গেল মানুষ।

আচম্বিতে প্রস্থান-উদ্যত জয়দ্রথের পথরুদ্ধ হল,—"দাঁড়াও!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে জয়দ্রথ মুখ তুলল—তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে এক সুদর্শন কিশোর।

জয়দ্রথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিশোরের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল। বুঝল, বয়স কম হলেও মানুষটি অবহেলার নয়। কটিদেশে লম্বমান তরবারি ও সুদীর্ঘ ছুরিকা বুঝিয়ে দিচ্ছে কিশোর অস্ত্রচালনায় অভ্যস্ত। দেহের গঠন ছিপছিপে; চিতাবাঘের মতো দীর্ঘ, পেশল, প্রাণসার।

জয়দ্রথ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, "দাঁড়াব কেন?"

কিশোর কথা বলল না; দণ্ডায়মান মল্লের পেশীবহুল দেহের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে লাগল তার দুই চোখের তীব্র দৃষ্টি।

জয়দ্রথ বিরক্ত হল, "কি দেখছ?"

—"তোমাকে।"

—"হ্যাঁ, আমার দেহ যে দেখার মতো সেকথা আমিও জানি। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার চেহারা দেখলে দর্শনী দিতে হবে। তবে তোমাদের হাত তো ভাল ভাবে উপুড় হয় না, তাই বলছি পথ ছাড়ো।"

কিশোরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, "তুমি শক্তিমান?"

—"সন্দেহ আছে?"

—"না। কিন্তু তুমি এইমাত্র বলছিলে জয়দ্রথ তার অসীম শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।" অসীম কথাটা অস্পষ্ট। আমি স্পষ্ট কথা ভালবাসি। আমি তোমার শক্তির সঠিক পরিমাপ দেখতে চাই।"

—"তাতে আমার লাভ?"

—"যদি সত্যিই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হও তাহলে লাভ আছে। দেখি তোমার হাত?"

বিস্মিত হয়ে জয়দ্রথ হাত এগিয়ে দিল। ঊর্ধ্বাঙ্গে পরিহিত আঙরাখার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কি যেন বার করল কিশোর, তারপর সেই বস্তুটি সমর্পণ করল জয়দ্রথের হাতে—"এতে চলবে?"

বস্তুটির দিকে তাকিয়ে জয়দ্রথের চক্ষুস্থির। একি! এযে—

"বাধা দিয়ে কিশোর বলল" "ওটা তোমার। এখন খেলা দেখাও। নাকি, আপত্তি আছে?"

—"বিলক্ষণ! মূল্য যখন পেয়েছি তখন খেলা দেখাতে আপত্তি করব কেন?"

—"তাহলে দেখাও।"

পথের একপাশে দণ্ডায়মান যে ক্ষুদ্রাকার শকটের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তার দিকে এগিয়ে গেল জয়দ্রথ। শকটের উপর বিস্তৃত রঙ্গীন কাপড়টি তুলে নিতেই ভিতরের বস্তুগুলি দর্শকদের দৃষ্টি-গোচর হল—কয়েকটি লৌহগোলক, দড়ির স্তূপ, প্রকাণ্ড এক সিন্ধুক এবং আরও বিভিন্ন ধরণের বস্তু।

সিন্ধুকের দুইপাশে লোহার আংটা বসানো। আংটা ধরে সিন্ধুকটিকে মাটিতে রেখে জয়দ্রথ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

"শুনুন", জয়দ্রথ হাঁক দিল, "আপনাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এই সিন্ধুক মাটি থেকে একহাত উপরে তুলতে পারেন, তবে আমি এইখানে সাত হাত নাকখৎ দেব।"

চার পাঁচজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি জনতার ভিতর থেকে এগিয়ে গেল সিন্ধুকের দিকে।

প্রত্যেকেরই চেষ্টা বিফল হল। একহাত তো দূরের কথা, সিন্ধুক ভূমিশয্যা ছেড়ে এক আঙুল উপরেও উঠল না। একজন বলিষ্ঠ-দর্শন পুরুষ প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সিন্ধুক আর ভূমির মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক সৃষ্টি করেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য—তারপরই সিন্ধুক আবার নেমে এসে মাটি কামড়ে ধরল অনড় হয়ে!

বাহুতে সশব্দে চপেটাঘাত করে হেসে উঠল জয়দ্রথ, "ওটিকে সিন্ধুক

বলে ভ্রম করবেন না। সিন্ধুকের আকারে নির্মিত হলেও বস্তুটি একেবারে নিরেট।"

উপস্থিত জনমণ্ডলীর উপর একবার দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করে জয়দ্রথ এগিয়ে গিয়ে সিন্ধুকের দুপাশে আংটা দুটি চেপে ধরল, "দেখুন, এই গুরুভার বস্তু আমি মাথার উপর তুলব।"

জনতা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল। জয়দ্রথের কাঁধ ও বাহুর মাংস-পেশী ফুলে ফুলে উঠল,—ধীরে, অতি ধীরে শূন্যে উঠতে লাগল সেই নিরেট সিন্ধুক এবং একটু পরেই তার মাথার উপর দুই প্রসারিত বাহুর দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে অবস্থান করতে লাগল।

সেই অবস্থাতেই কিশোরকে সম্বোধন করে জয়দ্রথ বলল, "কিশোর, তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ?"

—"হয়েছি। তবে আমি আরও কিছু দেখতে চাই।"

—"নিশ্চয়। একটু অপেক্ষা করো।"

সিন্ধুকটিকে নিয়ে জয়দ্রথ শকটের মধ্যে রাখল। তারপর সেখান থেকে টেনে নিল একটি স্থূল লৌহদণ্ড।

দণ্ডটিকে আন্দোলিত করে জয়দ্রথ বলল, "মহাশয়গণ। আমাকে একটু সময় দিন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেই আমার অসাধারণ শক্তির আর-একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে উপস্থিত করব।"

যারা সিন্ধুক নিয়ে টানাটানি করে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছিল, তাদের মধ্যে একব্যক্তি কিশোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বলে উঠল, "আমি খুব দুর্বল মানুষ নই! প্রত্যহ ব্যায়াম করি। কিন্তু ঐ সিন্ধুক তুলতে গিয়ে বুঝলাম অমানুষিক শক্তির অধিকারী না হলে ঐ গুরুভার বস্তুকে মাথার উপর উত্তোলন করা সম্ভব নয়।"

কিশোর বলল, "মনে হয় ঐ বস্তুটির ওজন খুব কম করেও তিনমণ হবে। জয়দ্রথ যে অসাধারণ শক্তির অধিকারী সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।"

পিছন থেকে মৃদু-গম্ভীর স্বরে একটি মন্তব্য ভেসে এল কিশোরের কানে, "ভার উত্তোলনই শক্তির একমাত্র পরিচয় নয়।"

সচমকে ফিরে কিশোর দেখল তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে মুণ্ডিত-মস্তক এক বিপুলবপু গেরুয়াধারী পুরুষ।

কিশোর ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কথাটা কি আপনি বললেন?"

স্মিত হাস্যে উত্তর এল, "হ্যাঁ।"

বক্তার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর—দক্ষিণ স্কন্ধের উপর থেকে বক্ষ বেষ্টন করে জানু পর্যন্ত নেমে এসে গেরুয়া কাপড় তার দেহকে আবৃত করেছে; আবরণের তলায় দেহের গঠন অদৃশ্য। শরীরের আয়তন প্রকাণ্ড হলেও কিশোরের মনে হল গেরুয়াধারীর দেহে পেশীর পরিবর্তে চর্বিরই আধিক্য ঘটেছে। তবে হ্যাঁ—গ্রীবা, স্কন্ধ ও বাহু কিছুটা শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করছে বটে। কিন্তু জয়দ্রথের পেশী-স্ফীত বিশাল দেহের তুলনায় গেরুয়াধারীর দেহ একেবারেই নগণ্য।

গেরুয়াধারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর। "দেখুন", জয়দ্রথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই লৌহদণ্ড আমি হাতের চাপে বাঁকা করব। আপনারা ইচ্ছা করলে এই দণ্ডের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে পারেন।"

কিশোর আবার জয়দ্রথের দিকে ফিরল। গেরুয়াধারীর কথায় তার বিরক্তির সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদ না করে সে জয়দ্রথের দিকে মনোনিবেশ করল।

"আসুন, এগিয়ে আসুন", উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল জয়দ্রথ, "এই লৌহদণ্ড কতখানি কঠিন পরীক্ষা করে দেখুন।"

এবারও কেউ এগিয়ে এল না। সিন্দুক তুলতে গিয়ে তারা ঠকেছে, দ্বিতীয়বার বিফল হয়ে জনতার হাসির খোরাক হতে তারা রাজী নয়। "আচ্ছা, বুঝলাম আমার কথাতেই আপনারা বিশ্বাস করছেন। তবু আমি অন্তত একজনকে এটা পরখ করতে বলব।"

এগিয়ে এসে জয়দ্রথ কিশোরের সামনে লৌহদণ্ড প্রসারিত করল। বলল, "দেখ। এই লৌহদণ্ডকে যদি কেউ হাতের চাপে বাঁকা করতে পারে, তবে তাকে অসীম শক্তিশালী বলা যায় কি না।"

বলিষ্ঠ মানুষের কব্জির মতো স্থূল সেই লৌহদণ্ডের দিকে তাকিয়ে কিশোর মাথা নাড়ল, "প্রয়োজন নেই। দণ্ডের আকৃতি আর স্থূলত্বই ওর কাঠিন্য প্রমাণ করছে।"

—"তবু দেখ।"

কিশোর হাত বাড়িয়ে লৌহদণ্ড গ্রহণ করল। বস্তুটির ওজন অনুভব করেই সে বুঝল এই দণ্ড হাতের চাপে বাঁকানো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দুই প্রান্ত ধরে একবার চাপ দিয়ে সে দণ্ড ফিরিয়ে দিল জয়দ্রথের হাতে।

লৌহদণ্ডটি হাতে নিয়ে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান জনতার মাঝখানে দাঁড়াল জয়দ্রথ, হাঁক দিয়ে বলল, "দেখুন।"

দণ্ডের দুই প্রান্ত ধরে শক্তি প্রয়োগ করল সে। জনতা দেখল, তার কাঁধ ও বাহুর উপর জেগে উঠেছে সাবলীল মাংসপেশীর তরঙ্গ।...দণ্ড তখনও অবিকৃত!...পেশীগুলি আরও স্ফীত হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গ আর মুখ হল রক্তবর্ণ, ললাটে জাগল কুঞ্চনরেখা...

জনতা সবিস্ময়ে দেখল সেই অতি স্থূল দণ্ড ধীরে ধীরে বক্রাকার ধারণ করছে।

কিশোরের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আপনমনেই মাথা নেড়ে সে বলে উঠল, "হ্যাঁ, জয়দ্রথ অসাধারণ বলবান বটে।"

পিছন থেকে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর, "অসাধারণ না হলেও বলবান বটে।"

সক্রোধে গেরুয়াধারীর দিকে ফিরে দাঁড়াল কিশোর, "আপনি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, শক্তিমানের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে জানেন না।"

—"গৈরিকধারণ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। আর প্রাপ্য মর্যাদার কথা যদি বলো, তাহলে বলব যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই আমি দিতে প্রস্তুত, তার বেশী নয়।"

—"শক্তিমানের প্রাপ্য মর্যাদা শক্তিমানই দিতে পারে। স্থূলোদর মেদসর্বস্ব সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরের শক্তির পরিমাপ করা সম্ভব নয়।"

—"ওহে বালক! আমি মেদসর্বস্ব নই। তুমি এখনও মানুষের দেহ দেখে তার শক্তির পরিমাপ করতে শেখ নি।"

গেরুয়াধারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিশোর বলল, "আপনি বলতে চান আপনাকে দেখে আপনার দৈহিক শক্তির পরিমাপ আমি করতে পারি নি? ভালো, এখন বলুন তো, হে শক্তিমান সন্ন্যাসি! ঐ লৌহদণ্ড কি আপনি হাতের চাপে বক্র করতে সমর্থ?"

কিশোরের বলার ভঙ্গী ও ভাষা অত্যন্ত অপমানকর, কিন্তু গেরুয়াধারীর মুখে ক্রোধের আভাস মাত্র নেই, "ঐ লৌহদণ্ড আমি বাঁকিয়ে দিতে পারি অনায়াসে।"

—"আর ঐ নিরেট সিন্দুক? ওটিকেও আপনি মাথার উপর তুলতে পারেন নিশ্চয়?"

—"নিশ্চয়ই পারি।"

—"তবে একটু আগে জয়দ্রথ যখন জনসমক্ষে সবাইকে শক্তির পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেছিল, তখন আপনি চুপ করে ছিলেন কেন?"

—"প্রয়োজন মনে করিনি। অনর্থক শক্তিক্ষয়ে আমার রুচি নেই।"

—"বেশ। অনর্থক শক্তিক্ষয় করতে যখন আপনার আপত্তি, তখন অর্থের বিনিময়ে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিন। আমি আপনাকে এখনই একটি স্বর্ণমুদ্রা দেব যদি ঐ সিন্দুক আপনি মাথার উপর তুলতে পারেন।"

গেরুয়াধারীর দুই চোখে মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের চমক দেখা গেল, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে সে বলল, "অর্থ পেলে মন্দ হয় না। বিশেষতঃ একটি স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভন সংবরণ করা আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু এখানে শক্তির পরীক্ষা দিলে জয়দ্রথের ক্ষতি হবে। এটা তার জীবিকা। আমি কারও জীবিকার ক্ষতি করি না।"

"ঃ!" কিশোরের কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্রূপ, 'আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি। তবে মন্দলোকে হয়তো আপনাকে ধূর্ত বাক্যবীর বলেও মনে করতে পারে।"

—"তা মনে করতে পারে বটে।"

গেরুয়াধারীর মুখের হাসি আরও প্রশস্ত হল। শ্লেষ ও বিদ্রূপ তাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। কিশোর কি যেন বলতে গেল, তার আগেই জনতার হর্ষধ্বনিতে চমকে সে জয়দ্রথের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল লৌহদণ্ড প্রায় গোলাকার ধারণ করেছে!

এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় কিশোরকে মুগ্ধ করে দিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেরুয়াধারীকে লক্ষ্য করে আর একটি শ্লেষতিক্ত বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জনতার পিছন থেকে এক প্রচণ্ড কোলাহল ভেসে এসে তার উদ্যত জিহ্বাকে স্তব্ধ করে দিল।

যারা খেলা দেখছিল তারাও কৌতূহলী হয়ে পিছনে তাকিয়ে কোলাহলের কারণ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হল। আচম্বিতে জনতার এক বৃহৎ অংশ সবেগে আলোড়িত হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। পরক্ষণেই সকলকে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত করে জাগল বহুকণ্ঠের চিৎকার—

"সাবধান! সাবধান! সরে যাও! ক্ষিপ্ত অশ্ব ছুটে আসছে!" ঝটিকার আকস্মিক আবির্ভাবে গাছের তলায় ঝরা পাতার রাশি যেমন উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই রাজপথের উপর দিয়ে সবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল পথচারীদের ধাবমান মূর্তি।

কিশোর সচমকে দেখল তার আশেপাশে গেরুয়াধারী ছাড়া আর কেউ নেই। কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই লোকারণ্যে আবৃত রাজপথ জনমানবশূন্য হয়ে গেছে।

—"বাঁচাও! বাঁচাও!"

পথের বাঁক ঘুরে একটি বৃহৎ অট্টালিকার তলায় আত্মপ্রকাশ করল দ্রুতবেগে ধাবমান এক বিশাল অশ্ব। অশ্বের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে তার

পিঠের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এক স্থূলকায় ব্যক্তি কোনমতে নিজেকে রক্ষা করছে এবং পরিত্রাহি চিৎকারে সাহায্য চাইছে, "বাঁচাও। বাঁচাও।"

"ঈস!" কিশোর সভয়ে বলল, "লোকটি এখনই পড়ে মরবে যে!"

"মরুক; দুনিয়ার একটা পাপ বিদায় হবে", গেরুয়াধারীর কণ্ঠ অবিচলিত, "তুমি বোধহয় নগরীতে নবাগত, তাই ওকে জানো না। ও হচ্ছে রত্নাকর বণিক। অত্যন্ত লোভী হীনচেতা ব্যক্তি।"

—"বাঁচাও। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেব।"

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আবার ভেসে এল আর্তচিৎকার। পরক্ষণেই সেই আর্তনাদকে ডুবিয়ে জাগল অশ্বের তীব্র হ্রেষাধ্বনি।

"সহস্র স্বর্ণমুদ্রা?" কিশোর বিস্মিত স্বরে বলে উঠল।

"সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রত্নাকরের কাছে কিছুই নয়," গেরুয়াধারী মন্তব্য করল, "কিন্তু সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য প্রাণবিপন্ন করবে কে?"

পিছন থেকে ভেসে এল উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, "আমি।"

চমকে উঠে কিশোর দেখল তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জয়দ্রথ। দারুণ উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলছে এবং হাত হয়েছে মুষ্টিবদ্ধ।

জয়দ্রথ উত্তেজিত স্বরে বলল, "অর্থের পরিমাণ কম নয়। সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য আমি বাঘের গুহায় প্রবেশ করতে পারি।"

আবার ভেসে এল আর্তনাদ, "বাঁচাও! সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেব।"

"ভয় নেই," চিৎকার করে উঠল জয়দ্রথ, "আমি তোমাকে রক্ষা করব।"

পরক্ষণেই সে তীরবেগে ছুটল ধাবমান অশ্বের দিকে।

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু," অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করল গেরুয়াধারী, "জগতে অর্থই সকল অনর্থের মূল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নগরে নেকড়ের হানা

ছুটতে ছুটতে অশ্বের কাছাকাছি এসে পড়ল জয়দ্রথ, তবু শেষরক্ষা হল না। এক ঝটকায় পিঠের জীবন্ত বোঝাকে ছিটকে ফেলে অশ্ব হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। রত্নাকর বণিক মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল প্রকাণ্ড এক কুষ্মাণ্ডের মতো। আর জ্বলন্ত দুই চোখের নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল অশ্ব। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে হাতে ভর দিয়ে রত্নাকর উঠে বসল—তৎক্ষণাৎ ভীষণ চিৎকার করে দুরন্ত পশু ছুটে এসে পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে উঠল।

দারুণ আতঙ্কে দুই চোখ মুদে ফেলল রত্নাকর—এই বুঝি সামনের দুই খুর একজোড়া লৌহমুষলের মতো এসে পড়ে তার দেহের উপর!

একটা তীব্র হ্রেষাধ্বনি কানে এল, রত্নাকরের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল—কিন্তু নাঃ! অশ্বের পদাঘাত তো তার দেহের উপর পড়ল না!

আবার, আবার জাগল সেই তীব্র হ্রেষাধ্বনি! কানের পর্দা বুঝি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। তবুও দেহের উপর কোন আঘাত অনুভব করে না রত্নাকর বণিক।

আবার হ্রেষাধ্বনি। স্বর এবার মৃদু, স্তিমিত। তার পরই কানে আসে মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজ, "এযে দেখেছি খুনী জানোয়ার। আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলেও স্বস্তি নেই—মানুষটাকে পদদলিত করতে চায়!"

খুব ধীরে ধীরে আর ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে ফেলল রত্নাকর। দেখল, অশ্বের বল্গা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক প্রকাণ্ড পুরুষ। লোকটির দেহের শক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ—বল্গার আকর্ষণে তেজস্বী অশ্ব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; শুধু স্ফুরিত নাসারন্ধ্র ও জ্বলন্ত চক্ষুর হিংস্র দীপ্তি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে জানোয়ারের দুরন্ত আক্রোশ।

রত্নাকর সোজা হয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে জন্তুটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রত্নাকর, "সাবধান! হাত ফসকালেই বিপদ! একবার যদি"—

রত্নাকরের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্রুদ্ধ অশ্ব আক্রমণ করল। না, রত্নাকরকে নয়—যে বলিষ্ঠ-দর্শন মানুষটি অশ্বের বল্গা ধারণ করেছিল, মুহূর্তের জন্য বুঝি শিথিল হয়েছিল তার মুষ্টি, এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অশ্ব হাতটা কামড়ে ধরল।

"উঃ! তুমি শুধু পদাঘাতেই পটু নও, দংশনেও বিলক্ষণ দক্ষ।"

ব্যাঘ্রচর্মে সজ্জিত বিশালদেহী পুরুষ তার ডান হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না, বাঁহাত দিয়ে মল্লযোদ্ধার অভ্যস্ত কৌশলে অশ্বের নাসিকায় প্রচণ্ড আঘাত হানল, "তোমার জানা উচিত মল্লযোদ্ধার হাত অশ্বের ভক্ষ্য নয়।"

অস্ফুট আর্তনাদ করে অশ্ব হাত ছেড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ আবার বজ্রমুষ্টিতে ধরা পড়ল অশ্বের বল্গা। আরক্ত চক্ষে একবার হ্রেষাধ্বনি করে অশ্ব স্থির হয়ে গেল। সে বুঝেছে, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

অশ্ব ও মনুষ্যের দ্বৈরথ-রণ দেখতে দেখতে পার্শ্ববর্তী গেরুয়াধারীকে উদ্দেশ করে কিশোর বলে উঠল, "জয়দ্রথ শেষ পর্যন্ত অশ্বকে ধরে ফেলল! দেখুন, দেখুন! ক্ষিপ্ত অশ্বের আবির্ভাবে যে-সব পথচারী আড়ালে সরে গিয়েছিল, তারা আবার নির্ভয়ে মুক্ত রাজপথের উপর এসে দাঁড়িয়েছে—আরে! ওরা আবার কারা!"

রাজপথে শুধু পলাতক পথিকরাই ফিরে আসে নি, আরও একদল

বিচিত্র মানুষ আবির্ভূত হয়েছে সেখানে। তাদের কটিবন্ধে তরবারি, বাম হস্তে লৌহদস্তানা।

গেরুয়াধারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "দ্বিপদ নেকড়ে।"

—"দ্বিপদ নেকড়ে?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু বনবাসী চতুষ্পদ নেকড়ের চাইতে এই দ্বিপদ নেকড়ের দল অনেক বেশী ভয়ংকর। ওরা রত্নাকর বণিকের দেহরক্ষী অর্থাৎ বেতনভোগী দস্যু। নগরের বাসিন্দারা ঐ দুর্বৃত্তদের ভাল ভাবেই জানে। তুমি নগরীতে নবাগত বলেই ওদের জানো না।"

—"রত্নাকর আর তার সহচর দুর্বৃত্তদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমি কথা বলতে চাই জয়দ্রথের সঙ্গে। এখন রত্নাকরের সঙ্গে ওর পুরস্কারের ব্যাপারটা মিটে গেলেই—"

—"অত সহজে ব্যাপার মিটবে না। জয়দ্রথের সঙ্গে তোমার কথা বলার সুযোগ হবে কি না সন্দেহ। বিপদ কেটে যাওয়ার পর রত্নাকর বণিক অত টাকা দিতে রাজী হবে বলে মনে হয় না।"

গেরুয়াধারীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ রেখে কিশোর একটু এগিয়ে গেল। রত্নাকর তখন ভূমিশয্যা ছেড়ে দণ্ডায়মান হয়েছে এবং অশ্বের বল্‌গা ধরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জয়দ্রথ।

"মহাশয়।" জয়দ্রথ বিনীত কণ্ঠে বলল, "আপনার প্রতিশ্রুত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কি এখানেই দেবেন? না, আপনার গৃহে যাওয়ার প্রয়োজন হবে?"

দুই চোখ কপালে তুলে রত্নাকর বণিক বলল, "সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। বলে কি!"

জয়দ্রথের মুখে ফুটল ক্রোধ ও বিস্ময়ের আভাস, "একটু আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, এরই মধ্যে তা বিস্মৃত হয়েছেন?"

রত্নাকর সপ্রতিভভাবে বলল, "পুরস্কারের কথা আমি বিস্মৃত হইনি। যদি তুমি আমাকে ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠ থেকে উদ্ধার করতে তাহলে

অবশ্যই ঐ পুরস্কার তোমার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তুমি যখন অশ্বের গতিরোধ করলে, তখন"—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এক ব্যক্তি বলে উঠল, "তখন আপনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছেন, অতএব"—

পাশের লোকটি তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল, "অতএব পুরস্কারের উল্লেখ করা উচিত নয়।"

জয়দ্রথ তাকিয়ে দেখল ঐ দুই ব্যক্তির বাঁহাত লোহার দস্তানায় ঢাকা, কটিবন্ধে তরবারি। তাদের পাশে আরও যে দুটি মানুষ নীরবে দাঁড়িয়েছিল, তাদের অস্ত্র-সজ্জাও একইরকম। জয়দ্রথ বুঝল এরা একই দলের মানুষ।

রত্নাকর বণিক পূর্বোক্ত চারমূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ল, "এই যে অকাল কুষ্মাণ্ডের দল! অশ্ব যখন আমাকে বহন করে উধাও হল, তখন কি করছিলে?"

প্রথমে যে ব্যক্তি কথা বলেছিল, সে উত্তর দিল, "কি করব! ঘোটক যে সম্পূর্ণ বশ মানে নি সে কথা আগেই আপনাকে জানিয়ে ছিলাম। আপনি নিষেধ না শুনে অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করতে গেলেন।"

রত্নাকর তর্জন করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে জয়দ্রথ বলে উঠল, "মহাশয়! নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমি আপনার প্রাণরক্ষা করেছি। অনুগ্রহ করে প্রতিশ্রুত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আগে আমাকে দিন। তর্ক পরে করবেন।"

রত্নাকর শুষ্ক স্বরে বলল, "আমার বক্তব্য তুমি আগেই শুনেছ। আর আলোচনা অনাবশ্যক।"

লৌহ-দস্তানাধারী প্রথম ব্যক্তি বলল, "প্রভু! এই ব্যক্তি পলাতক অশ্বকে গ্রেপ্তার করেছে। অতএব, ওকে দুটি রজতমুদ্রা পুরস্কার না দিলে অন্যায় হবে।"

"ঠিক! ঠিক!" রত্নাকর সোৎসাহে বলল, "কিঙ্কল! তুমি

সর্বদাই উচিত কথা বলো। ওকে অন্তত দুটি রজত মুদ্রা না দিলে ঘোরতর অন্যায় হবে।'

"কী! দুটি রজতমুদ্রা!" সক্রোধে গর্জে উঠল জয়দ্রথ, "আমি দুটি রজতমুদ্রার প্রত্যাশী নই...বেশ! এই অশ্বকে আমি বন্দী করেছিলাম, এখন আমিই ওকে মুক্তি দিচ্ছি। ওহে কিঞ্জল! সাধ্য থাকে ঘোটকের গতি রোধ করে তুমি দু'টি রজতমুদ্রা উপার্জন করো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের পঞ্জরে সশব্দে এক চপেটাঘাত করে বল্গা ছেড়ে দিল জয়দ্রথ।

দুরন্ত অশ্ব বিকট হ্রেষাধ্বনি করে সম্মুখে ঝাঁপ দিল। ধাবমান অশ্বের পথ ছেড়ে সভয়ে ছিটকে সরে গেল রত্নাকর, কিঞ্জল ও তাদের তিন সহচর। রাজপথে খুরের বাজনা বাজাতে বাজাতে ঝড়ের বেগে ছুটল অশ্ব এবং দেখতে দেখতে সকলের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই হাত কোমরে রেখে অট্টহাস্য করে উঠল জয়দ্রথ। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল তার হাস্য ধ্বনি...

পাশের সঙ্গীকে উদ্দেশ করে কিশোর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "দেখুন! দেখুন! কিঞ্জল নামে লোকটা লোহার দস্তানা দিয়ে জয়দ্রথের মুখে আঘাত করল! কী অন্যায়!"

গেরুয়াধারী নির্বিকার ভাবে বলল, "নেকড়ের স্বভাবই ঐ রকম। তবে এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছে নেকড়ে। অনেকদিন পরে একটা ভালো খেলা দেখতে পাব।"

আকস্মিক আঘাতে জয়দ্রথ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মুখের রক্ত হাত দিয়ে মুছে রক্তাক্ত হাতটাকে সে ভাল করে দেখল, তারপর বলল, "কিঞ্জল! তুমি লোহার দস্তানা দিয়ে আমার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করে রক্তপাত ঘটিয়েছ।"

কিঞ্জল রূঢ়স্বরে বলল, "নেকড়ের দংশনে রক্তপাত ঘটে থাকে একথা কি তুমি জানো না?"

"ওহে কিঙ্গল! শোনো," জয়দ্রথের রক্তাক্ত মুখে ফুটল হাসির রেখা, "নেকড়ের দংশনে ব্যাঘ্রের দেহে রক্তপাত ঘটতে পারে, কিন্তু ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নেকড়ের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

আচম্বিতে বাঁ হাত বাড়িয়ে কিঙ্গলের ঘাড় ধরে ফেলল জয়দ্রথ, সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতের কঠিন বাঁধনে ধরা পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর কটিদেশ!

সচমকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে তলোয়ারের মুঠি চেপে ধরল কিঙ্গল, কিন্তু অস্ত্রকে কোষমুক্ত করতে পারল না। জয়দ্রথ এমন ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল যে, মুষ্ট্যাঘাত করাও সম্ভব ছিল না। তাই কিঙ্গলের বামহস্তের মারাত্মক লৌহ-দস্তানাও হয়ে পড়ল অকর্মণ্য!

জয়দ্রথ হেসে উঠে বলল, "নির্বোধ! মল্লযোদ্ধার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলে লৌহ-দস্তানা অথবা তরবারি ব্যবহার করা যায় না।"

পরক্ষণেই কিঙ্গলের দেহ সবেগে শূন্যপথে পাক খেয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়ল সশব্দে!

কিশোর বিস্মিত স্বরে বলল, "আশ্চর্য! অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে একটা বলিষ্ঠ পুরুষকে ওভাবে নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়। জয়দ্রথ সত্যই নরব্যাঘ্র বটে। কিঙ্গলের আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। আশা করি এইবার জয়দ্রথের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব।"

গেরুয়াধারী একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, "তুমি হঠাৎ জয়দ্রথের সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছ কেন জানি না—তবে খেলাটা এখনও শেষ হয় নি।"

জয়দ্রথ তখন ভূপতিত শত্রুর দিকে তাকিয়ে গর্বিত স্বরে বলছে, "কিঙ্গল! আজ তোমাকে লঘুদণ্ড দিয়ে অব্যাহতি দিলাম। ভবিষ্যতে মনে রেখ মল্লযোদ্ধার গায়ে হাত দেওয়া নিরাপদ নয়।"

ভূমিশয্যা থেকে কোনরকমে হাতের উপর ভর করে শরীরটাকে

একটু তুলে ধরল কিঞ্জল, "বন্ধুগণ! আমরা কি এই অপমান সহ্য করব?"

"কখনই নয়," একাধিক কণ্ঠে জাগল হিংস্র গর্জন, "ঐ দুর্বিনীত মল্লকে আমরা উচিত শিক্ষা দেব।" পরক্ষণেই লৌহময় বজ্রমুষ্টি তুলে তিন দুর্বৃত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়দ্রথের উপর।

অদ্ভুত কৌশলে শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে প্রতি-আক্রমণ করল জয়দ্রথ। লৌহমুষ্টির আঘাত তার দেহের স্থানে স্থানে রক্তাক্ত ও স্ফীত ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু কোন আঘাতই মারাত্মক হল না। এত দ্রুত সে দেহকে চালনা করছিল যে, শত্রুরা লক্ষ্যস্থির করে আঘাত হানার সুযোগ পাচ্ছিল না,—উপরন্তু তার দুই বলিষ্ঠ বাহু দুটি লৌহদ্বারের মতোই শত্রু পক্ষের আঘাত ব্যর্থ করে দিচ্ছিল বারংবার। এরই মধ্যে হাত ও পায়ের ক্ষিপ্র সঞ্চালনে একটি শত্রুকে আহত করল জয়দ্রথ—আহত ব্যক্তি অস্ফুট আর্তনাদ করে ধরাশয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

কিশোর উল্লসিত স্বরে বলল, "বীর বটে জয়দ্রথ। একটি নিরস্ত্র মানুষের বিক্রমে পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছে লৌহমুষ্টি পরিহিত তিন-তিনটি দুর্বৃত্ত।"

"তিনটি নয় হে," গেরুয়াধারী হেসে বলল, "চারটি দুর্বৃত্ত। ঐ দেখ—কিঞ্জল ভূমিশয্যা ত্যাগ করেছে।"

কিশোর উদ্বিগ্ন নেত্রে দেখল কিঞ্জল উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে জয়দ্রথের দিকে!...

মল্লযোদ্ধার দক্ষিণ হস্তের করপুট তরবারির মতো এক প্রতিদ্বন্দ্বীর স্কন্ধে আঘাত করে তাকে ছিটকে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মল্লযোদ্ধার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত হানল কিঞ্জলের লৌহদস্তানায় আবৃত বজ্রমুষ্টি—অতর্কিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল জয়দ্রথ।

তৎক্ষণাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চারটি দ্বিপদ নেকড়ে...

কিশোর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "ঈস্! দুরাত্মা কিঞ্জল পিছন থেকে আক্রমণ করে জয়দ্রথকে ধরাশায়ী করল। আরে! আরে! যে দুই

হুর্ও জয়দ্রথের হাতে মার খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তারাও দেখছি উঠে পড়ল... ঈস! সবাই মিলে প্রায়-অচেতন মানুষটাকে প্রহারে জর্জরিত করছে আর পথচারী নাগরিকের দল পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে!...নাঃ! নির্বিকার চিত্তে এমন দৃশ্য দর্শন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

ক্ষিপ্রহস্তে কোষ থেকে অসি টেনে আনার জন্য অস্ত্রের হাতল চেপে ধরল কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে লোহার সাঁড়াশীর মতো কোন বস্তু কঠিন পেষণে চেপে ধরল তার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ! সচমকে তাকিয়ে সে দেখল গেরুয়াধারীর বাঁহাতের আঙ্গুলগুলো তার ডান হাতের কবজিতে চেপে বসেছে।

"উঃ!" যাতনাকাতর স্বরে বলে উঠল কিশোর, "ছেড়ে দিন।"

গেরুয়াধারীর হাত সরে গেল তার হাতের উপর থেকে। কিশোর বাঁহাত দিয়ে আহত ডান হাতের পরিচর্যা করতে করতে ক্রুদ্ধ নেত্রে গেরুয়াধারীর দিকে তাকাল।

গেরুয়াধারী তখন মৃদু মৃদু হাসছে।

রুষ্টস্বরে কিশোর বলল, "আপনি হাসছেন? আমার হাত যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গেছে। আপনি আমার হাত চেপে ধরলেন কেন?"

গেরুয়াধারী বলল, "জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য তুমি তরবারি হাতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলে—তাই তোমাকে নিরস্ত্র করলাম।"

কুঞ্চিত চক্ষে গেরুয়াধারীকে নিরীক্ষণ করতে করতে কিশোর বলল, "আপনার দেহে অসুরের শক্তি। কিন্তু ঐ শক্তি আমার উপর প্রয়োগ না করে বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার কার্যে প্রয়োগ করলে ভাল হতো। তবে আপনি আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন না"—

কথা বলতে বলতে গেরুয়াধারীর পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেল কিশোর, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্বিতস্বরে বলল, "আপনার কৃপায় আমার ডানহাত অকর্মণ্য হয়ে অসিধারণে অসমর্থ, কিন্তু বাঁহাত সম্পূর্ণ

সুস্থ এবং কটিদেশের ছুরিকাও সুশাণিত—আপনি আমাকে বাধা দিতে পারবেন না।”

মুহূর্তের মধ্যেই কিশোরের বাঁহাতের মুঠিতে ঝকমক করে জ্বলে উঠল কোষমুক্ত সুদীর্ঘ ছুরিকা। পরক্ষণেই তীরবেগে সে ছুটল সেইদিকে, যেখানে চারটি আততায়ীর কবলে ছটফট করছে মল্লবীর জয়দ্রথ !

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে গেরুয়াধারী আপনমনেই বলে উঠল, “নাঃ ! এই বালক বোধহয় আমাকে নিরপেক্ষ থাকতে দেবে না। আমি কলহ পছন্দ করি না বটে, কিন্তু চোখের সামনে নিশ্চেষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যু দেখা সম্ভব নয়।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জল্লাদের আবির্ভাব

জয়দ্রথের সর্বাঙ্গ তখন লৌহদস্তানার মুষ্টিপ্রহারে জর্জরিত। মাটির উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় কোনরকমে সে মুখ আর মাথা রক্ষা করছে।

অকস্মাৎ তার কানে এল কিঞ্জলের কণ্ঠস্বর, “সরে যাও। তোমাদের কর্ম নয়। এই বজ্রমুষ্টিতে আমি দুষ্ট মল্লযোদ্ধার মস্তক চূর্ণ করব।”

কাঁধের সুদৃঢ় মাংসপেশীর আড়াল থেকে গ্রীবা ঘুরিয়ে জয়দ্রথ দেখল তার মুখ লক্ষ্য করে উদ্যত হয়েছে কিঞ্জলের লৌহময়মুষ্টি। পরক্ষণেই সেই মুষ্টি সবেগে নামল তার মুখ লক্ষ্য করে। হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল জয়দ্রথ। বাহুর মাংসপেশীর উপর পিছলে কিঞ্জলের লৌহ-দস্তানা শত্রুর মুখে আঘাত হানল। আঘাতের বেগ বাহুতে লেগে কিছুটা কমে গেল বটে, কিন্তু যেটুকু লাগল তাতেই চোখে অন্ধকার দেখল জয়দ্রথ। ক্রমাগত লৌহদস্তানার প্রহারে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, কিঞ্জলের মুষ্ট্যাঘাত এবার তার চেতনাকে প্রায় অবলুপ্ত

করে দিল—তার হাত সরে গেল মুখের উপর থেকে, মাথা ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে।

দ্বিপদ নেকড়ের দল হর্ষধ্বনি করে উঠল। কিঞ্জলের বামহস্তের লৌহ-আবৃত বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে উঠল নিষ্ঠুর পুলকে!

কিন্তু চরম আঘাত হানার আগেই তার বামবাহু অসহ্য যাতনায় অসাড় হয়ে গেল। আর্তনাদ করে ডান হাত দিয়ে বাম বাহু চেপে ধরে কিঞ্জল সম্মুখে দৃষ্টিপাত করল।

আঘাতের কারণ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হল না। কিঞ্জলের সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক কিশোর;—তার বাঁহাতে সুদীর্ঘ ছুরিকা নৃত্য করছে জীবন্ত বিদ্যুৎশিখার মতো! সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদের মধ্যে জেগে উঠছে আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রত্যেকটি দুর্বৃত্তের বাঁহাত ছুরিকাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল—ফলে, অকর্মণ্য হয়ে গেল লৌহ-দস্তানার হিংস্র আস্ফালন!

এই বিদ্যুৎচকিত আক্রমণে স্তম্ভিত হয়ে গেল চারটি দুর্বৃত্ত। ডানহাত দিয়ে বাঁহাতের রক্তাক্ত ক্ষতস্থান চেপে ধরে তারা আক্রমণকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করল।

শূন্যে রক্তাক্ত ছুরিকা আন্দোলিত করে কিশোর বলল, "শোনো! সামান্য আঘাত দিয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম। এখনই স্থানত্যাগ না করলে আমার ছুরিকা বাহু ছেড়ে বক্ষে বিদ্ধ হবে।"

কিঞ্জলের এক সঙ্গী তাকে মৃদুস্বরে বলল, "এই কিশোরের পিছনে নিশ্চয়ই অন্য লোক আছে। একাকী আমাদের আক্রমণ করতে ও সাহস পেত না।"

কিঞ্জল ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "সর্পশিশু এমন অতর্কিতে ছোবল মারল যে, কিছু করার সুযোগ পেলাম না। আমার বাঁহাত ছুরিকাঘাতে অবশ হয়ে গেছে।"

আর এক দুর্বৃত্ত বলল, "আমার অবস্থাও তোমার মতো।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলল, "আমার বাঁহাতও সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। ছুরি হাড় পর্যন্ত কেটে বসে গেছে। কিঞ্জল এখন কি করব?"

কিশোরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "যাও। শীঘ্র স্থানত্যাগ করো।"

কিঞ্জলের সঙ্গীরা আদেশের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে চাইল।

এক দুর্বৃত্ত জিজ্ঞাসা করল, "কিঞ্জল। আমরা কি তবে চলে যাব?"

হিংস্র হাস্যে কিঞ্জলের ওষ্ঠাধর বিভক্ত হয়ে উঁকি দিল দন্তের সারি, "অবশ্যই চলে যাব। কিন্তু যাওয়ার আগে বালকের কোমল মাংসে পথবাসী কুকুরের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করব।'

পরক্ষণেই তার কটিবন্ধের কোষ থেকে সশব্দে বিদ্যুৎবর্ষণ করে চমকে উঠল নগ্ন তরবারি।

এক সঙ্গী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, "কিঞ্জল! তুমি কি অসি ব্যবহার করবে?"

কিঞ্জল বলল, "অগত্যা। আমার বামবাহু ছুরিকাঘাতে বিদীর্ণ করে এই বালক নিজের দেহের উপর তরবারির আঘাত ডেকে এনেছে। বালক সশস্ত্র; অতএব তরবারি ব্যবহার করলে শ্রাবস্তীর আইন-অনুসারে আমি অপরাধী বলে গণ্য হব না। লৌহদস্তানার পরিবর্তে এইবার রক্তপান করবে শাণিত তরবারি।...ওহে বালক! তরবারি কোষমুক্ত করো।"

কিশোর কণ্ঠে ধ্বনিত হল দর্পিত ঘোষণা, "তরবারির প্রয়োজন নেই। তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্য এই ছুরিকাই যথেষ্ট।"

ভীষণ গর্জন করে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিঞ্জল। তীব্র ঝনৎকার শব্দে অসি প্রতিহত হল। একবার নয়, পর পর দুইবার। বিদ্রূপের হাসি ফুটল কিশোরের মুখে, "অত সহজ নয় হে কিঞ্জল, অত সহজ নয়।"

জনতার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে কিঞ্জলের অসি বারংবার ব্যর্থ

আক্রোশে কিশোর-যোদ্ধার চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ ভীমরুলের মতো গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল, তীব্র ধাতব শব্দে ঝঙ্কার তুলল ছুরিকায় প্রতিহত হয়ে—কিন্তু কিশোরের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারল না।

একজন নাগরিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্তব্য করল, "ছুরিকার সাহায্যে অসিধারীর আক্রমণ রোধ করছে ঐ কিশোর! ধন্য শিক্ষা।"

গেরুয়াধারী বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করল, "দূরে দাঁড়িয়ে প্রশংসার মূল্য কি? যাও, অস্ত্রহাতে কিশোরের পাশে দাঁড়াও। শ্রাবস্তীর নাগরিকবৃন্দ যদি সশস্ত্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে নেকড়ের দল এখনই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

আর একটি নাগরিক বলল, "আমরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক। প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করতে জানি বটে, কিন্তু আমরা ওদের মতো সংঘবদ্ধ নই। ওরা বনবাসী নেকড়ের মতো হিংস্র, নেকড়ের মতোই নিষ্ঠুর। অকারণে অথবা সামান্য কারণে ওরা নরহত্যা করতে পারে। আমরা ওদের ভয় পাই।"

আচম্বিতে রাজপথের উপর জেগে উঠল তীব্র আর্তনাদ! তরবারি ফেলে দুই হাত দিয়ে রক্তাক্ত পাঁজর চেপে ধরল কিঞ্জল, তারপর পড়ে গেল মাটির উপর।

রক্তাক্ত ছুরিকা তুলে কিশোর কঠিনস্বরে বলল, "তুমি মরবে না কিঞ্জল। তবে কয়েকটা দিন তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে।"

এইবার অকুস্থলে আত্মপ্রকাশ করল রত্নাকর বণিক, তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করে বলল, "নেকড়ের দল কি নখদন্তহীন? যাও, সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করো।"

কিঞ্জলের সঙ্গীরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রথমে ভেবেছিল অসিধারী কিঞ্জলের হাতে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করবে দুঃসাহসী কিশোর। ছুরিকার সাহায্যে তরবারির আক্রমণ রোধ করে কোন ব্যক্তি যে অসিধারীকে আহত করতে পারে এমন অসম্ভব ব্যাপার তারা কল্পনাও করতে পারে নি। এখন রত্নাকর বণিকের আহ্বানে তারা

সংবিৎ ফিরে পেল। খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে গর্জে উঠল কিঙ্গলের তিন সহচর, "হারেরেরে!"

বাঁহাতের ছুরিকাকে অগ্রবর্তী করে কিশোর প্রস্তুত হল চরম মুহূর্তের জন্য। সে বুঝেছিল আজ তার শেষ দিন। ডানহাত এখনও অবশ, ঐ হাতে অসিধারণে সে অসমর্থ—বাঁহাতে ছুরির সাহায্যে তিন তিনটি রক্তলোলুপ তরবারির আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। অতএব, মৃত্যু আজ সুনিশ্চিত। কিন্তু বন্যমার্জার যেমন মৃত্যু অবধারিত জেনেও অসহায়ভাবে দলবদ্ধ নেকড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করে না, হিংস্র নখরে শত্রুর দেহ ও মুখ বিদীর্ণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে—এই ছুরিকাধারী কিশোরও তেমনি ভাবে প্রস্তুত হল অবধারিত মৃত্যুর জন্য।

মুক্ত তরবারি হস্তে এগিয়ে এল তিন দুর্বৃত্ত। কিশোর হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরল এবং পলকে গতি সংযত করে ছুটল ডানদিকে। অকস্মাৎ গতি পরিবর্তনের ফলে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তির তলোয়ার ধাবমান শিকারকে স্পর্শ করতে পারল না। ডানদিকে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, সে সম্মুখবর্তী কিশোরকে লক্ষ্য করে সজোরে অসির আঘাত হানল।

কিশোর ছুরির সাহায্যে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করল না। অদ্ভুত কৌশলে মাটিতে বসে পড়ে সে শত্রুর আঘাত ব্যর্থ করে দিল! পরক্ষণেই এক সুদীর্ঘ লম্ফত্যাগ করে সে চলে গেল তিনটি তরবারির নাগালের বাইরে!

ক্ষিপ্রপদে তাকে লক্ষ্য করে ধেয়ে এল তিন দুর্বৃত্ত।

একটি বৃহৎ অট্টালিকার স্তম্ভে পিঠ দিয়ে উদ্যত ছুরিকা হাতে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তিন দুর্বৃত্ত। কোণঠাসা শিকারের সামনে গিয়েই তাদের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া ভাবে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস তাদের নেই। কিশোরের হাতের

ছুরিকা যে প্রাণঘাতী আঘাতে অসিধারী প্রতিদ্বন্দ্বীকেও বিপর্যস্ত করতে পারে, সে কথা ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছে দ্বিপদ নেকড়ের দল—

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তারা শিকারকে ঘিরে ফেলল, অপরাহ্ণের ম্লান সূর্যালোকে জ্বলে উঠল তিনটি রক্তলোলুপ তরবারি···

আচম্বিতে দুর্বৃত্তদের কানে ভেসে এল রত্নাকর বণিকের আর্তস্বর, "মাধব! কর্বুর! গণপতি! এই মুহূর্তে অস্ত্র সংবরণ করো। তোমরা অসি কোষবদ্ধ না করলে আমার প্রাণ-সংশয় অবশ্যম্ভাবী।"

সচমকে ফিরে তাকাতেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অত্যন্ত অভাবিত দৃশ্য! স্থূলকায় রত্নাকরকে শূন্যে তুলে ধরেছে এক বিপুলবপু গেরুয়াধারী ব্যক্তি!

গেরুয়াধারী হাঁক দিয়ে বলল, "ওহে নেকড়ের দল! অসি কোষবদ্ধ না করলে তোমাদের প্রভু রত্নাকরকে আমি সজোরে রাজপথে নিক্ষেপ করব। অতএব তোমরা"—

গেরুয়াধারীর বাক্য সমাপ্ত না হতেই রাজপথের উপর প্রচণ্ড শব্দে জাগ্রত হল এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর, "এখানে কি হচ্ছে?"

সকলে চমকে উঠল—রাজপথের উপর আবির্ভূত হয়েছে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী! যে ব্যক্তি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, প্রশ্নটা এসেছে তারই কণ্ঠ থেকে, "এখানে কি হচ্ছে?"

কিশোরকে যারা আক্রমণ করেছিল, তাদের মধ্যে একজন সভয়ে বলে উঠল, "সর্বনাশ! নগর-কোটাল কলভবর্মা! শীঘ্র অসি কোষবদ্ধ করো।"

তৎক্ষণাৎ তিনটি তরবারি সশব্দে খাপের ভিতর প্রবেশ করল। নগর-কোটাল কলভবর্মা আবার প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার? এখানে কি হচ্ছে?"

কোন উত্তর না পেয়ে কলভবর্মা গেরুয়াধারীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গেরুয়াধারী তখন রত্নাকর বণিককে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বণিকের একটি হাত সে চেপে ধরেছে শক্ত মুঠিতে।

কলভবর্মা কঠোর স্বরে বললেন, "কেউ কথা কইবে না মনে হচ্ছে। তবে এখানে যে শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনি দেখছি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্পর্কে আমি বিশেষ অবহিত নই বটে, তবে স্থূলোদর বণিককে শূন্যে উত্তোলন করা সন্ন্যাসীর কর্তব্যকর্মের অন্তর্গত বলে মনে হয় না। এবিষয়ে আপনি কি বলেন?"

গেরুয়াধারী বলল, "আমি বলি সকল অনর্থের মূল এই রত্নাকর বণিক!"

অদূরে আহত জয়দ্রথ তখন প্রহার-জর্জরিত দেহটাকে টেনে নিয়ে শায়িত অবস্থা থেকে উপবিষ্ট অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, "ঐযে ব্যাঘ্রচর্মে সজ্জিত এক ব্যক্তি ধরাশয্যা ত্যাগ করার চেষ্টা করছে, তার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।'

কলভবর্মা পূর্ববৎ কঠোর স্বরে বললেন, "করেছি। কিন্তু আমার দর্শন-ইন্দ্রিয় আপনার সাহায্যপ্রার্থী নয়। অনুগ্রহপূর্বক কিছু বচন-সুধা পরিবেশনে আমার তৃষিত শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করুন যোগিবর!"

"বিলক্ষণ," বিনীত হাস্যে বিগলিত হল গেরুয়াধারী, "আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পর্কে অধমের অজ্ঞানতা নিজগুণে মার্জনা করবেন, প্রভু! আচ্ছা, এইবার সব কথা খুলে বলছি"...

যা কিছু ঘটেছে তার আদ্যোপান্ত বিবরণী দিয়ে গেরুয়াধারী সহাস্যে বলল, "সমস্ত ঘটনা তো শুনলেন। এখন বলুন শান্তিভঙ্গের জন্য কে দায়ী? আমি? ঐ পুরস্কার লোভী মল্ল? দুঃসাহসী কিশোর?—না, এই বণিক আর তার অনুগত নেকড়ের দল?"

—"হুম! কিন্তু সেই কিশোরটি কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই।"

"আমাকে কিছু বলছেন?" কলভবর্মার কথার উত্তর দিয়ে এগিয়ে এল কিশোর। এর মধ্যেই তার হাতের ছুরি খাপের ভিতর আত্মগোপন করেছে।

কলভবর্মা মাথা নেড়ে সায় দিলেন; কথা বললেন না। তাঁর দুইচক্ষের শ্যেনদৃষ্টি সম্মুখবর্তী কিশোরের সর্বাঙ্গ লেহন করতে লাগল। রাজ্যে প্রবাদ আছে, কলভবর্মা নাকি মানুষের গোপন অভিসন্ধি ইচ্ছা করলেই জানতে পারেন। প্রবাদের মূলে কতটা সত্য আছে বলা যায় না—তবে কলভবর্মার দৃষ্টিবাণ অগ্রাহ্য করে অবিচলিত ভাবে অবস্থান করতে পারে রুদ্রদমনের রাজ্যে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম।

কিন্তু কিশোরের আচরণে ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। সে হাসিমুখে ঈষৎ নতদৃষ্টিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কলভবর্মার সামনে।

নগর-কোটাল নির্বাক, কিন্তু তাঁর চক্ষু ও মস্তিষ্ক তখন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সক্রিয়—

'দীর্ঘাকার লঘুদেহ, কিন্তু পেশীবদ্ধ, প্রাণসার ;···পায়ের আঙ্গুলে দেহভার রেখে চলাফেরা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত অসিযোদ্ধার মতন···মুখশ্রী সুন্দর, ললাট বুদ্ধিদীপ্ত···চক্ষে কিঞ্চিৎ উগ্রতার আভাস, তবে কৈশোরের রক্তে অগ্নির অস্তিত্ব স্বাভাবিক··· ঊর্ধ্বাঙ্গের নীলাভ আঙরাখা ও নিম্নাঙ্গের ধূলিধূসরিত অথচ দৃঢ়বদ্ধ শ্বেতবস্ত্রে দারিদ্র্যের ছাপ না থাকলেও স্বচ্ছলতার চিহ্ন নেই···কটিদেশে এই বয়সেই অসি ও ছুরিকার অস্তিত্ব দেখে, আর যেটুকু ঘটনার বিবরণ ইতিমধ্যেই শ্রুতিগোচর হয়েছে, তা থেকে মনে হয় অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ এই দুঃসাহসী কিশোর অসি ও ছুরিকা মাত্র সম্বল করে দুনিয়ার দরবারে নিজের ভাগ্য-অন্বেষণ করতে চলেছে'···

অবশেষে একসময়ে কলভবর্মার তীব্র দৃষ্টি প্রসন্নতায় সহজ হয়ে উঠল, ওষ্ঠাধরেও দেখা দিল মৃদু হাসির আভাস, "তুমিই সেই কিশোর, যার কথা বলছিলেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী? তুমি একাকী ছুরিকামাত্র সম্বল করে অসিধারী কিঞ্জল ও তার সহচর তিন দুর্বৃত্তের সম্মুখীন হয়েছিলে? বণিক রত্নাকর ও তার কুখ্যাত নেকড়ে-বাহিনীর বহু অপকীর্তির কথা আমার কানে এসেছে, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাইনি বলেই আজ পর্যন্ত দুর্বৃত্তদের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করতে পারি নি।"

একবার রত্নাকর বণিক ও তার সহযোগী তিনটির দিকে তাকালেন কলভবর্মা, তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন, "আজ ওদের হাতে পেয়েছি। এখনই ওদের বন্দী করব। তোমরা তিনজন কোতোয়ালিতে গিয়ে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করবে। কল্যপ্রভাতেই বিচারালয়ে অপরাধীদের বিচার হবে। বিচারক নহুষ শর্মা শক্ত মানুষ। তোমাদের সাক্ষ্য শুনলে তিনি রত্নাকর ও তার দলবলকে কঠিন শাস্তি দেবেন।"

কিশোরের মুখের উপর মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল আতঙ্কের কালো-ছায়া, অস্ফুটস্বরে আপনমনেই সে বলে উঠল, "নহুষ শর্মা! সর্বনাশ!"

তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সে কলভবর্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, "কোতোয়াল মহাশয়। কাল আমি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকতে পারব না। বিশেষ কাজে আমাকে কাল অন্যত্র গমন করতে হবে।"

নগরকোটাল কলভবর্মার ভ্রূ কুঞ্চিত হল, "নির্বোধ! তুমি উপস্থিত না থাকলে অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তোমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে।"

—"ক্ষমা করবেন। কোনমতেই পূর্বোক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হতে পারে না।"

—"আইন-অনুসারে অবশ্য আমি তোমাকে জোর করতে পারি না। তুমি যদি অভিযোগ না জানাও তাহলে রাজপুরুষের কিছু করার নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপরই আমরা জোর খাটাতে পারি। তবে বুঝতে পারছি রত্নাকর আর তার নেকড়ে-বাহিনী আরও বেশ কিছুদিন নাগরিকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবে। এবারও রত্নাকর নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। আর মল্লযোদ্ধা জয়দ্রথ বঞ্চিত হল তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে।"

—"কোতোয়াল মহাশয়। বিশ্বাস করুন আমি নিরুপায়।"

"শোনো ভাই," জয়দ্রথ এগিয়ে এসে কিশোরের কাঁধে হাত রাখল, "তুমি সাক্ষ্য দিলে আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাব। প্রতিজ্ঞা করছি ঐ অর্থের

এক তৃতীয়াংশ তোমাকে দেব। তুমি প্রাণবিপন্ন করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলে, এখন শেষরক্ষা করবে না?"

"আমি অর্থের প্রত্যাশী নই," কিশোর মৃদুস্বরে বলল, "একটু আগেই তোমাকে ক্রীড়া-প্রদর্শনের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছি, ভুলে যেওনা।"

—"ভুলি নি। কিন্তু একটি বা দুটি স্বর্ণমুদ্রার প্রশ্ন তো নয়, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বলে কথা।"

—"যদি আমার কথা শোনো, তবে তোমাকে আমি প্রচুর অর্থের সন্ধান দিতে পারি। সেই সম্পদের কাছে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তুচ্ছ।"

—"এখন আমাকে বিচারালয় থেকে 'তুচ্ছ' সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পেতে সাহায্য করো। 'প্রচুর অর্থের' কথা পরে চিন্তা করা যাবে।"

কিশোর বিচলিত হয়ে পড়ল। যেভাবেই হোক তাকে জয়দ্রথের বিশ্বাস অর্জন করতেই হবে। কিন্তু বিচারশালায় গিয়ে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। সেখানে মূর্তিমান বিঘ্নের মতো অবস্থান করছেন বিচারক নহুষ শর্মা।

কিশোর মনে মনে বলল, 'বিচারক নহুষ শর্মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অস্তিত্ব তো বিপন্ন হবেই, আর সমস্ত পরিকল্পনাও হবে পণ্ড! রত্নাকরের সমবেত নেকড়ে-বাহিনীর চাইতে নহুষ শর্মার উপস্থিতি আমার পক্ষে অনেক বেশী বিপদজনক! কিন্তু জয়দ্রথকে হতাশ করলে সে কি আমার কোন কথায় কর্ণপাত করবে?...তাকেও যে প্রয়োজন!... মহাসমস্যায় পড়লাম তো!'

কলভবর্মা হাঁক দিলেন, "কিশোর! মনস্থির করো। বলো, কাল তুমি বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিতে রাজী?"

বিদ্যুৎচমকের মতো একটি চিন্তা তার মস্তিষ্কে সাড়া দিল—কিশোর অনুভব করল এতক্ষণ পরে তার ডানহাতে রক্তচলাচল শুরু হয়েছে, এখন সে অসিধারণে সমর্থ।

জয়দ্রথের বিশ্বাস অর্জনের এই হচ্ছে সুবর্ণ-সুযোগ!

অতএব—

স্মিতমুখে কিশোর বলল, "কোতোয়াল মহাশয়! আমি আজ রাত্রে বিশেষ কার্যে অন্যত্র গমন করব। কিন্তু বিচারালয়ে না গিয়ে অন্য উপায়ে বর্তমান সমস্যার সমাধান বোধহয় সম্ভব। শুনেছি, এই রাজ্যের আইনে অস্ত্রের সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান আছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে সংঘটিত যুদ্ধে বিজয়ীপক্ষের দাবী মেনে নেওয়া হয়। আমি জয়দ্রথের পক্ষ থেকে বিরোধীপক্ষের সমবেত শক্তিকে একাকী যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি।"

স্তম্ভিত কলভবর্মা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। রাজপথে দণ্ডায়মান নগরবাসীরাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল—বলে কি!

কয়েক মুহূর্ত পরেই নীরবতা ভঙ্গ করে জাগল জয়দ্রথের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, "কিশোর। তুমি কি ভেবেছ? আমার স্বার্থরক্ষার জন্য তুমি একাকী তিনটি তরবারির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে—আর আমি হীনবীর্য কাপুরুষের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে সেই যুদ্ধ দেখব? তোমার প্রাণের মূল্যে আমি লাভ করতে চাইব স্বর্ণমুদ্রা?··· না, কিশোর; আমি দরিদ্র হলেও এমন হীনচেতা নই। প্রয়োজন হলে আমি স্বর্ণমুদ্রার দাবি প্রত্যাহার করব। কিন্তু অপরের জীবন বিপন্ন করে অর্থলাভ করার হীন মনোবৃত্তি আমার নেই।"

—"জয়দ্রথ। আমি জানি তুমি হীনচেতা নও। জানি, তোমার বিশাল বক্ষের নীচে অবস্থান করছে উদার প্রশস্ত অন্তঃকরণ। তোমার প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির প্রমাণও আমি পেয়েছি! কিন্তু এ হচ্ছে অস্ত্রের মুখে প্রাণ নিয়ে খেলা। অস্ত্র নিয়ে মরণ-খেলার খেলোয়াড় তুমি নও। তাই তোমাকে আমি এই যুদ্ধে ডাকছি না। তুমি বিশ্বাস করো জয়দ্রথ— ঐ তিনব্যক্তির সম্মুখে আমি খুব অসহায় নই। মৃত্যু নিশ্চিত জানলে আমি কি ঐ প্রস্তাব দিতাম? ছুরিকামাত্র সম্বল করে আমি কিঞ্জলকে কত অনায়াসে পরাস্ত করেছি সেকথা ভুলে যেও না।"

—"আমার আত্মমর্যাদাবোধ আছে। তোমার কোন কথাই আমি শুনব না। হয় আমরা দুজনেই লড়ব, আর না হয়তো এ লড়াই হবে না। আমি পুরস্কারের দাবি প্রত্যাহার করব।"

—"আমি যোদ্ধা। একবার যখন যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছি, তখন আর পিছিয়ে যাব না। বেশ···তোমার কথাই রইল। কিন্তু জয়দ্রথ, তোমার অস্ত্র?"

—"সেবিষয়ে চিন্তা করে তোমার মস্তিষ্ককে বিব্রত কোরো না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

আচম্বিতে সমবেত জনমণ্ডলীকে চমকিত করে জাগল কলভবর্মার প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর, "কিশোর! দুঃসাহসেরও সীমা আছে। আমি গেরুয়াধারীর মুখে পূর্ববর্তী ঘটনার বিবরণী শুনে বুঝলাম তুমি অস্ত্রচালনায় অতিশয় নিপুণ—কিন্তু তোমার সঙ্গী অস্ত্রে অনভিজ্ঞ মল্লযোদ্ধা। অসিচালনায় দক্ষ তিন দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য।"

"নগর-কোতোয়াল। আপনার ধারণা ভুল," সামনে এগিয়ে এসে গর্বিত কণ্ঠে জয়দ্রথ বলল, "আমি অসিযুদ্ধে অনভিজ্ঞ হলেও যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করা সহজ নয়।"

যে লৌহদণ্ড একটু আগে তার হাতের চাপে প্রায় গোলাকার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল, সেই দণ্ডটি এবার সে মাটি থেকে তুলে নিল, "ক্রীড়া-প্রদর্শনের সময়ে এই লৌহদণ্ড আমি বক্র করেছিলাম, এইবার এটাকে আমি অস্ত্রের উপযোগী করে নিচ্ছি। দেখুন"···

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল গোলাকৃতি বস্তুটি দীর্ঘ ও সরল এক সুদৃঢ় লৌহদণ্ড হয়ে বিরাজ করছে জয়দ্রথের হাতে।

জয়দ্রথ কলভবর্মাকে উদ্দেশ করে বলল, "কোতোয়াল মহাশয়! এই লৌহদণ্ডের সাহায্যে আমি অনায়াসে তিনটি তরবারির আক্রমণ প্রতিহত করতে পারব।"

"তিনটি নয়, চারটি!" বলতে বলতে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল

কিঞ্জল। তার বিদীর্ণ পঞ্জর থেকে রক্ত ঝরে পরিধেয় বস্ত্র লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি নেই।

বিস্মিত জনতার ভিতর থেকে জাগল গুঞ্জনধ্বনি, "কিঞ্জল! কিঞ্জল!"

"হ্যাঁ, আমি কিঞ্জল," ক্রুদ্ধস্বরে কিঞ্জল বলল, "ছুরিকাঘাতের ফলে দারুণ যাতনায় কিছুক্ষণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং আমিও উঠে এসেছি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।"

কিঞ্জলের দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি ফিরল কিশোরের দিকে, "নির্বোধ বালক! তুমি সাধ করে ফাঁদে পা দিয়েছ। এখন আমি ন্যায়যুদ্ধে তোমাকে হত্যা করব। স্বয়ং নগর-কোটালও আমাকে বাধা দিতে পারবেন না।"

কলভবর্মা ভগ্নস্বরে বললেন, "সত্য বটে! এই যুদ্ধে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। এই রাজ্যের আইন অনুসারে—কে? জল্লাদ! তুমি এখানে কি চাও?"

জনতার ভিতর থেকে সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করল একটি ভীষণদর্শন মানুষ। তাকে দেখামাত্র দণ্ডায়মান দর্শকদের ভিতর জাগল ভয়ার্ত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জরণ—অর্থাৎ, মানুষটি নগরবাসীর কাছে সুপরিচিত!

লোকটি ধীরপদে এসে দাঁড়াল কিঞ্জলের পাশে। তার কপালের উপর থেকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন বামচক্ষুকে বিলুপ্ত করে গণ্ডদেশ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ডানদিকের একটিমাত্র চক্ষু ও মুখের উপর এমন এক নিষ্ঠুর হিংসার ছায়া পরিস্ফুট যে, সেদিকে তাকালে যে-কোন ভদ্রব্যক্তির বুকের ভিতর জেগে ওঠে আতঙ্কের শীতল শিহরণ! লোকটির কটিবন্ধে রয়েছে দীর্ঘ তরবারি। তার চেহারা ও চালচলনে বোঝা যায় ঐ তরবারি ব্যবহার জন্য সে সর্বদাই উদ্‌গ্রীব।

পূর্বোক্ত ব্যক্তিকেই "জল্লাদ" নামে সম্বোধন করেছিলেন কলভবর্মা। এমন সার্থকনামা মানুষ খুব কমই দেখা যায় সন্দেহ নেই।

জল্লাদ হাসল, "এই যুদ্ধে আমি কিঞ্জলের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চাই। রাজ্যের আইন-অনুসারে বিবদমান দুই পক্ষের দলভুক্ত কোন ব্যক্তির পরিবর্তে তার স্থান গ্রহণ করে অন্য মানুষ অস্ত্রধারণ করতে পারে। আমি এখন রত্নাকর বণিকের পরিবর্তে যুদ্ধ করতে চাই। আপনি আমাকে বাধা দিতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, রত্নাকরের যদি আপত্তি থাকে"—

রত্নাকর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করছিল। এই মানুষটিকে সে ভাল ভাবেই জানে, কিন্তু হঠাৎ জল্লাদ কি কারণে তার উপর সদয় হয়েছে সেটা বুঝতে না পেরে রত্নাকর হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কারণ যাই হোক, জল্লাদের আচরণে যে তারই লাভবান হওয়ার সম্ভবনা সেকথা বুঝতে তার দেরী হল না—তাই জল্লাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সোৎসাহে এগিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল রত্নাকর, "না, না, আমার কোন আপত্তি নেই।"

জল্লাদ হেসে কলভবর্মাকে বলল, "শুনলেন তো? এখন আইন-অনুসারে আপনি যুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। আমি কিঞ্জলের পক্ষে রত্নাকর বণিকের পরিবর্তে অস্ত্রধারণ করব।"

হতবুদ্ধি কলভবর্মা স্খলিতস্বরে বললেন, "হ্যাঁ, আইনে একটা ঐধরনের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে"—

"তবে-টবে নয়," হিংস্র হাস্যে বিকশিত হল জল্লাদের দন্তপংক্তি, "নগরকোটাল! আপনি আইনের প্রতিনিধি; আইন মানতে আপনি বাধ্য।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

কিশোরের দিকে ফিরে হাঁক দিল জল্লাদ, "কর্ণদেব! আমাকে চিনতে পারছ?"

কিশোর নিরুত্তর। হা হা শব্দে হেসে উঠল জল্লাদ।

জয়দ্রথ সবিস্ময়ে বলল, "জল্লাদ তোমাকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তোমার নাম কর্ণদেব? তোমরা পরস্পরের পরিচিত?...জল্লাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল। আজ সুযোগ বুঝে সে তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়। শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা ওকে বাঘের মতো ভয় করে। জল্লাদ শুধু দুরাত্মা কিঞ্জলের বন্ধু নয়, জনশ্রুতি আছে ও নাকি দস্যু পরন্তপের"—

কিশোর শুষ্কস্বরে ধমকে উঠল, "জয়দ্রথ! চুপ করো।"

জল্লাদ কিঞ্জলের পাশ থেকে একটু এগিয়ে এল, তার একটি মাত্র চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হল কিশোরের মুখের উপর, "কর্ণদেব! তুমি নীরব কেন? আমাকে দেখে কি ভয়ে তোমার বাগ্‌রোধ হয়েছে?"

কিশোর কর্ণদেব অবিচলিত স্বরে বলল, "ভয় নয়, বিস্ময়। তুমি পুনর্বার আমার সামনে এসেছ দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছি। হায়রে নির্বোধ! একটি চক্ষু বিসর্জন দিয়েও তোমার চৈতন্য হল না!"

জল্লাদ ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "পামর! বৃথা গর্ব করিস না। তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ না করলে সেইদিনই তোর প্রাণবধ করতাম। ব্যাঘ্রের আশ্রয়ে ব্যাঘ্রশিশুর প্রতাপ প্রকাশ পায়, একাকী ব্যাধের সম্মুখে এলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।"

কর্ণদেব হাসল, "জল্লাদ! তৃতীয়পক্ষ উপস্থিত না থাকলে সেইদিনই তোমার মৃতদেহ ধরণীকে আলিঙ্গন করত...বেশ! অধিক কথায় কাজ কি? ব্যাঘ্র আজ অনুপস্থিত। এস! ব্যাঘ্রশিশুর দন্ত ও নখরের ধার পরীক্ষা করো। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি।"

কিঞ্জল এগিয়ে এসে জল্লাদের পাশে দাঁড়াল, তারপর মৃদুস্বরে ফিস ফিস করে বলল, "জল্লাদ! আমি বুঝতে পারছি ঐ কিশোরের সঙ্গে তোমার পূর্বশত্রুতা ছিল। তুমি দক্ষ অসিযোদ্ধা, কিন্তু কর্ণদেব নামে ঐ কিশোর সাক্ষাৎ শমনের অগ্রদূত। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নিষেধ করছি।"

জল্লাদের ওষ্ঠাধরে ফুটল কুটিল হাসির রেখা, নতকণ্ঠে সে বলল, "অবশ্যই তোমার নিষেধ আমি শুনব। কিঞ্জল! আমার মন্ত্র হচ্ছে 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে'। আজ কর্ণদেবের রক্ষা নেই।"

কর্ণদেবের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল জল্লাদ, "শোনো কর্ণদেব! তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বন্ধুবর কিঞ্জল ও তার সহচর নেকড়ের দল তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দ থেকে আমি তাদের বঞ্চিত করতে পারি না।"

তিক্তস্বরে কর্ণদেব বলল, "ভীরু! কাপুরুষ! তুমি ভালভাবেই জান দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই দলবদ্ধ হয়ে আমাকে তুমি আক্রমণ করতে চাও। এই অসম যুদ্ধে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তবে তুমিও জেনে রাখো—আমার অসি আজ একাধিক শত্রুর রক্তপান করবে।"

কর্ণদেবের পাশে দাঁড়িয়ে লৌহদণ্ড শূন্যে আন্দোলিত করে জয়দ্রথ তীব্রস্বরে বলে উঠল, "কর্ণদেব! আমার এই লৌহদণ্ড যমদণ্ডের ন্যায় শত্রুর মস্তক চূর্ণ করবে। যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত;

কিন্তু সমগ্র জনমণ্ডলী আজ আমার বাহুবল দর্শন করবে। এই পৃথিবী থেকে হয়তো আমি বিদায় গ্রহণ করতে পারি—তবে তার আগে কয়েকটি মূর্তিমান পাপকে এই দণ্ডের আঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করব।"

জয়দ্রথের কথা শেষ হতে না হতেই কিঞ্জলের অনুচরবর্গের কণ্ঠে জাগল ক্রুদ্ধ রণ-হুঙ্কার। কিঞ্জল ও জল্লাদ সম্পূর্ণ নীরব; কেবল তাদের জ্বলন্ত চক্ষের হিংস্র দৃষ্টিতে ফুটল হত্যাকারীর নিষ্ঠুর সঙ্কল্প!

আচম্বিতে অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মতো তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল রত্নাকর বণিক, "অনর্থক বিলম্বে কি প্রয়োজন? নগর-কোটাল অনুমতি দিলেই যুদ্ধ শুরু হতে পারে।"

"রত্নাকর!" রুষ্টস্বরে বললেন কলভবর্মা, "হত্যালীলা দেখার জন্য তুমি অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। অনুমতি না দিয়ে অবশ্য আমার উপায় নেই। বেশ, শুরু করো যুদ্ধ।"

পলাতক মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে উন্মুখ শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের দলকে ব্যাধ যখন শৃঙ্খলমুক্ত করে দেয়, তখন তারা যেমন হিংস্র গর্জনে উল্লাস জানিয়ে ছুটে যায় নির্দিষ্ট দিকে—ঠিক তেমনি ভাবেই চিৎকার করে পাঁচটি হিংস্র মানুষ নগ্ন তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেল—তবে দ্রুতপদে নয়, ধীরে ধীরে—অতি সন্তর্পণে!

পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলে তারা বুঝে নিয়েছে কিশোর কর্ণদেব বড় বিপজ্জনক মানুষ; আর তার পাশে লৌহদণ্ড ধারণ করে দানবের মতো যে বিপুলবপু মল্লযোদ্ধাটি অবস্থান করছে সেও অবহেলার বস্তু নয়—অতএব তারা প্রথম থেকেই সতর্ক হল।

ডানহাতে তলোয়ার আর বাঁহাতে ছুরি ধরে অনুচ্চকণ্ঠে সঙ্গীকে উদ্দেশ করে কর্ণদেব বলল, "জয়দ্রথ! ওরা আসছে। বেশী কথার সময় নেই। আমার কথা শোনো—তুমি সরে যাও। অনর্থক প্রাণবিপন্ন করে লাভ কি? যদি আমি জয়লাভ করি,

তবে তুমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাবে। আর যদি আমার মৃত্যু ঘটে তাহলেও তোমার বিশেষ ক্ষতি নেই। সেক্ষেত্রে তুমি স্বর্ণমুদ্রা থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু প্রাণ-সংশয় ঘটবে না।"

জয়দ্রথ গর্জন করে উঠল, "কী! আবার ঐ কথা! যে আমার জন্য প্রাণ দিতে বসেছে, তাকে ফেলে আমি পলায়ন করব?"

নির্নিমেষ দৃষ্টি শত্রুপক্ষের গতিবিধির দিকে নিবদ্ধ রেখে কর্ণদেব বলল, "জয়দ্রথ! আমি বিনাস্বার্থে প্রাণবিপন্ন করছি না। যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে তোমার হাতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হবে। জয়দ্রথ! বহুদূর থেকে তোমার সন্ধানে আমি এসেছি, তোমার বন্ধুত্ব আমার একান্ত প্রয়োজন। ওরা আসছে; যুদ্ধে অনিচ্ছা জানিয়ে তুমি সরে যাও। যদি বেঁচে থাকি, যদি জয়লাভ করি, তাহলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ তুমি পাবে। কথা শোনো⋯ আচ্ছা, তুমি যদি লজ্জা পাও তবে চুপ করে থাকো, আমি তোমার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করছি⋯নগরকোটাল কলভ"—

বাঘের থাবার মতো প্রকাণ্ড একটা থাবা কর্ণদেবের মুখের উপর পড়ে তাকে স্তব্ধ করে দিল, পরক্ষণেই অসমাপ্ত সম্বোধন লুফে নিয়ে জয়দ্রথ কর্ণদেবের বাক্য সমাপ্ত করল, "নগরকোটাল কলভবর্মা! আমার বন্ধু এতগুলি বীরপুরুষের সমাগমে কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছে⋯তাকে কয়েকটা মুহূর্ত সময় দিন⋯আচ্ছা⋯ আশা করি এইবার সে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে।"

জয়দ্রথ তার হাত সরিয়ে নিল! এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করে আবার শত্রুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কর্ণদেব।

কিঙ্কলের দল কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। দলপতির নির্দেশে তারা আবার কর্ণদেব ও জয়দ্রথকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হল।

জল্লাদ উত্তেজিত স্বরে বলল, "মল্লযোদ্ধা হঠাৎ কর্ণদেবের মুখ চেপে ধরল কেন? কর্ণদেব বিহ্বল হওয়ার পাত্র নয়। নিশ্চয়ই

ওদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। কিঞ্জল! খুব সাবধান! যেন পালাতে না পারে।"

কিঞ্জল হাসল, "তুমি নিশ্চিত থাকো জল্লাদ! এই মৃত্যুফাঁদ থেকে ওদের আজ নিস্তার নেই।"

আচম্বিতে সকলের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করল কলভবর্মার উচ্চকণ্ঠের আদেশ, "দাঁড়াও!"

—"কী! কী!"

—"নগরকোটাল কলভবর্মা! যুদ্ধ বন্ধ করার অধিকার আপনার নেই।"

সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল আক্রমণোদ্যত দুর্বৃত্তের দল।

জনতা নীরব।

স্পষ্টই বোঝা যায় তারা এই অসম যুদ্ধের পক্ষপাতী নয়। "কলভবর্মা," রত্নাকর বণিকের কর্কশ চিৎকার শোনা গেল, "আপনি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন না। আমরা আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করব।"

জল্লাদ ও কিঞ্জল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, "রাজদ্বারে অভিযোগ করলে আপনার কঠিন শাস্তি হবে। কলভবর্মা! স্মরণ রাখবেন, আইনের প্রতিনিধি হয়ে আইন ভঙ্গ করলে চরমদণ্ডের বিধানও রয়েছে।"

কলভবর্মা বললেন, "আমি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিচ্ছি না। সে অধিকার আমার নেই। আমি শুধু তোমাদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলছি যে দুটি নির্দোষ মানুষকে"—

"চুপ করুন," তীব্রস্বরে জল্লাদ বলল, "আমরা কোন আবেদন-নিবেদন শুনতে চাই না। কিঞ্জল! তোমার সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

"জল্লাদ!" জলদগম্ভীর স্বরে কলভবর্মা বললেন, "তোমাকে আমি আজ সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমার বহু অন্যায় ও দুষ্কর্মের

কথা আমার কানে আসে। যেদিন তোমাকে প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করতে পারব, সেইদিন—"

বাধা দিয়ে জল্লাদ বলল, "সেইদিন যা খুশী করবেন। কিন্তু আজ আপনি যুদ্ধে বাধা দিচ্ছেন কেন?"

তারপরই কলভবর্মাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে কিঙ্গলের দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল, "তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? সবাই তরবারি হাতে অগ্রসর হও।"

"আরে না! না! এত ব্যস্ত হলে চলে?" একটি উচ্চ-কণ্ঠস্বর ভেসে এল পিছন থেকে।

উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করে দুই পক্ষই আশ্চর্য হয়ে দেখল সহাস্য-বদনে হাত তুলে চিৎকার করছে গেরুয়াধারী, "এত ব্যস্ত হলে চলে? আইন-অনুসারে আমারও যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অধিকার আছে যে! রত্নাকর বণিককে শূন্যে তুলে নিক্ষেপ করার উদ্‌যোগ করায় আমিও কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছি, একথা ভুললে তো চলবে না।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কলভবর্মা বলে উঠলেন, "আপনি! আপনি যুদ্ধ করবেন?"

"অবশ্যই," গেরুয়াধারীর মুখে প্রশান্ত হাসি, "আইন বলছে কলহে লিপ্ত যে-কোন ব্যক্তি এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। তাই নয় কি?"

কলভবর্মা এমন আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তাঁর মুখে কথা ফুটল না। কিন্তু দুর্বৃত্তদের কণ্ঠে জাগল প্রবল হাস্যধ্বনি।

—"ঐ স্থূলকায় মেদসর্বস্ব সন্ন্যাসী যুদ্ধ করবে? হাঃ! হাঃ!"

—"হো! হো! হো!"

—"হি! হি! হি!"

গেরুয়াধারী নির্বিকার মুখে বলল, "আপনাদের হাস্যধ্বনি শ্রবণ করে হৃদয়ে বিমল আনন্দলাভ করলাম। কিন্তু কোতোয়াল মহোদয়—

আইন-অনুসারে আপনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য। কারণ, এই কলহে আমিও লিপ্ত ছিলাম।"

কলভবর্মা বললেন, "যোগিবর! আপনি বলবান এবং রসিক পুরুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র দৈহিকবল সম্বল করে শাণিত অসির সম্মুখে রসিকতা করা যায় না। আমি আইন-অনুযায়ী যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য থাকলেও আত্মহত্যার অনুমতি দিতে বাধ্য নই। আপনি নিরস্ত্র; সশস্ত্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। এমন অবস্থায় আপনাকে আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দিতে পারি না।"

—"অস্ত্র আমি মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করব। নগরকোটাল! আপনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন। এই নেকড়ের দল ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নগরীর বুকে ওদের অত্যাচার দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। ওদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

কিঞ্জল, জল্লাদ ও নেকড়ে-বাহিনী নামে কুখ্যাত দুর্বৃত্তদের কণ্ঠে জাগল রুষ্ট হুঙ্কারধ্বনি!

—"কী! এত স্পর্ধা!"

—"ঐ স্থূলকায় মেদসর্বস্ব সন্ন্যাসী আমাদের শিক্ষা দেবে!"

—"আজ অসির সাহায্যে ওর সর্বাঙ্গে রক্তের আলপনা রচনা করব।"

অকস্মাৎ দুর্বৃত্তদের আস্ফালন-ধ্বনি ডুবিয়ে জাগ্রত হল মল্লবীর জয়দ্রথের প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর, "হে সন্ন্যাসি! আপনার সহৃদয়তা ও সাহস প্রশংসার যোগ্য। আপনি অবলীলাক্রমে স্থূলোদর রত্নাকর বণিককে শূন্যে উত্তোলন করে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মহাবলীও অসহায়। অতএব আপনি ক্ষান্ত হ'ন।"

—"জয়দ্রথ! আমি এখনই অস্ত্র সংগ্রহ করে যুদ্ধ করব। তোমার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।"

—"সন্ন্যাসি! নগরবাসী ঐ নেকড়ের দলকে ভয় করে। তাদের মধ্যে কেউ আপনার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সাহস করবে না।"

—"জয়দ্রথ! তোমার মস্তিষ্ককে অকারণে ঘর্মাক্ত কোরো না। স্তব্ধ হও।"

এইবার এগিয়ে এল কর্ণদেব, "মহাশয়! আপনি ক্ষান্ত হ'ন। আমি এই নগরীতে নবাগত, কিন্তু জয়দ্রথ এই নগরের বাসিন্দা—নাগরিক-চরিত্র সম্বন্ধে সে অবহিত। সে বলছে এখানে কেউ আপনার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সাহস করবে না। নিরস্ত্র অবস্থায় মহাশক্তিধর হলেও আপনি অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে কি করতে পারেন?...দেখুন, সমবেত জনতার ভিতর থেকে এখন পর্যন্ত একটি মানুষও এগিয়ে এসে আপনার হাতে কোন অস্ত্র তুলে দিল না। অতএব অনুরোধ—আপনি ক্ষান্ত হ'ন।"

গেরুয়াধারীর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা অধিকতর বিস্তৃত হল, "কর্ণদেব! অনর্থক দুশ্চিন্তা ও বাক্যব্যয়ে শক্তিক্ষয় না করে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমি কারও কাছে অস্ত্র চাই না। নগরকোটাল অনুমতি দিলে এই রাজপথ থেকেই আমি অস্ত্র সংগ্রহ করব।"

কলভবর্মা এতক্ষণ নীরবে কথোপকথন শুনছিলেন, এইবার তিনি মুখ খুললেন, "রাজপথ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন...? বুঝেছি, কিন্তু বিপণি থেকে অস্ত্র ক্রয় করার সময় আমি দিতে পারি না।"

গেরুয়াধারীর কণ্ঠ অবিচলিত, "আমি মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি। আপনি যুদ্ধের অনুমতি দিন।"

উদ্যত অসি হস্তে চিৎকার করে উঠল নেকড়ের দল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুদ্ধের অনুমতি দিন। কলভবর্মা! আমরা অনর্থক বিলম্ব করতে রাজী নই।"

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থেকে কলভবর্মা গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, "আমি নগরকোটাল কলভবর্মা ঘোষণা করছি—এক থেকে দশ

অবধি আমি গণনা করব। ঐ সময়ের মধ্যে যদি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে তো ভালো, নচেৎ দশ বলার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে···এক!"

"কলভবর্মা! মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন," গেরুয়াধারী হাঁক দিল, "কোন বিশেষ অস্ত্র সম্পর্কে নিষেধ-আজ্ঞা আছে কি?"

—"ধনুর্বান ছাড়া যে কোন অস্ত্রই ব্যবহার করা চলে···দুই!" গেরুয়াধারী হঠাৎ পিছন ফিরে রাজপথে দণ্ডায়মান জনতার দিকে এগিয়ে চলল।

কলভবর্মা গুণতে লাগলেন, "তিন! চার! পাঁচ! ছয়!" জয়দ্রথ প্রশ্ন করল, "কর্ণদেব! গেরুয়াধারী রাজপথ থেকে কোন্ অস্ত্র সংগ্রহ করবে?"

কর্ণদেবের ললাটে জাগল কুঞ্চনরেখা, "জানি না।"

—"সাত! আট!"

কিঞ্জল ব্যঙ্গভরে বলল, "গেরুয়াধারী শুধু ভণ্ড নয়, ও বদ্ধ উন্মাদও বটে!"

জল্লাদ বন্ধুর কথায় সায় দিল না, চিন্তিতভাবে বলল, "কিন্তু ও কি করতে চায়?···দেখ! ঐ যে বৃক্ষের তলায় দণ্ডায়মান জনতা, ঐখানেই এগিয়ে যাচ্ছে গেরুয়াধারী···আরে! ও যে দেখছি বৃক্ষ ধরে টানাটানি করছে!"

—"নয়! দশ!"

কলভবর্মার কণ্ঠে দশ গণনা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার কণ্ঠে জাগল কোলাহল-ধ্বনি!

রাজপথে অবস্থিত একটি গাছকে মূলশুদ্ধ টেনে তুলে ফেলেছে গেরুয়াধারী!

"আপাততঃ এই বৃক্ষকেই আমি অস্ত্ররূপে গ্রহণ করলাম," হাত দিয়ে গাছের ডালপালা পরিষ্কার করতে করতে গেরুয়াধারী বলল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বজ্রমুষ্টির আকর্ষণে ডালপালা আর পাতার রাশি-ঝরে পড়ে উৎপাটিত বৃক্ষ এক সুবিশাল দণ্ডের আকার ধারণ করল!

সেই বৃক্ষকে মাথার উপর তুলে সবেগে দুই পাক ঘুরিয়ে গেরুয়াধারী প্রচণ্ড কণ্ঠে যুদ্ধের আহ্বান জানাল, "আমি প্রস্তুত। দশ গণনাও শেষ। এতএব হে নেকড়ের দল—রণং দেহি!"

কিঞ্জল এক পা পিছিয়ে বলল, "জল্লাদ! আমার সঙ্গীরা পলায়ন করছে। আমরা কি করব? ঐ বিশাল বৃক্ষ যদি মস্তকে পতিত হয়"—

জল্লাদ দুই পা পিছিয়ে বলল, "তবে মৃত্যু নিশ্চিত!"

গেরুয়াধারীর হস্তে বৃক্ষ যমদণ্ডের মতো আন্দোলিত হল, সে আবার হাঁকল, "রণং দেহি!"

প্রত্যুত্তরে আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল কিঞ্জল ও জল্লাদ। রত্নাকর চেঁচিয়ে উঠল, "কিঞ্জল! জল্লাদ! আক্রমণ করো। তোমরা পলায়ন করলে আমাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড দিতে হবে।"

কর্ণদেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, "জয়দ্রথ! আমি অসি কোষবদ্ধ করলাম। তুমিও লৌহদণ্ড নামিয়ে রাখতে পারো। বোধহয় বিনাযুদ্ধেই তুমি অর্থলাভ করবে।"

জয়দ্রথ বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। এই সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ নয়। বলবান বলে গর্ব ছিল, সেই গর্ব আজ চূর্ণ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর তুলনায় আমি নিতান্তই তুচ্ছ।"

আবার জাগল রণহুঙ্কার, "রণং দেহি!"

রণ দেওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়ে জল্লাদ মৃদুস্বরে বলল, "কিঞ্জল! আমি রত্নাকর বণিকের বেতনভোগী নই, সুতরাং পালাতে পারি। কিন্তু তোমার পলায়নের উপায় নেই। পলায়ন করলে তোমার প্রভু রত্নাকর ক্রুদ্ধ হবে। কারণ, তাহলে তাকে অর্থদণ্ড দিতে হবে।"

গেরুয়াধারীর দিকে চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে কিঞ্জল বলল, "রত্নাকর বণিকের অর্থের চাইতে আমার প্রাণের মূল্য অনেক বেশী—অন্ততঃ আমার কাছে।"

গেরুয়াধারী আর অপেক্ষা করল না।

"আমি যুদ্ধ শুরু করছি," বলেই এগিয়ে এসে সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষকে লাঠির মতো সবেগে চালনা করল শত্রুর দিকে।

—"ওফ্!"

—"হা!"

চটপট লাফ মেরে আঘাত এড়িয়ে সরে গেল কিঞ্জল ও জল্লাদ। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গার উপর সশব্দে আছড়ে পড়ল গেরুয়াধারীর গাছ!

একটানে গাছকে আবার তুলে নিয়ে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে গেরুয়াধারী বলল, "দ্বিপদ নেকড়ে দেখছি চতুষ্পদের মতোই ক্ষিপ্র। কিন্তু প্রথম আঘাত এড়িয়ে গেলেও দ্বিতীয়বার আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।...আরে! আরে! তোমরা যুদ্ধ না করেই পলায়ন করছ? ধিক! ভীরু! কাপুরুষ!"

তীরবেগে ছুটতে ছুটতে পার্শ্ববর্তী সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে কিঞ্জল বলল, জল্লাদ! ভণ্ডটা আমাদের ভীরু কাপুরুষ বলছে যে!"

গতিবেগ একটুও না কমিয়ে জল্লাদ বলল, "বলতে দাও হে, বলতে দাও। কিঞ্জল! মন্দ লোকের কথায় কখনও কান দিতে নেই"।

নগরবাসীরা জল্লাদ ও নেকড়ের-বাহিনীর বহু অত্যাচার দেখেছে, অস্ত্রচালনায় তাদের দক্ষতার কথাও তাদের অবিদিত নয়—কিন্তু তারা যে দ্রুতধাবনে বেগবান অশ্বকেও লজ্জা দিতে পারে এই সত্যটি নাগরিকদের জানা ছিল না।

দেখতে দেখতে পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল কিঞ্জল ও জল্লাদ। তাদের পিছনে তাড়া করে ছুটল জনতার হর্ষধ্বনি।

সবাই বুঝল বেশ কিছুদিনের মধ্যে নেকড়ে-বাহিনী আর নগরীর বুকে আত্মপ্রকাশ করতে চাইবে না।

অকস্মাৎ কলভবর্মার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল বত্নাকরের দিকে—গোলমালের মধ্যে জনতার ভিতর আত্মগোপন করে সে সরে পড়ার চেষ্টা করছে! তৎক্ষণাৎ ঘোড়া চালিয়ে কলভবর্মা তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তারপব কঠিন স্বরে বললেন, "দাঁড়াও রত্নাকর, কোথায় যাচ্ছ? যুদ্ধে তোমার নেকড়ের দল পরাজিত। নিঃশব্দে পলায়ন করে তুমি আইনকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মল্লযোদ্ধাকে প্রতিশ্রুত অর্থ না দিলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব। বিচারে তোমাব কারাদণ্ড অনিবার্য।"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জয়দ্রথ বলল, "কোতোয়াল মহাশয়। আপনি যদি ভেবে থাকেন রত্নাকর পলায়নের চেষ্টা করছে, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। বত্নাকর অতি দ্রুত গৃহে গমন করছিল প্রতিশ্রুত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এনে আমার হাতে সমর্পণ করার জন্য;—তাই নয় কি রত্নাকর?"

বিব্রত বণিক ত্রস্তস্বরে বলে উঠল, "যথার্থ! যথার্থ!" হাস্যসংবরণ করে কলভবর্মা বললেন, "বটে! বটে! তাহলে আমিও রত্নাকর আর জয়দ্রথের সঙ্গী হব। আমার সম্মুখে রত্নাকর বণিক মল্লযোদ্ধা জয়দ্রথের হাতে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলে সুখী হব। রত্নাকর! এই ব্যবস্থা কেমন?"

—"ইয়ে-হ্যাঁ-অর্থাৎ, উত্তম ব্যবস্থা।"

জয়দ্রথ বলল, "কোতোয়াল মহাশয়! সহস্র স্বর্ণমুদ্রার কিয়দংশ কর্ণদেব নামে এই কিশোর এবং গেরুয়াধারীর প্রাপ্য। ওরা না থাকলে আমি—আরে, গেরুয়াধারী কোথায়?"

"জয়দ্রথ! আমি অর্থের প্রত্যাশী নই," কর্ণদেব বলে উঠল, "কিন্তু গেরুয়াধারী কোথায় অদৃশ্য হলেন?"

জনতার ভিতর থেকে এক বলিষ্ঠদর্শন বৃষস্কন্ধ পুরুষ আত্মপ্রকাশ

করল, "আমি দেখেছি উনি নগরীর পূর্বদিকে গমন করেছেন। ঐদিকেই ওঁর বাসগৃহ। খুব সম্ভব পুরস্কার গ্রহণে অনিচ্ছুক বলেই বল্লভ নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করেছেন। বল্লভ স্বভাবতঃ প্রচার-বিমুখ।"

কর্ণদেব বলল, "ওঁর নাম বল্লভ? তুমি ওঁকে জানো দেখছি। আমি ঐ মহাশক্তিধর সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোথায় তাঁকে পাব?"

বলিষ্ঠ ব্যক্তি বলল, "বল্লভ গেরুয়াধারণ করলেও সন্ন্যাসী নন। তবে তাঁর কিছু শিষ্য আছে। স্বল্প-সংখ্যক ঐ শিষ্যদের মধ্যে আমি অন্যতম। কিন্তু বল্লভের পরিচয় তাঁর মুখ থেকেই পাওয়া ভালো। এই নগরীর পূর্বপ্রান্তে সন্ধান করলে তাঁকে পাবে। দ্রুত পদচালনা করলে পথেও সাক্ষাৎ হতে পারে।"

বক্তার পেশীবদ্ধ বিপুল দেহ নিরীক্ষণ করে কর্ণদেব মনে মনে বলল, 'বল্লভ সন্ন্যাসী না হয়েও কেন গৈরিকধারণ করেন জানি না, তবে তাঁর কার্যকলাপ দেখে আর শিষ্যের বপুদর্শন করে মনে হয় আত্মার উন্নতির চাইতে মাংসপেশীর উন্নতিসাধন করতেই বল্লভ সমধিক তৎপর।"

সে বল্লভের নির্দেশ অনুসারে নগরীর পূর্বদিক লক্ষ্য করে পদচালনা করল।

"কর্ণদেব!" পিছন থেকে জয়দ্রথের আহ্বান ভেসে এল, "কোথায় চললে? পুরস্কারের অর্থে তোমারও অংশ আছে যে!"

কর্ণদেব দূর থেকেই চিৎকার করে বলল, "জয়দ্রথ! আমি অর্থ চাই না। পুরস্কারের অর্থ তুমি একাই ভোগ করো।"

দ্রুতপদে বল্লভের উদ্দেশে নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হল কর্ণদেব। তার চিন্তার জগতে তখন ঝড় উঠেছে—'অসাধারণ মানুষ ঐ গেরুয়াধারী বল্লভ। যে ভাবেই হোক আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সময় আর বেশী নেই। কিন্তু পুরস্কারের অর্থে

বল্লভের বীভৎস্পৃহা দেখে ভয় হচ্ছে তিনি হয়তো আমার প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। হয়তো তিনি ধনবান, সেক্ষেত্রে তাঁকে আমি প্রলুব্ধ করতে পারব কি?·· তবে কি আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে জয়দ্রথের কাছে?···কিন্তু জয়দ্রথ আর বল্লভ? ফুঃ!···বল্লভের কাছে জয়দ্রথ হচ্ছে মাতঙ্গের কাছে পতঙ্গের মতোই তুচ্ছ। শাস্ত্রে অবশ্য মধুর অভাবে গুড় দেওয়ার উপদেশ প্রচলিত আছে···দেখা যাক।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিপন্ন বল্লভ

নগরীর পূর্বদিকে একটি পথ ধরে এগিয়ে চলছিল বল্লভ। তাব মনে তখন অজস্র প্রশ্ন—'জনতার ভিতর থেকে সরে তো পড়লাম··· কিন্তু কে ঐ কর্ণদেব? বয়সে কিশোর, অথচ অস্ত্র চালনায় সিদ্ধ-হস্ত!···অপরিচিত মল্লযোদ্ধা জয়দ্রথের সন্ধান করছিল কেন ঐ রহস্যময় কিশোর? কি তার উদ্দেশ্য?'···

আচম্বিতে তার পিছন থেকে ভেসে এল এক তীব্র কণ্ঠস্বর, "বল্লভ! ওহে বল্লভ!"

বল্লভ চমকে ফিরে দাঁড়াল। তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল শীর্ণকায় এক খর্বাকার ব্যক্তি।

বল্লভের সামনে এসে খর্বাকার ব্যক্তি বলল, "এই যে বল্লভ! কোথায় চলেছ?"

—"গৃহে।"

—"বেশ, বেশ। কিন্তু আর তিনদিন পরেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আশা করি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তুমি কর্তব্য পালন করবে?"

—"আমি—আমি—অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আরও পক্ষকাল সময় দিন। আমি নিশ্চয় করে বলছি"—

—"স্তব্ধ হও। তুমি কোনদিনই কর্তব্য পালনে সমর্থ হবে না। নির্লজ্জ! আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে যদি তোমার কথা না রাখতে পারো তবে তোমাকে কুক্কুরের ন্যায় গৃহ হতে বিতাড়িত করব!"

"সাবধান!" পিছন থেকে ভেসে এল অজ্ঞাত কণ্ঠে সতর্কবাণী, "বল্লভ সম্মানিত নাগরিক। তাঁকে পুনরায় অপমান করলে আমি তোমার জিহ্বা ছেদন করব।"

খর্বাকার ব্যক্তি সভয়ে তাকিয়ে দেখল তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এক কিশোর। কিশোরের কটিবন্ধে তরবারি ও ছুরিকা সায়াহ্নের অন্ধকারেও দৃষ্টিগোচর হয়।

বল্লভের ভয়ার্ত মুখে ফুটল আনন্দের আভাস, "কর্ণদেব! তুমি! তুমি কি পুরস্কার গ্রহণ করতে যাওনি?"

কর্ণদেব বলল, "না। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই ছুটে আসছি। লোকমুখে আপনার গন্তব্য পথের নির্দেশ গ্রহণ করে পদচালনা করেছি অতি দ্রুতবেগে। ভাগ্যক্রমে পথেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নচেৎ, অনর্থক আপনার গৃহেব অনুসন্ধানে বিলম্ব হতো।"

খর্বাকার ব্যক্তি শ্যেন দৃষ্টিতে কর্ণদেবকে নিরীক্ষণ করছিল, এবার সে কথা বলল, "বল্লভ! আজকাল বুঝি অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে?"

কর্ণদেব ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "আমি অস্ত্রধারী বটে, তবে দুর্বৃত্ত নই। বল্লভের শিষ্যত্ব আমি গ্রহণ করি নি, ভবিষ্যতে তাঁর শিষ্য হওয়ার বাসনাও নেই···কিন্তু বল্লভ! আপনার ন্যায় মহাবলী পুরুষকে এই দ্বিপদ কৃকলাস অপমান করে কোন্ সাহসে?"

বল্লভ বলল, "আমার ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে আমার পিতা উত্তানপাদ নামক এই কুসীদজীবীর কাছে বসতবাটী বন্ধক রেখে

তিনশত স্বর্ণমুদ্রা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলেন সওদাগর। তাঁর বাণিজ্যপোত সেই সময়ে দূর দেশে অবস্থান করছিল। হঠাৎ ভাল সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল বলে পিতা তৎক্ষণাৎ কন্যার বিবাহ দিলেন। ঘরে যা অর্থ ছিল তার পরিমাণ কম ছিল না, কিন্তু অত্যধিক আড়ম্বর করার জন্য সঞ্চিত অর্থে টান পড়ল। কয়েক মাসের মধ্যেই বাণিজ্যপোতগুলি ফিরে আসার কথা—তাই পিতা ঋণগ্রহণে ইতস্ততঃ করেন নি। পিতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, মাতৃহারা কন্যার বিবাহের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঋণগ্রহণ করে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়ার সেটাও একটা কারণ। কিন্তু ভগ্নীর বিবাহের পরই ঘটল ভাগ্য-বিপর্যয়। কিছুদিন পরেই দুঃসংবাদ এল—ঝড়ের মুখে বাণিজ্যপোতগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। পিতা তাঁর সমস্ত অর্থ ঐ বাণিজ্যে নিয়োগ করেছিলেন, অতএব বাণিজ্যপোতগুলি বিনষ্ট হওয়ায় আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয় নিয়ে পিতা সেই বৎসরই দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু কুসীদজীবী উত্তানপাদের ঋণ রয়ে গেল। আর সেই ঋণ শোধ করার জন্য রইলাম আমি। তিনশত স্বর্ণমুদ্রা দুই বৎসরের মধ্যেই সুদে-আসলে তিনসহস্রে পরিণত হয়েছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারলে রাজদ্বারে অভিযোগ জানিয়ে উত্তানপাদ আমার পৈতৃক গৃহ অধিকার করবে। আমি অধমর্ণ—বাধ্য হয়ে উত্তমর্ণের কটুবাক্য সহ্য করছি।"

কর্ণদেব কুসীদজীবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, "উত্তানপাদ! কাল প্রভাতে বল্লভ তোমার গৃহে তিনসহস্র স্বর্ণমুদ্রা পৌঁছে দেবেন এবং চুক্তিনামাটি ফিরিয়ে নেবেন। এখন তুমি অন্যত্র গমন করো।"

দুজনেই স্তম্ভিত!

সহসা ব্যঙ্গভরে হেসে উঠল উত্তানপাদ, "তিনসহস্র স্বর্ণমুদ্রা তুমি দেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার কাছে তিনটি স্বর্ণমুদ্রাও আছে কিনা সন্দেহ!"

"নির্বোধ কুসীদজীবী," কর্ণদেব রূঢ়স্বরে বলল, "আমার কটিবন্ধে রক্ষিত একটিমাত্র রত্নের উপযুক্ত মূল্য তোমার কোষাগারে আছে কিনা সন্দেহ!"

কটিবন্ধের গোপনস্থান থেকে কর্ণদেবের ডান হাতের মুঠিতে আবির্ভূত হল একটি ক্ষুদ্র বস্তু—সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে সেই প্রস্তরবৎ বস্তুটি অজস্র আলোকস্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে জ্বল জ্বল করে উঠল!

উত্তানপাদ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল, "দেখি! দেখি! একবার আমার হাতে দাও।"

—"দেখ। দেখে নয়ন সার্থক কর।"

—"এ তো দেখছি মহামূল্য বৈদূর্যমণি! এই বস্তুটি তুমি কোথায় পেলে?"

"অবান্তর প্রশ্ন। এখন অনুগ্রহ করে মণি আমার হাতে ফিরিয়ে দাও।"

উত্তানপাদের ওষ্ঠাধরে জাগল ধূর্ত হাসির রেখা, সে মণিটি কর্ণদেবের হাতে দিয়ে বলে উঠল, "মণি তুমি কোথায় পেয়েছ এই প্রশ্ন আমার মুখে নিশ্চয়ই অবান্তর! কিন্তু নগরকোটালের কাছে এক নগণ্য কিশোরের কটিবন্ধে মহামূল্য বৈদূর্যমণির অবস্থানের প্রশ্ন বোধহয় নিতান্ত অবান্তর প্রসঙ্গ বলে বিবেচিত হবে না।"

কর্ণদেবের ভ্রূকুঞ্চিত হল, "বটে?"

—"তবে কাল প্রভাতে তিনসহস্রের পরিবর্তে যদি ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাই, তাহলে এই সংবাদ নগরকোটালের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না।"

—"ওহে উত্তানপাদ, শ্রবণ করো। আমি যেখান থেকে এই মণি পেয়েছি, সেইখানে এইপ্রকার অজস্র মণি-মাণিক্য আছে। তোমাকে সন্ধান বলে দিচ্ছি—ইচ্ছা করলে তুমি সেই গোপনস্থান থেকে ঐসব রত্ন আহরণ করতে পারো, অথবা নগরকোটালকে ঐস্থানের সন্ধান দিতে পারো।"

—"এইবার তুমি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। ওহে কিশোর, আমি জানি বৈধ উপায়ে এই মণি তোমার হস্তগত হয় নি। যাই হোক, আমি যদি লাভবান হই, তাহলে নগরকোটালের কাছে গিয়ে তোমাকে বিপন্ন করব না। বলো—কোথায় আছে ঐসব মূল্যবান মণি-মাণিক্য?"

—"এসব গোপন কথা প্রকাশ্যে বলা চলে না। কানে কানে বলছি। শোনো।"

উত্তানপাদের কানের কাছে মুখ এনে কর্ণদেব কি যেন বলল। বল্লভ কথা শুনতে পেল না, কিন্তু দেখল উত্তানপাদের সর্বাঙ্গ হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিহরিত হল!

সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "সেকি! কী ভয়ংকব!···না, না, না, আমি মণি-মাণিক্য চাই না।"

কর্ণদেবের অধরে জাগল নিষ্ঠুর হাসির রেখা, "আর ছয়সহস্র স্বর্ণমুদ্রা?"

—"না, না। আমি তিনসহস্র পেলেই খুশী।"

"তিনসহস্র নয়," কর্ণদেব তীব্রস্বরে বলল, "তুমি সুদ পাবে না। আসল তিনশত নিয়ে তুমি বল্লভকে নিষ্কৃতি দেবে। নচেৎ"—

—"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি তিনশত স্বর্ণমুদ্রার বেশী দাবি করব না।"

—"আচ্ছা। এখন শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করো।"

দ্রুত পদক্ষেপে অন্তর্ধান করল কুসীদজীবী উত্তানপাদ। বল্লভ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল. তারপর বলল, "ব্যাপারটা কি হল বলতো কর্ণদেব?"

—"কুসীদজীবা উত্তানপাদের সুমতি হয়েছে।"

—"অকস্মাৎ উত্তানপাদের এমন সুবুদ্ধির উদ্রেক হল কেন? কর্ণদেব! তুমি চুপি চুপি ওর কানে কি মন্ত্র দিয়েছে?"

—"কিছু না। মন্দলোকের কি সুবুদ্ধি হয় না? বল্লভ!

পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসছে। আজ রাত্রে আমি আপনার গৃহে অতিথি হতে চাই। আপত্তি নেই তো?"

—"বিজ্ঞজন বলেন অজ্ঞাত কুলশীলকে গৃহে স্থান দিতে নেই; কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। চলো।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নিঃশব্দে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হল। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল কর্ণদেব, "বল্লভ! সামান্য অর্থের জন্য ঘৃণ্য কুসীদজীবী আপনাকে অপমান করতে সাহস পায়? আপনি ইচ্ছা করলেই প্রচুর অর্থের অধিকারী হতে পারেন।"

—"প্রচুর অর্থ? না, প্রচুর অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা আমার নেই, কর্ণদেব।"

—"কেন নয়? আজই তো আপনি জয়দ্রথের পুরস্কারের অর্থে আপনার প্রাপ্য না নিয়েই স্থানত্যাগ করলেন। কিন্তু কেন? আপনার তো অর্থের প্রয়োজন আছে।"

—"ঐ অর্থে যদি ঋণ শোধ করতে পারতাম তাহলে হয়তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরস্কারের অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা থেকে আমি কত পেতাম?...হয়তো তিনশত। তাতে আমার ঋণশোধ হতো না। অবশ্য তুমি কোন্ মন্ত্রবলে নরপিশাচ উত্তানপাদকে বশীভূত করেছ জানি না, তবে সুদ ছেড়ে আসলের তিনশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সে আমাকে অব্যাহতি দিত না কিছুতেই। তাছাড়া আমি নেকড়ে-বাহিনীর বিরোধিতা করেছিলাম একটি কিশোরকে, অর্থাৎ তোমাকে, অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য—সেক্ষেত্রে পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করলে দেশের মানুষ আমাকে লোভী মনে করত। বিশেষ করে আমার শিষ্যদের কাছে আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতো। সেটা আমার পক্ষে অতিশয় বেদনাদায়ক।"

—"বল্লভ। আমি আপনার মতো একটি মানুষের সন্ধান করছিলাম।"

বল্লভের চলার গতি মন্থর হল। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার ঘনীভূত

হয়ে আসন্ন রাত্রির আভাস পরিস্ফুট। অন্ধকার ভেদ করে সঙ্গীর মুখ দেখার চেষ্টা করল বল্লভ, তারপর গম্ভীরস্বরে বলল, "কর্ণদেব! তুমি প্রথমে জয়দ্রথের সন্ধান করছিলে এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিলে। সে তোমার অপরিচিত, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তোমার এত আগ্রহ ছিল কেন? তারপর হঠাৎ তুমি জয়দ্রথ সম্পর্কে নিরুৎসুক হয়ে পড়লে। কারণ, তুমি অধিকতর বলশালী আর একটি মানুষকে অর্থাৎ আমাকে আবিষ্কার করলে। বুঝলাম, যে কারণেই হোক, তুমি অত্যন্ত বলশালী একটি মনুষ্যের সন্ধান করছিলে; বলো কর্ণদেব, আমার অনুমান যথার্থ কি না?"

—"যথার্থ বটে।"

—"তারপর এখন দেখছি তোমার নিকট প্রচুর অর্থ রয়েছে। শুধু স্বর্ণমুদ্রা নয়, তোমার কাছে রয়েছে মহামূল্যবান বৈদুর্যমণি। তুমি শ্রেষ্ঠী বা সওদাগর নও। অথচ তুমি অবহেলাভরে বহন করছ রাজার ঐশ্বর্য! তোমার চালচলন রহস্যময়। এই নগরীতে তুমি নবাগত, তোমার ব্যবহারে তা প্রমাণিত হয়েছে। কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে, তুমি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছ জানি না; তবে একটা কথা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—যদি প্রয়োজন হয় তবে পথবাসী বা বনবাসী হতে রাজী আছি, কিন্তু কোন কারণেই আমি পাপের পথে অগ্রসর হব না।"

—"বল্লভ! পাপপুণ্য নিতান্তই আপেক্ষিক শব্দ।"

—"বাঃ! এই বয়সেই দার্শনিক সুলভ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েছ দেখছি! অস্ত্রত্যাগ করে শাস্ত্রচর্চা করলে তুমি বোধহয় লাভবান হতে পারতে—বুঝেছ কর্ণদেব?"

—"শাস্ত্র ও শস্ত্র দুটি বস্তুর সঙ্গেই আমার কিছু পরিচয় ঘটেছে। একসময় পুস্তক হাতে বিদ্যাভ্যাস ছিল আমার একমাত্র কর্তব্য। পরে বুঝলাম শস্ত্রের ক্ষমতা বেশী, তাই"—

—"তাই মসি ছেড়ে অসি ধরেছ? কিন্তু এই মুহূর্তে অসিতে হাত দেওয়ার কোন প্রয়োজনে ঘটে নি।"

কর্ণদেব লজ্জিত হয়ে বলল, "ক্ষমা করবেন। ক্ষণিকের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। জেনে রাখবেন—অসি নয়, মসিই ছিল এক সময়ে আমার প্রিয় বস্তু। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।"

অন্ধকারে বল্লভের হাসির শব্দ শোনা গেল, "তুমি দেখছি পরশুরামের নূতন সংস্করণ! কিন্তু পরশুরাম কুঠার ধরেছিলেন ধরণীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করার জন্য—তুমি ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে অসিধারণ করেছ কেন?"

কর্ণদেব বলল, "আপনার প্রশ্নের উত্তরে অনেক—কী হল?"

হঠাং হাত বাড়িয়ে কর্ণদেবের গতিরোধ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বল্লভ, তারপর অন্ধকারে তীব্রদৃষ্টি মেলে কি যেন দেখতে লাগল।

এক নিষ্ঠুর জগতের কঠিন পাঠশালায় জীবনের পাঠ নিয়েছে কর্ণদেব—মুহূর্তে সে বুঝে নিল কোন কারণে পরিস্থিতি হঠাৎ বিপদ-জনক হয়ে উঠেছে, আর সেইজন্যই তার সঙ্গীর এই ভাবান্তর।

চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করে কর্ণদেব দেখল একটু দূরে আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে দেখা দিয়েছে কয়েকটা মনুষ্যমূর্তি। সন্ধ্যা তখন সবে উত্তীর্ণ, রাত্রি গভীর নয়—এসময়ে পথের উপর পথিকের আবির্ভাব নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বল্লভের ভাবভঙ্গীতে কর্ণদেব বুঝল অদূরে দৃশ্যমান ঐ মানুষগুলোর সান্নিধ্য সে নিরাপদ মনে করছে না। কর্ণদেব মুখে কোন কথা বলল না, কিন্তু তার সর্ব-শরীর ধনুকের ছিলার মতো টান হয়ে গেল, বাঁ-হাতের শক্ত মুঠিতে ধরা পড়ল তলোয়ারের খাপ, আর ডানহাতের আঙুলগুলো প্রসারিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্রকে কোষমুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হল।

সঙ্গীর দিকে না তাকিয়েই বল্লভ বলল, "কর্ণদেব! তোমার তরবারিকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন হবে না।"

তারপর কয়েক পা এগিয়ে তীব্রস্বরে হাঁক দিল, "বন্ধুগণ! তোমরা

আড়ালে দাঁড়িয়ে কেন? সামনে এস। আমি গেরুয়াধারী বল্লভ—তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করার জন্য উৎসুক।"

কয়েকটি মুহূর্ত কাটল নিঃশব্দে। তারপরই পথের উপর জাগল ধাবমান পদশব্দ!...পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দ্রুতবেগে। কর্ণদেব তাকিয়ে দেখল পথের উপর দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্তিগুলো অন্তর্ধান করেছে।

সে বল্লভের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, "কারা যেন দ্রুতবেগে পলায়ন করল। বল্লভ! আপনি ওদের জানেন?"

উত্তর এল, "জানি। ওরা স্থানীয় দুর্বৃত্ত। অন্ধকারে অসহায় পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এদিকটা নির্জন। অন্ধকারে আমাকে চিনতে না পেরে ওরা আক্রমণের উদ্‌যোগ করছিল।"

কর্ণদেব বলল, "এই জাতীয় জীব আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু সন্ন্যাসী না হয়েও যিনি গৈরিক ধারণ করেন এবং যাঁর নাম শুনেই স্থানীয় দুর্বৃত্তগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে—আমি তাঁর পরিচয় পেতে চাই।"

বল্লভ বলল, "ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও প্রবীন ক্ষত্রিয়-যোদ্ধার ন্যায় যে অসি চালনা করে, অতি সাধারণ বেশে সজ্জিত হলেও যার কটিবন্ধে থাকে মহামূল্য বৈদুর্যমণি—সেই রহস্যময় কিশোরকে আমি জানতে চাই।"

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পর কিশোর মুখ খুলল, "বল্লভ! পরস্পরের পরিচয় জানতে আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে বোধহয় বাক্যালাপ করা উচিত হবে না। আমার বক্তব্য অতিশয় গোপনীয়।"

—"নিকটেই আমার গৃহ আর সামনে পড়ে আছে দীর্ঘরাত্রি। অতএব গোপনীয় বিষয় নিয়ে নির্জনে বাক্যালাপের বিশেষ অসুবিধা হবে না। · এই যে! এই কুটিরই হচ্ছে অধমের বাসস্থান।"

সম্মুখে অবস্থিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে কর্ণদেব সবিস্ময়ে বলল, "এই অট্টালিকা আপনার বাসস্থান?"

বল্লভ বিনীত কণ্ঠে বলল, "এই কুটিরই আমার বাসস্থান।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যাঘ্র ও হস্তী

অট্টালিকার দ্বার বাহির থেকে লৌহকীলকে আবদ্ধ ছিল। কাপড়ের ভিতর থেকে বিশেষভাবে নির্মিত একটি সুবৃহৎ লৌহশলাকা নিয়ে বল্লভ দ্বার অর্গলমুক্ত করল, তারপর প্রবেশ করল ভিতরে।

অট্টালিকার অভ্যন্তরে ঘন অন্ধকারের গর্ভে অদৃশ্য বল্লভের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কর্ণদেব! ক্ষণেক অপেক্ষা করো। আমি দীপ জ্বালছি।"

একটু পরেই জ্বলন্ত মৃৎপ্রদীপ হস্তে দ্বারদেশে আত্মপ্রকাশ করল বল্লভ, "কর্ণদেব! অনুগ্রহ করে ভিতরে এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে সুখী হব। আমার সামর্থ্য অতি সামান্য। অতএব, অতিথি সৎকারের ত্রুটি মার্জনীয়। তবে আমার সাধ্য অনুযায়ী অতিথিকে সমাদর জানাতে চেষ্টা করব এবিষয়ে সন্দেহ নেই।"

কর্ণদেব দ্বারের ভিতর পদক্ষেপ করে হেসে উঠল, "এই বিশাল অট্টালিকাকে যিনি 'কুটির' বলে অভিহিত করেন, তাঁর অতিথি সৎকারের 'সামান্য' প্রয়াস যে অপরের কাছে অসামান্য বলে বিবেচিত হবে সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই।"

—"ভিতরে এস।"

প্রদীপ হাতে এগিয়ে চলল বল্লভ। তাকে অনুসরণ করল কর্ণদেব। সঙ্কীর্ণ অলিন্দ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু কক্ষের মধ্যবর্তী পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে কর্ণদেব বুঝল অতিশয় ধনবান না হলে এমন একটি অট্টালিকার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। দীপের ম্লান আলোতেও

সে বুঝতে পারল অত্যন্ত মূল্যবান প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ইস্পাত সহযোগে নির্মিত হয়েছে এই বাসগৃহ। বল্লভের পিতা যে একসময় প্রচুর বিত্তের অধিকারী ছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল কর্ণদেব।

…বেশ কিছুক্ষণ পদচালনা করার পর বল্লভকে অনুসরণ করে কর্ণদেব এসে পড়ল একটি সুবৃহৎ কক্ষের অভ্যন্তরে। আসার পথে গৃহের মধ্যে বহু দুর্মূল্য তৈজসপত্র এবং স্ফটিক খচিত দীপাধার প্রদীপের আলোতে কর্ণদেবের দৃষ্টিগোচর হয়েছে—কিন্তু এই ঘরটি সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত। ঘরের একপাশে একটি মূল্যবান পালঙ্ক রয়েছে। তবে তার উপর বিস্তৃত বস্ত্রটি খুব পরিষ্কার নয়। ঘরের মাঝখানে দারুনির্মিত দীপাধার। গৃহের অন্যান্য স্থানে প্রদীপের ম্লান আলোতেও ধূলোর আধিক্য কর্ণদেবের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু এই ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন।

ঘরের সামনে একটি জলপূর্ণ পাত্র ছিল। সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্লভ বলল, "তুমি হাতমুখ পরিষ্কার করে নাও, তারপর ঐ শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করো। আমি এখনই আসছি।"

কক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত দীপাধারে রক্ষিত দীপে অগ্নি-সংযোগ করে বিশাল অট্টালিকার গর্ভে হারিয়ে গেল বল্লভ। দ্বারের বাইরে চর্মপাদুকা রেখে বল্লভের পরামর্শ অনুসারে প্রক্ষালন-পর্ব শেষ করে কর্ণদেব আশ্রয় গ্রহণ করল পালঙ্কের উপর বিস্তৃত শয্যায়।

প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রম আর মানসিক উত্তেজনার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে তার ক্লান্ত দেহ শয্যার উপর এলিয়ে পড়তে চাইছিল, কিন্তু সে আত্মসংবরণ করল। অতি অল্প বয়সেই বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিশোর কর্ণদেব। শ্বাপদের চেয়েও ভয়ংকর দ্বিপদ মানুষের পরিচয় সে পেয়েছে বারংবার। অতএব, শয্যায় শয়ন করার প্রলোভন সংযত করে সে সোজা হয়ে বসে থাকল, এমনকি কটিবন্ধে আবদ্ধ তরবারি ও ছুরিকা রইল যথাস্থানেই। বল্লভকে সে অবিশ্বাস করে নি, কিন্তু অপরিচিত স্থানে দেহ-সংলগ্ন

অস্ত্র তার কাছে প্রিয়বন্ধুর সান্নিধ্যের মতোই আশ্বাসজনক—কোন কারণেই আত্মরক্ষার উপকরণ সে দূরে রাখতে রাজী নয়।

…অকস্মাৎ তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল শলাকাপক্ক মাংসের লোভনীয় গন্ধ! তৎক্ষণাৎ সে অনুভব করল তার দেহের মধ্যে উদর নামে যে স্থানটি রয়েছে, সেটি একেবারেই শূন্য! এতক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তার মনেই হয় নি, কিন্তু শূল্য মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল উদরের শূন্যতাকে অবিলম্বে কিছু স্থূল বস্তুর সাহায্যে পরিপূর্ণ করবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে—সেই সঙ্গে তার রসনাও হয়ে উঠল রসসিক্ত!…

কিছুক্ষণ পরেই সহাস্যবদনে দ্বারপথে আবির্ভূত হল বল্লভ। তার দুই হাতে দুটি বৃহৎ স্থালীতে অবস্থান করছে দুটি সুবৃহৎ পাত্র। পাত্র দুটি কক্ষতলে স্থাপন করে বল্লভ বলল, "এস। গৃহে রমণী থাকলে তারা জলসিক্ত বস্ত্র ও সম্মার্জনী সহযোগে এই মণিকুট্টিম বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করে আহার্য পরিবেশন করত—কিন্তু আমার গৃহে নারী নেই এবং আমারও বারংবার কক্ষতল পরিষ্কার করার ধৈর্য নেই। দ্বিপ্রহরে গৃহত্যাগ করার পূর্বে এই স্থান আমি জল-সিক্ত করে সম্মার্জনী সহযোগে উত্তমরূপে পরিষ্কার করেছি। পুনরায় ঐ গৃহকর্মের পুনরাবৃত্তি করতে আমি অনিচ্ছুক। অবশ্য তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো"—

"না, না," কর্ণদেব প্রতিবাদ করল, "আমি আদৌ প্রয়োজন বোধ করছি না।…কিন্তু এই কি আপনার সামান্য সামর্থ্যের উদাহরণ?"

"হেঁ, হেঁ," বল্লভ বিনীত হাস্যে বিগলিত হল, "এই যৎসামান্য উপকরণ দিয়েই তোমার দরিদ্র বন্ধু আজ অতিথি সৎকার করতে চাইছে। তুমি অনুগ্রহ করে খাদ্যগ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব।"

কর্ণদেব গম্ভীর স্বরে বলল, "এই পর্বত প্রমাণ পিষ্টক, চাপাটি আর ঐ বৃহৎ পাত্রে অবস্থিত বিপুল পরিমাণ শূল্যমাংস দিয়ে তিন-চারটি বলিষ্ঠ পুরুষের ক্ষুধা-নিবারণ সম্ভব। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত

বটে, তবে ঐ স্থালী ও পাত্রের যাবতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে উদর বিদীর্ণ হয়ে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

বল্লভের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করে কর্ণদেব একটি স্থালী ও পাত্র থেকে বেশ কিছু খাদ্য নিয়ে অপর স্থালীতে রাখল, তারপর লঘুভার স্থালী ও পাত্র সম্মুখে স্থাপন করে বলল, "বল্লভ! খাদ্য নিয়ে প্রহসন স্থগিত রাখুন! এমন রাজভোগ্য খাদ্য উপভোগ করার সুযোগ আমার জীবনে কমই হয়েছে। এবার শুরু করুন। সম্মুখে ষোড়শ-উপচারে ভোজ্য রেখে খাদ্য নিয়ে বিতর্ক বাঞ্ছনীয় নয়।"

কর্ণদেবের ভোজন-পাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লভ ক্ষুব্ধস্বরে বলল, "অসিযুদ্ধকে যারা জীবিকারূপে গ্রহণ করে, তারা স্বল্পভোজী হয় বটে। তবে তোমার বয়সে এত কম খাওয়া ভাল নয়। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও প্রয়োজন আছে একথা কিশোর অসিযোদ্ধার মনে রাখা উচিত।"

কর্ণদেব হাসল, "ব্যাঘ্রের পক্ষে হস্তীর সমপরিমাণ আহার্য গলাধঃকরণ করা অসম্ভব। দেহের শক্তিতেও সে হস্তীর সমকক্ষ নয়। কিন্তু বিদ্যুৎবৎ গতিবেগ ও প্রখর নখদন্তের সহায়তায় সে কখনও কখনও তার চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী হস্তীকেও পরাস্ত করতে সমর্থ হয় একথা কি আপনি জানেন না?"

বল্লভ সহাস্যে বলল, "তোমার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু শলাকা-পক্ক মাংস শীতল হলে বিস্বাদ হয়। ভোজনপর্ব শেষ হলে ব্যাঘ্র ও হস্তীর চাইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এখন বাক্যালাপ স্থগিত রেখে দক্ষিণ হস্তের সদ্ব্যবহার করা যাক—কি বলো?"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত। শূন্য উদরে কোন প্রসঙ্গই ভাল লাগে না।"

নবম পরিচ্ছেদ

বিশ্বস্ত অনুচর

দীপাধারে জ্বলছে প্রদীপ। বাতায়ন পথে তারকা-খচিত অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করে পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট বল্লভ ও কর্ণদেব সম্পূর্ণ নির্বাক। উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রগুলি একটু আগেই স্থানান্তরে রেখে এসেছে বল্লভ। তার মনে প্রশ্নেব ঝড়—কিন্তু আহার্য দ্রব্যে অতিথির তৃপ্তি হয়েছে জেনেই সে নীরব হয়ে গেছে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করেনি একবারও। মনোগত ইচ্ছা—অতিথির দিক থেকেই যেন আলোচনার উত্থাপন হয়।

অপর পক্ষে কর্ণদেবও মৌন। বল্লভের প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে এমন সুস্বাদু খাদ্য আব এমন আকণ্ঠ ভোজনের অভিজ্ঞতা তার জীবনে খুবই কম—সেই সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতেও ভুল হয়নি—কিন্তু তারপরই সে মৌনব্রত ধারণ করেছে।

বল্লভ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল অতিথির মুখের দিকে। কম্পিত দীপশিখা আব নক্ষত্রের আলোতে সেই মুখ রহস্যময়। মুখ দেখে মুখের অধিকারীর মনোভাব অনুমান করা দুঃসাধ্য। কেবল মাঝে মাঝে ম্লান দীপালোকে মসৃণ ললাটপটে কুঞ্চনরেখার ক্ষণিক আবির্ভাব এবং ওষ্ঠাধরের মৃদু কম্পনে বোঝা যায় অতিথির দেহ স্থির থাকলেও মন অস্থির হয়ে বিচরণ করছে চিন্তার জগতে।

অকস্মাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কর্ণদেব, "আপনি আমার পরিচয় জানতে উৎসুক। আমিও পরিচয় দিতে চাই এবং আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে চাই। তবে একটা কথা"—

—"বলো।"

—"আমি কি আপনার গৃহে নিরাপদ?"

—"অবশ্যই। বল্লভের গৃহে তার অতিথি সর্বদাই নিরাপদ। হঠাৎ নিরাপত্তার প্রশ্ন তোমার মনে এল কেন জানি না। যাই হোক, আমার মনেও কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে। ধীর ভাবে আমার কথা শুনে উত্তর দাও।"

—"বলুন।"

—"একটু আগেই তুমি উত্তানপাদকে বলেছ আগামী কাল প্রত্যুষেই আমি নাকি তিনশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তার গৃহে উপস্থিত হচ্ছি এবং উক্ত অর্থের বিনিময়ে ফিরিয়ে আনছি বন্ধকী ভদ্রাসনের চুক্তিপত্র। বলাই বাহুল্য, আমরা দুজনেই ধরে নিয়েছি ঐ অর্থ দিচ্ছ তুমি। আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিনি, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি—নিঃস্বার্থ ভাবে এত অর্থ কেউ অপরিচিত ব্যক্তিকে দান করে না। আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকার কিছু কারণ অবশ্য ঘটেছে। তবু বলব, তিনশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার স্বপক্ষে কারণটা যথেষ্ট নয়। ঐ অর্থের বিনিময়ে তুমি আমার কাছে কিছু চাও। কিন্তু আমার মতো দরিদ্রের কাছে তুমি কি চাইতে পারো?...আচ্ছা, এবার তাহলে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা যাক—কোন অজ্ঞাত কারণে জয়দ্রথের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিলে, পরে আমার দৈহিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে জয়দ্রথের সাহচর্য ত্যাগ করে তুমি আমার নিকটে এসে আমার বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করছ। দৈহিক শক্তি ছাড়া জয়দ্রথের কোন বৈশিষ্ট্য নেই এবং পূর্বোক্ত মল্লযোদ্ধার চাইতে অধিকতর শক্তিমান বলেই আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি! অতএব অনুমান করছি এমন কোন কঠিন কার্যসাধন করার জন্য তুমি আমার সাহায্য চাও, যে কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে অসামান্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন। আশা করি আমার বিশ্লেষণ ও অনুমান ভুল হয়নি?"

—"সঠিক বিশ্লেষণ! নির্ভুল অনুমান!"

—"কিন্তু তোমার কার্য্য সাধনে আমি অসমর্থ হলে বা অনিচ্ছা প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই ঐ তিনশত স্বর্ণমুদ্রা তুমি আমাকে দিতে রাজী হবে না ?"

—"এইবার আপনার ভুল হল। প্রতিশ্রুত তিনশত স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে আমার প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই। আমি উত্তানপাদকে কথা দিয়েছি। প্রতিশ্রুত অর্থ আপনার হাত থেকে কাল প্রভাতেই সে পাবে !"

বল্লভের গলার ভিতর থেকে ঘুৎকার-ধ্বনির ন্যায় একটি অস্ফুট শব্দ নির্গত হল। সে কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু অক্ষম বাগ্‌যন্ত্রে কোন বাক্য উচ্চারিত হল না।

কর্ণদেব হাসল, "আপনি বিস্মিত হয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যবসাতে অর্থ লগ্নি করার নিয়ম আছে। মনে করুন, এই তিনশত স্বর্ণমুদ্রা আমি লগ্নি করছি। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হন তাহলে জানব ব্যবসাতে নেমে তিনশত স্বর্ণমুদ্রা আমি হারিয়েছি। ব্যবসাতে লাভ-ক্ষতি আছে, এইটুকু ক্ষতি আমি অনায়াসে সহ্য করতে পারব। আর যদি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তাহলে আমরা যা লাভ করব, সেই লাভের অঙ্ক আপনার কল্পনাতীত।"

বল্লভের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, "আমরা ? অর্থাৎ তুমি আর আমি ?··· অবশ্য কাজটা যদি অন্যায় না হয়, তাহলে দুঃসাধ্য হলেও আমি তা করতে রাজী আছি। বলো—কাজটা কি ?"

—"বলব বলেই তো আজ রাত্রে আপনার গৃহে অতিথি হয়েছি। তবে তার আগে আপনার বিষয় আপনার মুখ থেকেই কয়েকটা কথা জানতে চাই। আপনার পূর্ব-ইতিহাস বা দুর্দৈব সম্পর্কে আমি এখন অবহিত, কিন্তু বর্তমান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নই। বিশেষতঃ আপনার চালচলনও কিয়ৎ পরিমাণে রহস্যময়, সে বিষয়ে"—

বাধা দিয়ে বল্লভ বলে উঠল, "আমার চালচলন রহস্যময় ? কি বলছ তুমি ?"

—"ঠিকই বলছি। আপনি সন্ন্যাসী নন, অথচ গৈরিকধারণ করেছেন এবং বিশেষ শ্রেণীর সন্ন্যাসীর ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করেছেন—কিন্তু কেন? রাজপথে দাঁড়িয়ে লোকমুখে শুনলাম আপনার কিছু শিষ্য আছে। কুসীদজীবী উত্তানপাদের মুখেও শিষ্যদের প্রসঙ্গ শুনেছি। গৈরিকধারী গৃহীব কাছে ঐ শিষ্যরা কোন্ ধর্মাচরণের দীক্ষা গ্রহণ করতে আসে?"

সশব্দ হাস্যে ফেটে পড়ল বল্লভ, "হো! হো! হো! এই কথা!··হা! হা!···গৈরিকধারণের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণের সম্পর্ক থাকতেই হবে এমন কথা তোমাকে শিখিয়েছে কোন্ বলীবর্দ?··আরে, শ্বেতবস্ত্র অতি শীঘ্রই মলিন হয়ে দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে, তাই ঘন ঘন বস্ত্র ধৌত করার প্রয়োজন হয়। অনর্থক পরিশ্রম আমি পছন্দ করি না, রজকের শরণাপন্ন হলেও অর্থব্যয় অনিবার্য—অতএব শ্বেতবস্ত্রের পরিবর্তে আমি গৈরিকধারণ করেছি। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রংও সহজে মলিন হয় না। কিন্তু ঐসব বং তবলমতি তরুণ-তরুণীরা পছন্দ করে বলে উজ্জ্বল বর্ণ বর্জন করে আমি গেরুয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এতে রহস্যের কি আছে বাপু?·আর শিষ্যদের কথা জিজ্ঞাসা করছ? হ্যাঁ, আমার কিছু শিষ্য আছে বটে।··তারা আমার কাছে ধর্মাচরণের দীক্ষা নিতে আসে না;—আসে, মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করতে। মল্লযুদ্ধে সুবিধা হয় বলেই আমি মস্তক মুণ্ডন করেছি। মল্লবীরদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি যে মস্তক মুণ্ডন করে থাকে, সে কথা নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞাত নয়?"

—"আপনি কি মল্লযোদ্ধা?"

—"বাল্যকাল থেকেই আমি মল্লযুদ্ধের প্রতি আসক্ত। শক্তিচর্চার সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসও করেছি নিয়মিত, তাই পিতা আমাকে শক্তিচর্চায় বাধা দেননি। আমি বলিষ্ঠ দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তার উপর ধনী পিতার অর্থে যাবতীয় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন মল্লবীরের আখড়ায় মৃত্তিকা মর্দন করে কয়েক বৎসরের

মধ্যেই অমানুষিক শক্তির অধিকারী হলাম। পরে অবস্থা যখন মন্দ হল, তখন মল্লবিদ্যার সাহায্যেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ শুরু করলাম।"

"ওঃ! আপনি এখন পেশাদার মল্লযোদ্ধা? অর্থের বিনিময়ে মল্লযুদ্ধের শিক্ষা দিয়ে থাকেন?"

—"না, না। আমি উচ্চবংশের সন্তান হয়ে মল্লযুদ্ধের মাটি থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারি না। তাছাড়া ঐভাবে অর্থ উপার্জনে গুরুরও নিষেধ ছিল। আমি কয়েকটি বিশিষ্ট শিষ্যকে মল্লযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকি। শিষ্যরা আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তণ্ডুল, গোধূম, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি সরবরাহ করে। শিষ্যদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে। কৃষিজীবী কৃষক, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ এবং মাংস ব্যবসায়ী ব্যাধ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষই আমার শিষ্যদের মধ্যে বর্তমান।"

বল্লভ মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর বিমর্ষভাবে বলল, "নাঃ, ভুল বললাম। সকল শ্রেণীর মানুষ আমার শিষ্য-সমাজে নেই। আজ পর্যন্ত কোন ধীবর আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আসেনি। অথচ মৎস্য আমার অতিশয় প্রিয় খাদ্য। বললে বিশ্বাস করবে না—বৎসরাধিককাল আমি মৎস্য থেকে বঞ্চিত। মৎস্যের স্বাদও বুঝি ভুলে গেছি।"

কর্ণদেব গম্ভীর স্বরে বলল, "আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে আপনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ভক্ষণ করতে পারবেন। মৎস্যের জন্য ধীবর শিষ্যের প্রয়োজন হবে না, নগদ অর্থের বিনিময়ে ধীবর পল্লীর সর্বোৎকৃষ্ট মৎস্য আপনার রসনার তৃপ্তিসাধন করবে। কাল প্রভাতে আপনি ঋণমুক্ত হচ্ছেন, অতএব সে বিষয়েও আপনার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই।"

"দুশ্চিন্তার অবকাশ অবশ্যই আছে," বল্লভ দৃঢ়স্বরে বলল, "আমি কারও অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিনি, করব না। এই বসতবাটী থেকে যদি ঋণের দায়ে বিতাড়িত হই, তাহলেও বিপুলা এই ধরণীতে

আশ্রয়ের অভাব আমার হবে না। মল্লযুদ্ধের কল্যাণে অন্ন-জলের জন্য আমার দুর্ভাবনা নেই। কোন কারণে নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে বন থেকে আমি কুঠারের সাহায্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করি। আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান, তাই বিপণিতে দাঁড়িয়ে সংগৃহীত কাষ্ঠ জনসমক্ষে বিক্রয় করতে পারি না। কাঠুরিয়াদের কাছে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে ঐ কাষ্ঠ বিক্রয় করে আমি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করি। অতএব বুঝতেই পারছ গৃহহারা হওয়ার ভয়ে আমি ভীত নই। যে গৃহে আমার পিতা-মাতা দেহরক্ষা করেছেন, যে গৃহের সঙ্গে আমার স্নেহময়ী ভগ্নীর স্মৃতি জড়িত—সেই গৃহ হস্তান্তরিত হয়ে অপরের বাসস্থান হবে এই চিন্তাই আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে তুলেছে।"

কর্ণদেব বলল, "বিচলিত হলেই বা উপায় কি? যতদূর মনে হয় তিনসহস্র তো দূরের কথা—তিনশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করাও আপনার সাধ্যাতীত। না হলে, ঋণশোধ করে বসতবাটী রক্ষার চেষ্টা কি আপনি করতেন না?"

—"চেষ্টা করেছি বৈকি। প্রায় সফলও হয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম, কি করব বল?"

কর্ণদেব কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তার ওষ্ঠাধরে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসিটি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল সেটি বল্লভের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না।

বল্লভ উত্তেজিত স্বরে বলল, "তুমি ভাবছ আমি মিথ্যা বাগাড়ম্বর করছি। তাই না?...না, না, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কর্ণদেব! আমাকে নিতান্ত নির্বোধ ভাবলে তুমি ভুল করবে। আমি নিশ্চেষ্ট পুরুষ নই। ঋণশোধের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।"

কর্ণদেব বিনীত স্বরে বলল, "মার্জনা করবেন। স্বীকার করছি আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল আপনার মতো মানুষ মিথ্যা বাগাড়ম্বর বিস্তার করে না।"

বল্লভ বলল, "তবে শোনো, তোমাকে দুঃখের কাহিনী বলি। আমার পরিচিত জনৈক কাষ্ঠব্যবসায়ী আমাকে জানিয়েছে আগামী পক্ষকালের মধ্যেই মহারাজ রুদ্রদমনের এক মিত্ররাজ্যে কয়েকটি দুর্গকে দুর্ভেদ্য ও অলঙ্কৃত করার জন্য শ্রাবস্তী থেকে দুর্মূল্য প্রস্তর ও কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে উক্ত রাজ্যে প্রেরিত হবে। ঐ ব্যবসায়ী আমাকে আশ্বাসদান করে বলেছে, রাজদরবার যদি তাকে কাষ্ঠ সরবরাহের ভার দেয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে শাল সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ সে আমার কাছেই ক্রয় করতে রাজী আছে। কিছু কিছু উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ এর মধ্যেই আমি ঐ ব্যবসায়ীকে দিচ্ছিলাম এবং মূল্য তার কাছেই জমা রাখছিলাম। তিনসহস্র স্বর্ণমুদ্রা অবশ্য সংগ্রহ করতে অনেক বিলম্ব ছিল। কারণ, দুর্গ বা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণের উদ্যোগ খুব কমই হয়—আর ঐ ধরণের বৃহৎ কার্য না হলে আমার পক্ষে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে এককালীন অধিক অর্থের সংস্থান করা অসম্ভব। হঠাৎ মিত্ররাজ্যে কাষ্ঠ সরবরাহের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আশা ছিল ঐ সরবরাহ-কার্যে যে অর্থ পাব, তার সঙ্গে পূর্বে অর্জিত অর্থ একত্র করে হয়তো আমি ঋণমুক্ত হতে পারব। কিন্তু দুরাত্মা উত্তানপাদ আমাকে সেটুকু সময় দিতেও সম্মত হল না। কর্ণদেব! বুঝতেই পারছ, আমি নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নই, অক্ষমও নই—ভাগ্যের পরিহাসে আজ সবস্ব হারাতে বসেছি। তবে দুর্নীতি অবলম্বন করে আমি বসতবাটী মুক্ত করতে চাই না। তোমার প্রস্তাবে যেন অন্যায়ের গন্ধ আছে বলে মনে হয়। সুতরাং দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই বললেই আমি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হব না। যদি তোমার প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই সানন্দে সম্মত হব। আর যদি প্রস্তাব অসঙ্গত মনে করি, তাহলে তোমার কাছ থেকে তিনশত স্বর্ণমুদ্রা দূরের কথা—এক কপর্দকও গ্রহণ করব না। তাতে যদি আমার গৃহ হস্তান্তরিত হয়, তবে তাই হোক। আমি চিরকাল ন্যায়পথে থেকেছি, থাকব। এখন বলো কর্ণদেব—কি তোমার প্রস্তাব?"

কর্ণদেব বলল, "ন্যায়-অন্যায় নিতান্তই আপেক্ষিক শব্দ। একের কাছে যা ন্যায়, অপরের কাছে তা অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে।"

বল্লভ অধীর স্বরে বলল, "আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। এই মুহূর্তে তোমার তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাই না, শুনতে চাই প্রস্তাব।"

বল্লভের মুখের উপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল কিশোরের তীব্র দৃষ্টি, তারপর সে ধীরে ধীরে বলল, "আমিও আমার স্বার্থ-চিন্তা করে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি। আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা বা বিবেচনার উপর একাধিক মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু আমি ভাবছি কথাটা কিভাবে বলব—"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কর্ণদেব শুষ্কস্বরে বলল, "বল্লভ! অনিশ্চিত অবস্থায় আর কালক্ষেপ করা যায় না। তবে আপনাকে আমার প্রস্তাব জানানোর আগে আর একটা কথা বলতে চাই।"

—"বলো।"

—"একটু আগেই আপনার গৃহে আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আমার কাছে মূল্যবান রত্ন ও প্রচুর অর্থ আছে, তাই তস্কর বা দস্যুর আকস্মিক আক্রমণের সম্ভাবনা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আপনি নিতান্ত লঘুভাবেই জানিয়েছিলেন, 'বল্লভের গৃহে তার অতিথি সর্বদাই নিরাপদ।' কিন্তু আমি বহিরাগত দস্যু তস্করের ভয় করিনি। আপনার সান্নিধ্যে আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে কিনা সেইটাই ছিল আমার প্রশ্ন। প্রশ্নের অর্থ আপনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। আমি বলতে চাই—"

বাধা দিয়ে বল্লভ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি। আমার সান্নিধ্যে তোমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে কিনা এইটাই যদি তোমার প্রশ্ন হয়, তাহলে বুঝতে

হবে আমার সততা সম্পর্কে তোমার সন্দেহ আছে। নির্বোধ কিশোর! আমার সততায় সন্দিহান হয়ে কোন্ সাহসে তুমি আমার অতিথি হলে? আমার শক্তির পরিচয় তুমি পেয়েছ। তুমি কি জানো না, ইচ্ছা করলে এক মুষ্ট্যাঘাতে তোমাকে বধ করে আমি তোমার ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে পারি?"

মুহূর্তের জন্য কর্ণদেবের চোখে-মুখে দেখা দিল আহত বিস্ময়ের চমক, পরক্ষণেই বিস্ময়ের অভিব্যক্তিকে গ্রাস করে উপস্থিত হল ক্রোধের করাল ছায়া—

শ্লেষতিক্ত হাসির ফাঁকে জাগল বিদ্রূপশাণিত কণ্ঠস্বর, "বল্লভ! বয়স অল্প হলেও মানব-চরিত্রে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। অর্থের লোভে যে-মানুষ নির্বিকার চিত্তে নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন এক বিবেকহীন হন্তারকের ভূমিকায় আপনাকে আমি একবারও কল্পনা করিনি। তবে মানুষের অবচেতন মনের অন্ধকারে যে হিংস্র পশু ঘুমিয়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে তার হঠাৎ জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আছে একথাও আমি অস্বীকার করি না। সেটুকু বিপদের ঝুঁকি আমি নিয়েছি বইকি। আপনি মহাশক্তিধর বটে, কিন্তু আমিও নিতান্ত নির্বীর্য নই। একটু আগেই ব্যাঘ্র ও হস্তীর তুলনামূলক আলোচনা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই?...হ্যাঁ, হস্তীর পদতলে পিষ্ট ব্যাঘ্রের মৃত্যুবরণের সম্ভাবনা থাকে বটে, কিন্তু ক্ষিপ্রগামী ব্যাঘ্রের নখদন্তে বিদারিত-কুম্ভ গজরাজের প্রাণত্যাগের ঘটনাও খুব বিরল নয়।"

কর্ণদেবের অঙ্গুলিস্পর্শে কটিবন্ধের তরবারিতে জাগল মৃদু ঝনৎকার শব্দ!

তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল বল্লভ! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্যা-মুক্ত তীরের মতো দণ্ডায়মান হল কর্ণদেব!

বল্লভের দুই চক্ষু দারুণ ক্রোধে জ্বলন্ত এবং দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ!

কর্ণদেবের অধরে ক্লিষ্ট হাসির রেখা—হাত কটিবন্ধের অস্ত্রে সংলগ্ন

নয়, কিন্তু ডান হাতের পাঁচটি আঙুল বাজপাখির ছোঁ মারার ভঙ্গীতে স্থির হয়ে আছে তরবারির হাতল থেকে একটু দূরে!

বল্লভ সেদিকে দৃক্‌পাত করল না, ক্রুদ্ধস্বরে গর্জন করে বলল, "অতিথিকে আমাদের বংশে কেউ কোনদিন অপমান করেনি, কিন্তু তোমার উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছি না। অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তে তুমি আমার গৃহত্যাগ করো। নচেৎ—"

দারুণ ক্রোধে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় রইল কর্ণদেব, তার ওষ্ঠাধরে ক্লিষ্ট হাসির ক্ষীণ রেখাটি হঠাৎ উদার হাস্যে প্রশস্ত হল, পরক্ষণেই সে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল, "আমি যাব না। সাধ্য থাকে, বলপ্রয়োগ করে অতিথিকে গৃহ থেকে দূর করে দাও।"

ক্ষিপ্রহস্তে সে খুলে ফেলল কোমরের চর্মবন্ধনী—মণিকুট্টিমের উপর নিক্ষিপ্ত হল কটিবন্ধসমেত কোষবদ্ধ ছুরিকা ও তরবারি! পাষাণ ও ইস্পাতের সংঘাতে জাগল তীব্র ঝঞ্ঝনা-ধ্বনি!

বল্লভ হতবুদ্ধি হয়ে গেল! এমন অদ্ভুত আচরণ তার কল্পনাতীত!

দুই বাহু বক্ষে আবদ্ধ করে কর্ণদেব গর্বিত স্বরে বলল, "তোমার সততা সম্পর্কে আমি সন্দেহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলার সুযোগও তুমি আমাকে দাওনি। অর্ধসমাপ্ত বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে তুমি আমাকে অপমান করেছ। দাম্ভিক মল্ল! শক্তির দম্ভে আত্মহারা হয়ে তুমি অসিযোদ্ধার মর্যাদায় আঘাত করেছিলে--তাই তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম তরবারির সঙ্গে যে-মানুষ বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, সে কখনও ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক শক্তির কথা ভেবে ভীত হয় না। ব্যাঘ্রের নখদন্ত যেমন তার ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে তার চেয়ে বহুগুণ বলশালী গজরাজের দেহ বিদীর্ণ করতে পারে—নিপুণ অসিচালকের অসিও তেমনই আজ্ঞাবাহী সহচরের ন্যায় চালকের ইচ্ছানুযায়ী চালিত হয়ে মহাবলবান শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে।"

একটু থেমে উত্তেজিত কণ্ঠকে সংযত করে কর্ণদেব আবার বলতে লাগল, "নিরাপত্তার প্রশ্নে তুমি উত্তেজিত হলে কেন? আমি তোমার কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করিনি, তবে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম বটে। প্রকৃতপক্ষে আমি বলতে চেয়েছিলাম আমার গোপন কথা তোমাকে জানানোর পর কোন কারণে যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তাহলে ঐ গোপন কথা কি গোপনই থাকবে? যদি নিশীথে রাজপথে বিচরণরত প্রহরীদের কাছে তুমি চিৎকার করে আমার পরিচয় ঘোষণা করে দাও, তাহলে আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাই তোমার কাছে আশ্বাস চেয়েছিলাম। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও আমার পরিচয় তুমি জনারণ্যে প্রকাশ করবে না; ঘৃণার উদ্রেক হলে বাক্যালাপ বন্ধ করবে, কিন্তু রাজপুরুষের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে বিপন্ন করবে না – এইটুকু আশ্বাস, এইটুকু অঙ্গীকার আমি শুনতে চেয়েছিলান। কিন্তু সব কথা খুলে বলার আগেই তুমি আমাকে গৃহ হতে বহিষ্কার করতে উদ্যত হয়েছ।"

বল্লভ নির্বাক। তার দৃষ্টি কক্ষতলে নিবদ্ধ। কর্ণদেবের কণ্ঠ আবার নিস্তব্ধ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হল, "আমি অস্ত্রত্যাগ করেছি। তোমার মতো মহাবলিষ্ঠ পুরুষের কাছে নিরস্ত্র অবস্থায় আমি নিতান্ত অসহায়। কিন্তু বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় তোমার গৃহত্যাগ করতে রাজী নই, তোমার যা খুশী করতে পারো।"

বল্লভ স্খলিত স্বরে বলল, "আমি কোপনস্বভাব নই। কিন্তু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আমি বিচলিত। আর তুমিও ভালভাবে তোমার কথা বলতে পারোনি। যাই হোক, আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আশা করি আমার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমায় ক্ষমা করবে।"

কর্ণদেব কথা বলল না। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল। সে আবার পালঙ্কের উপর উপবেশন করল।

বল্লভ কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বলল, "কর্ণদেব তুমি আমার কাছে কোন

প্রস্তাব করবে কি করবে না সেটা তোমার বিবেচ্য। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার মতো সুদর্শন কিশোরের এমন কি গোপন কথা, এমন কি গোপন পরিচয় থাকতে পারে—যে কথা রাজপুরুষের কানে এলে তোমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

কর্ণদেব নীরব। কেবল তার ওষ্ঠাধরে অনুপস্থিত হাসির রেখা আবার ফিরে আসার উপক্রম করল!

বল্লভ বলল, "যাই হোক, আমি শপথ করে বলছি তোমার গোপন কথা আমার গোচরে এলে সেই কথা কোনক্রমেই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হবে না।"

—"এইটুকুই শুনতে চেয়েছিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম··· আচ্ছা! যে প্রস্তাব করাব জন্য আমি উদ্‌গ্রীব আর যে প্রস্তাব শোনার জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত—এখন সেই প্রস্তাব তোমার সম্মুখে উপস্থিত করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারব মৃত্যু-ভয়াল এক বন্ধুর পথে আমবা পরস্পরের বন্ধু হব—না, চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হব।····· হ্যাঁ, আমার বক্তব্য শুনলেই তুমি বুঝবে আমার প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে আমাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য। এমন কি, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিতের মতো ব্যবহার করব।"

"কর্ণদেব!" বল্লভ বলল, "তোমার প্রস্তাবে যদি সম্মত না হই, তাহলে আমরা পরিচয় অস্বীকার করব কেন?"

—"কারণ, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হলে বুঝতে হবে আমাকে তুমি ঘৃণা করছ।"

—"তবে তোমার প্রস্তাব ঘৃণ্য?"

—"না। কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়। সেই পরিচয় ব্যক্তিবিশেষের কাছে ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হতে পারে।"

—"কর্ণদেব! মানুষের মুখ দর্পণের মতো। তোমার মুখশ্রী

সুন্দর; বাচনভঙ্গী মার্জিত; তোমার কার্যকলাপ উচ্চবংশজাত আর্য-যোদ্ধার পরিচয় বহন করছে। কোন ভদ্রব্যক্তির পক্ষে তোমাকে ঘৃণা করার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।"

—"যদি বলি আমি এক দস্যুর অনুচর? তাহলেও কি তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না?"

—"তুমি দস্যুর অনুচর? ......অসম্ভব! তোমার মুখ চোখ, তোমার ব্যবহার উচ্চবংশজাত আর্যপুরুষের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।"

—"বল্লভ! আমিও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি উচ্চবংশজাত কোন আর্যপুরুষের পক্ষে দস্যু পরন্তপের দলে যোগ দিতে বাধা নেই।"

—"দস্যু পরন্তপ!"

—"হ্যাঁ। আমি পরন্তপের বিশেষ স্নেহের পাত্র। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুচর!"

দশম পরিচ্ছেদ

কর্ণদেবের কাহিনী

অনেকক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভাঙ্গল বল্লভ, "কুসীদজীবী উত্তানপাদের হঠাৎ সুমতি হওয়ার কারণটা এতক্ষণে বুঝলাম।"

কর্ণদেব নীরব।

বল্লভ আবার বলল, "কিন্তু তোমার সত্য পরিচয় উত্তানপাদকে জানিয়ে ভাল করনি। রাজপুরুষের কাছে সে যদি সব কথা বলে দেয় তবে তুমি বিপদে পড়বে। কর্ণদেব! আজ রাত্রেই যদি সে কলভবর্মার কাছে গিয়ে তোমার সত্য পরিচয় জানিয়ে দেয়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ষিদল এসে তোমাকে বন্দী করবে।"

কর্ণদেব হাসল, "বল্লভ! পরন্তপের ন্যায় দুর্দান্ত দস্যুর সঙ্গে

যে-ব্যক্তি দিনের পর দিন অতিবাহিত ক'রে তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে, তাকে নির্বোধ ভাবা উচিত নয়। মনুষ্যচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা আছে। উত্তানপাদ আমার নামে অভিযোগ করতে সাহস পাবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করলে পরন্তপের প্রতিহিংসা থেকে রাজশক্তি যে তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সেকথা আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া আপনার গৃহে আমি যে রাত্রিযাপন করছি সেই সংবাদও তার জানা নেই। অতএব উত্তানপাদ সম্পর্কে আপনার ভীতি অমূলক।"

বল্লভের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, "হঠাৎ সম্বোধনের পরিবর্তন ঘটল কেন?"

কর্ণদেব মাথা নত করল, "ক্রোধের বশে 'তুমি' বলে অন্যায় করেছিলাম। মার্জনা করবেন।"

বল্লভের ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, "তোমার প্রস্তাবটা এবার শুনতে চাই। কিন্তু তার আগে জানতে চাই ব্রাহ্মণসন্তান কেমন করে দস্যুর বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হল।"

কর্ণদেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর মাথা তুলে বাতায়নপথে অন্ধকার আকাশের দিকে দুই চোখের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে গভীরস্বরে আত্মকাহিনী শুরু করল, "মহারাজ রুদ্রদমনের রাজ্যে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমার পিতা অধ্যাপনার কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। আমার জননীও বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে পিতার যোগ্যা সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। আমি ছিলাম তাঁদের একমাত্র সন্তান। সুতরাং পিতা ও মাতা উভয়েই আমার শিক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আমি মেধাবী ছাত্র ছিলাম। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই আমি বিভিন্ন শাস্ত্র ও গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম। পিতার আশা ছিল তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও শিক্ষাদানের মহৎ কার্যে ব্রতী হব। কিন্তু মাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম—মহারাজ রুদ্রদমনের সভাপণ্ডিত

হয়ে রাজসভা অলঙ্কৃত করব এই ছিল তাঁর বাসনা। আমার নিজস্ব মতামত তখনও গঠিত হয়নি। তবে বিদ্যার্জনের আগ্রহ প্রবল ছিল বলে আমি প্রাণপণে বিভিন্ন শাস্ত্র আয়ত্ত করতে সচেষ্টা ছিলাম। ঐভাবে চললে পরবর্তীকালে আমি পিতার আশা পূর্ণ করতাম, অথবা মাতার সন্তোষবিধানে সমর্থ হতাম বলা কঠিন, কিন্তু অকস্মাৎ এক দুর্ঘটনার ফলে আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হল। মাত্র তিনদিনের জ্বরে আমার পিতৃদেব দেহত্যাগ করলেন। শিশুপুত্রকে নিয়ে আমার জননী অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। আশ্রয়গ্রহণ করা যায় এমন কোন আত্মীয়স্বজন নিকটে ছিল না। আমার মাতুলালয় ছিল কৌশাম্বী রাজ্যে। তাঁদের সঙ্গে আমার পিতার সদ্ভাব না থাকায় মাতার সঙ্গেও তাঁর ভ্রাতা বা পিতামাতার যোগাযোগ ছিল না। নিরুপায় হয়ে আমাকে নিয়ে মাতা দূর কৌশাম্বী রাজ্যে মাতুলালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। সেইসময় গ্রামের শ্রেষ্ঠী গণপৎ মাকে নিষেধ করে জানালেন পিতার অবর্তমানে তিনিই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। শ্রেষ্ঠী একসময়ে পিতার ছাত্র ছিলেন—গুরুপত্নী ও নাবালক গুরুপুত্রের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। পূর্বেই বলেছি আমার মাতা বিদুষী ছিলেন। পিতার অবর্তমানে মাতা স্বয়ং আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করে রাজসভায় কার্যগ্রহণ করে মাতার দুঃখ দূর করব। কিন্তু বিধি প্রতিকূল—পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পরেই অকস্মাৎ দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার জননী মৃত্যুবরণ করলেন। মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সেই আমি পিতৃমাতৃহারা অনাথ বালকে পরিণত হলাম। গণপৎ নামে যে-শ্রেষ্ঠী আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে বললেন কর্তব্যে অবহেলা অনুচিত, অতএব আমি যেন বিদ্যাভ্যাসে বিরত না হই। আমি শোক সংবরণ করে পুনরায় অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ

করতে সচেষ্ট হলাম। নিকটবর্তী এক গ্রামের জনৈক আচার্য আমার প্রতি সহানুভূতি-পরবশ হয়ে আমাকে অধ্যয়নে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভাগ্য যার প্রতিকূল তার পক্ষে নিশ্চিত জীবনযাপন সম্ভব নয়। হঠাৎ এক রাত্রে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো শ্রেষ্ঠী গণপতের প্রাসাদে হানা দিল একদল দস্যু। বেতনভোগী প্রহরীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে দস্যুদলের অভিযান সম্পূর্ণ সফল হল না, কিন্তু কিছু মূল্যবান রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণ লুণ্ঠন করে তারা পলায়ন করতে সমর্থ হল। সেই যুদ্ধে দুটি দস্যু নিহত হয়েছিল। আমাদের পক্ষেও হতাহত হয়েছিল কয়েকজন প্রহরী। মঘবা নামে অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর-প্রহরী সেই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল। শ্রেষ্ঠী পত্নী সর্বসমক্ষেই বললেন, 'কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের কি সার্থকতা আছে? গৃহকর্তার সর্বনাশ উপস্থিত হলেও যে-ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট থাকে, তাকে গৃহ হতে দূর করে দেওয়াই কর্তব্য।'

স্পষ্টভাবে আমার নাম উল্লেখ না করলেও সকলেই বুঝল আমাকে কটাক্ষ করেই শ্রেষ্ঠীপত্নী ঐকথা বলেছেন। বিশেষতঃ কিশোর মঘবা যখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে সহাস্যে দন্তবিকাশ করল, তখন অতিশয় অপমানিত বোধ করলাম। সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম শাস্ত্রের চাইতে শস্ত্রের ক্ষমতা অনেক বেশী। গৃহের দাসদাসী, গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই মঘবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি বলে অনেকেই আমার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করল। শ্রেষ্ঠী অবশ্য আমাকে কিছু বলেননি, কিন্তু মঘবাকে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা জানালেন এবং আমার প্রতি কটাক্ষ করে শ্রেষ্ঠীপত্নীর মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ করলেন না।

পরের দিন প্রভাতেই আমি গৃহত্যাগ করলাম। কি করব, কোথায় যাব কিছুই স্থির করিনি—লোকালয় ছেড়ে বনপথে ভ্রমণ করতে করতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে একসময়ে তৃণশয্যায় লুণ্ঠিত

হয়ে পড়লাম। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বনে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে মনে করে স্থির করলাম একটি বৃক্ষে আরোহণ করে রাত্রি যাপন করব। কিন্তু মনের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার আগেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের ন্যায় আমার সম্মুখে আবির্ভূত হল এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! আমি সভয়ে ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করলাম। ব্যাঘ্র আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল। অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠের এক তীব্র চিৎকার আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। তাকিয়ে দেখলাম এক দীর্ঘকায় অসিধারী পুরুষ বনপথের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। হিংস্র শ্বাপদ তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে অসিধারী পুরুষের দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং ভীষণ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তার গ্রীবা থেকে ছিটকে পড়ল তপ্ত রক্তের ধারা। মরণাহত পশু দারুণ আক্রোশে আবার ঝাঁপ দিল শত্রুর দিকে। আবার ব্যর্থ হল নখদন্তের নিশানা, কিন্তু শাণিত তরবার পুনরায় শ্বাপদের রক্তপান করল। উপর্যুপরি কয়েকবার আঘাতের পর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নরখাদকের মৃতদেহ। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম অসিধারী পুরুষের অসি পর পর তিনবারই অব্যর্থ সন্ধানে স্কন্ধের দুইপাশে আঘাত করে ব্যাঘ্রের মুণ্ডকে প্রায় দেহচ্যুত করে দিয়েছে!

ব্যাঘ্রের হন্তারক এগিয়ে এসে নিহত শ্বাপদের দেহে তরবারি ঘর্ষণ করে অস্ত্র থেকে শোণিতচিহ্ন লুপ্ত করে ফেলল। তারপর নিষ্কলঙ্ক অসি কোষবদ্ধ করে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হল।

কিছুক্ষণ আমাকে স্থিরদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে ঐ ব্যক্তি বলল, 'বালক! এই অঞ্চলে কোন মানুষ একাকী ভ্রমণ করে না। নরখাদক ব্যাঘ্র অধ্যুষিত এই অরণ্যে তুমি সন্ধ্যাকালে কেন এসেছ? বোধহয় তোমার পথ ভুল হয়েছে। তুমি কোথায় যেতে চাও?'

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর গভীর, কিন্তু স্নেহের স্পর্শে কোমল। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তার ঊর্ধ্ব-অঙ্গে পীতাভ আঙরাখা, নিম্ন-অঙ্গ

আগন্তুক আচ্ছাদিত যোদ্ধৃসুলভ শ্বেতবস্ত্রে। আবরণের ভিতর থেকেও তার স্কন্ধ ও বক্ষের স্ফীত মাংসপেশী চোখে পড়ে। আবরণ-মুক্ত দুই বাহু দৃঢ় পেশীবদ্ধ এবং শুষ্ক ক্ষত চিহ্নে চিহ্নিত। তীক্ষ্ণ নাসা, পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর, মাংসহীন কঠিন চোয়াল, আর কুঞ্চিত কেশদামের নীচে অপ্রশস্ত ললাটের উপর এক জোড়া রোমশ ভ্রূর তলায় জ্বলছে এক জোড়া প্রখর চক্ষু! সব মিলিয়ে মানুষটিকে সুপুরুষ হয়তো বলা যায় না, তবে তার চেহারার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কোমলে কঠিনে মেশা সেই আশ্চর্য সৌন্দর্যকে অনুভব করা যায়, ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না।

আগন্তুক আবার কোমল-গম্ভীর স্বরে বলল, 'বালক, ভয় নেই। ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে। বলো, তুমি কোথায় যাবে? আমি স্বয়ং তোমাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

বললাম, 'জানি না। এই পৃথিবীতে আমার যাওয়ার কোন স্থান নেই।'

আগন্তুকের তীব্র দৃষ্টি তীব্রতর হল, সে প্রশ্ন করল, 'সেকি! তোমার কি কেউ নেই?'

আমি তখন সংক্ষেপে আমার ইতিহাস ব্যক্ত করে বললাম, 'তুমি আমাকে আশ্রয় দাও! আমি তোমার কাছে অস্ত্র চালনার শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই।'

আগন্তুক সকৌতুকে বলল, 'বিনিময়ে তুমি আমাকে কি দেবে?'

বললাম, 'আমার আনুগত্য।'

মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে আগন্তুক আমার চোখের দিকে চাইল। তারপর গভীর স্বরে বলল, 'বেশ। এই কথাই রইল। যদি শিখতে চাও তবে এমন করেই শেখাব যে, হাতের তরবারি তোমার ইচ্ছা-পূরণ করবে আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো বিনা প্রতিবাদে সর্বদা আমার আদেশ পালন করবে?'

বললাম, 'না, এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারব না। কিন্তু শপথ করে বলছি কখনও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করব না।'

আগন্তুক বলল, 'তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখের গঠনে বোঝা যায় তুমি উচ্চবংশের সন্তান। আশা করি প্রতিশ্রুতি তোমার মনে থাকবে?'

বললাম, 'যদি তোমার কাছে অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ পাই, তবে আমরণ কৃতজ্ঞ থাকব।'

আগন্তুক বলল, 'আমি দীর্ঘকাল অস্ত্রচালনা করেছি। মানুষের শরীর দেখে তার সম্ভাবনা বুঝতে পারি। তোমার দেহের গঠন দেখে বুঝতে পারছি নিয়মিত অনুশীলন করলে তুমি নিপুণ যোদ্ধা হতে পারবে। আমি তোমাকে সযত্নে সর্বপ্রকার রণবিদ্যায় শিক্ষিত করব। এখন বলো, তোমার নাম কি?'

নাম জানিয়ে আমি আমার প্রাণদাতার পরিচয় জানতে চাইলাম। আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, 'আমার নাম পরন্তপ।'

আমি সচমকে বললাম, 'দস্যু পরন্তপ!'

আগন্তুক স্মিতমুখে বলল, 'লোকে আমার নামের আগে ঐ বিশেষণটি প্রয়োগ করে বটে। বালক! তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

বললাম, 'না, তুমি আমার প্রাণদাতা, তোমাকে ভয় করব কেন? তাছাড়া শুনেছি পরন্তপ অকারণে নরহত্যা করে না।'

আগন্তুক বলল, 'ঠিক শুনেছ। শোনো বালক, তোমাকে দেখে আমার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়েছে। আমি স্বহস্তে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রশিক্ষা দিই না। প্রয়োজনে অস্ত্রবিদ্‌ মানুষের সাহায্য নিয়ে থাকি, প্রয়োজন শেষ হলেই ঐ সকল মানুষের সাহচর্য ত্যাগ করি। কিন্তু তোমাকে আমি মনের মতন করে শিক্ষা দেব। বালক! তুমি হবে আমার বিশ্বস্ত অনুচর।'

বললাম, 'আমি চিরকাল তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্রধারণ করব। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হলে দস্যুদলের অভিযানে যোগ দেব না।'

পরন্তপ সহাস্যে বলল, "তথাস্তু।"

তারপর কেটে গেল কয়েকটি বৎসর। অস্ত্র চালনায় আমি অতিশয় নিপুণ হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে তরবারি চালনায় আমার গুরুকেও ছাড়িয়ে গেলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি কিছুতেই তার সমকক্ষ হতে পারিনি।"

কর্ণদেব একটু থামতেই বল্লভ প্রশ্ন করল, "কোন্ বিষয়ে তুমি তার সমকক্ষ নও?"

—"বহুদূর থেকে অব্যর্থ সন্ধানে ছুরিকা নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করতে পারে পরন্তপ। দীর্ঘকাল অনুশীলন করেও ঐ বিদ্যাটি আমি আয়ত্ত করতে পারিনি! পরন্তপের কাছে শুনেছি শৈশব থেকেই ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে সে ছুরিকা নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত।"

—"এখন জানলাম ব্রাহ্মণ সন্তান কেমন করে দস্যুর অনুচরে পরিণত হল। এবার বলো কি তোমার প্রস্তাব?"

—"বলছি। কিন্তু আত্মকাহিনী যখন শুরু করেছি, তখন আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই। বিশেষ করে 'জল্লাদ' নামে যে-মানুষটি আজ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল তার সম্পর্কেও কয়েকটা কথা আপনার জানা দরকার। ঐ সঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ হলেও পরবর্তীকালে ঐ ঘটনার জন্যই আমার জীবন বিপন্ন হয়েছিল। প্রথমে ঐ ঘটনার কথা বলছি, পরে জল্লাদের কথা বলব। পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঐ দুটি ঘটনার ফলেই আজ আমি প্রাণ হারাতে বসেছিলাম।

পরন্তপের কাছে প্রায় তিন বৎসর শিক্ষাগ্রহণ করার পর আমি যখন অস্ত্রচালনায়—বিশেষ করে তরবারির ব্যবহারে—দক্ষ হয়ে উঠেছি, সেই সময় এক অলস মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ মাধ্বীপানের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী এক গ্রামের পানশালায় গমন করলাম! প্রসঙ্গত জানাচ্ছি, বনের মধ্যে পরন্তপের একটি স্থায়ী বাসগৃহ ছিল, কিন্তু আমি ছাড়া দলের কেউ ঐ গৃহের সন্ধান জানত না। আমি ছিলাম তার

সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহচর, একান্ত স্নেহের পাত্র। দলের কোন কোন ব্যক্তি আমাকে ঈর্ষা করত। কিন্তু প্রকাশ্য কলহে অবতীর্ণ হতে কেউ সাহস পেত না। কারণ, বন্ধুভাবে অসিক্রীড়া করার সময়েই তারা আমার ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল একাধিকবার—তাছাড়া, পরন্তপ সম্পর্কে নিদারুণ ভীতি তাদের প্রকাশ্য শত্রুতা থেকে নিরস্ত করেছিল। পরন্তপ আমাকে ভালবাসত তার সন্তানের মতো। দেশের মানুষ তাকে ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু আমি তার যে পরিচয় পেয়েছি—"

বাধা দিয়ে বল্লভ বলল, "অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সময় নেই। তোমার কথা বলো। পরন্তপেব কথা শুনতে চাই না।"

—"ঠিক! ঠিক! হঠাৎ ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। এই আকস্মিক দুর্বলতার জন্য ক্ষমা কববেন। যে দস্যু সমগ্র দেশে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে, তার সম্পর্কে আপনার ন্যায় সৎ নাগরিকের অনীহা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি জানি পরন্তপ শুধু নবঘাতক দস্যু নয়, তার নিজস্ব জীবন-দর্শন আছে। নিজেব আত্মাব কাছে সে নিষ্কলুষ, 'ভাবের ঘরে চুরি' সে কখনও কবে না। যাই হোক তাব প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার আমার কথাই বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন।

পানশালায় গিয়ে দেখলাম কয়েকটি গ্রাম্য যুবক শীতল পানীয় ও খাদ্য সহযোগে অবসর বিনোদন করছে। আমি কারও দিকে দৃক্‌পাত না করে এক পাত্র মাধ্বী ও কিছু শূল্য মাংস নিয়ে পান-আহার শুরু করলাম। হঠাৎ সেইস্থানে এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে বিপণির অধিকারীর কাছে কিছু খাদ্য ও পানীয় চাইল। অধিকারী জানাল এটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। অতএব উপযুক্ত মূল্য না পেলে সে খাদ্য বা পানীয় দিতে অপারগ। লোকটি সর্বস্ব গণনা করে দেখল তার কাছে মাত্র এক পাত্র মাধ্বীর মূল্য আছে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সে বলল, 'বহুদূর থেকে আসছি। আরও